



ভালবাসা সবার তরে  
মৃগ নয়কো কারও 'পরে'  
Love for All  
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

# পাঞ্চিক আহমদি

The Ahmadi Fortnightly Since 1922 নবপর্যায় ৮৫ বর্ষ | ১৮তম সংখ্যা

রেজি. নং: ডি. এ.-১২ | ১৭ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ | ০৮ রমজান ১৪৪৪ হিজরি | ৩১ আমান ১৪০১ ই. শা. | ৩১ মার্চ ২০২৩ ইস্যাদ

“আল্লাহ তালার  
পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির  
অবশ্যই শক্রপক্ষ থাকে  
যারা তাকে দুঃখকষ্ট দেয় এবং  
অপমান-অপদস্থ করে। সে-সময় পরিগ্রামারা  
নিজেদের বিবেক দ্বারা তার সত্যতা উপলক্ষ্মি করতে  
সক্ষম হয়। যেভাবে ফুলের সাথে কঁটা থাকে আবার  
বিষের মাঝে প্রতিষেধকও থাকে, সেভাবে প্রত্যাদিষ্টদের  
বিরোধী লোক থাকাও আবশ্যিক।”

– হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)

প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী

# আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হ্যরত  
মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মাওউদ  
(আ.) তাঁর “আইয়ামুস সুলেহ” পুস্তকে বলেছেন,

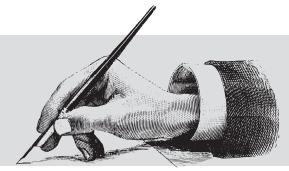
“আমরা ঈমান রাখি যে, খোদা তাঁলা ব্যতীত  
কোনো মা'বুদ নাই এবং সৈয়দনা হ্যরত মুহাম্মদ  
মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল  
এবং খাতামুল আব্দিয়া। আমরা ঈমান রাখি,  
ফিরিশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং  
আমরা আরো ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ  
তাঁলা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে  
উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও  
ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত থেকে  
বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি  
অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং  
অবৈধ বক্তব্যকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে  
ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার  
জামা'ত-কে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে  
পবিত্র কলেমা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’-এর ওপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান  
নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। কুরআন শরীফ থেকে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস  
সালাম) এবং কিতাবের ওপর ঈমান আনবে। নামায, রোয়া, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত  
খোদা তাঁলা এবং তার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্যকরণীয় মনে করে,  
যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে  
সমস্ত বিষয়ের ওপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুয়ুর্গানের ইজমা অর্থাৎ সর্ববাদি সম্মত মতো  
ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া  
হয়েছে, সেসব সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্যকর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোনো  
দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া বা খোদাভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের  
বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রঞ্জনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে যে,  
কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল, আমাদের এ অঙ্গীকার সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এসবের বিরোধী  
ছিলাম? “আলা ইন্না লানাতাল্লাহি আলাল কাফিবীনা ওয়াল মুফতারীনা-”

অর্থাৎ সাবধান! নিশ্চয় মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। [আইয়ামুস  
সুলেহ, পৃ. ৮৬-৮৭]



হ্যরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী  
ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মাওউদ (আ.)  
[জন্ম: ১২৫০ ই. ১৮৩৫ খ্রি.-মৃত্যু: ১৩২৬ ই. ১৯০৮ খ্রি.]

# — সম্পাদকীয় —



**ত**ব্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ১৮৮৮ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে বয়আত গ্রহণের আদেশ দেয়া হয় আর সেই ঐশী আদেশ ছিল, “ইয়া আয়ামতা ফাতাওয়াক্কাল আলাল্লাহে ওয়াসনাল্লে ফুলকা বেআ’যুনেনা ওয়া ওয়াহয়িনা, আল্লায়ীনা ইউবায়েউনাকা, ইন্নামা ইউবায়েউনাল্লাহা, ইয়াদুল্লাহে ফাওকা আইদীহিম”। অর্থাৎ “যখন তুমি দৃঢ় সংকল্প করে ফেল তখন আল্লাহর প্রতি ভরসা করবে আর আমার সামনে এবং আমার ওহী অনুযায়ী (জামা’তী ব্যবস্থাপনার) নৌকা তৈরি করো। যারা তোমার হাতে বয়আত করবে, আল্লাহ তা'লার হাত তাদের হাতের ওপর থাকবে।”

শুক্র ও সতেজ উভয় প্রকারের লোক এই জামা’তে প্রবেশ করবে— এ বিষয়টি হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর অপছন্দনীয় ছিল। তিনি মনে মনে চাইতেন, এই কল্যাণময় জামা’তে কেবল ঐসকল বরকতমণ্ডিত লোকেরা যেন প্রবেশ করে যাদের বৈশিষ্ট্যে বিশ্বস্ততা রয়েছে এবং যারা অপরিপক্ষ নয়। অতএব তিনি এমন একটি অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষমান ছিলেন যেখানে নিষ্ঠাবান এবং মুনাফেকদের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট করা যায়। মহান আল্লাহ নিজ মহান প্রভৃতি এবং অনুগ্রহে সেই অনুষ্ঠান সে-বছরই অর্থাৎ ১৮৮৮ সালে বশীর আওয়ালের মৃত্যুতে সৃষ্টি করে দিলেন। সারা দেশে তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচারণ শুরু হল আর অবোধরা কুধারণা করে দূরে সরে গেল ফলে তাঁর (আ.) দৃষ্টিতে সেই মুহূর্তটি বয়আত গ্রহণের জন্য ঘোষণ মনে হল। তিনি (আ.) ০১ ডিসেম্বর ১৮৮৮ সালে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বয়আত গ্রহণের ঘোষণা দেন।

হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর ইশতেহার অনুযায়ী জ্যু, খুশত, ভেরা, সিয়ালকোট, গুরুদাশপুর, গুজরাঁওয়ালা, জলন্ধর, পাটিয়ালা, মালেইর কোটলা, আস্বালা, কপুরথলা এবং মিরেঠ ইত্যাদি জেলাসমূহ থেকে পুণ্যাত্মক লুধিয়ানা এসে উপস্থিত হন। বয়আতে উলার সূচনা হয় লুধিয়ানায় হ্যরত মুসী আবুল্লাহ সান্নোরী (রা.)-এর ভাষ্যমতে ২০ রজব ১৩০৬ হিজরী মোতাবেক ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সালে হ্যরত সূফী আহমদ জান (রা.)-এর বাড়ীতে যোটি মহল্লা জাদীদে অবস্থিত, সেখানেই বয়আতের

ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য একটি রেজিস্টার খাতা প্রস্তুত করা হয় যার ওপরে লেখা হয়— “বায়আতে তওবাহ বারায়ে হস্তলে তাকওয়া ও তাহারাত” [অর্থাৎ খোদাভীতি ও পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে তওবার বয়আত]। উক্ত রেজিস্টারে পর্যায়ক্রমে নাম, পিতার নাম এবং জন্মস্থান-এর উল্লেখ করা হয়।

হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) বয়আত গ্রহণের জন্য বাড়ির একটি কক্ষ নির্ধারণ করেন (যেটিকে পরবর্তীতে দারুল বয়আত নামকরণ করা হয়) সেখানে বসে যান এবং দরজায় হাফেজ হামেদ আলী সাহেব (রা.)-কে দাঁড় করিয়ে দেন আর তাকে নির্দেশনা দিয়ে বলেন, আমি যার নাম উচ্চারণ করব তাকে কামরায় ডাকবে। অতএব তিনি সর্বপ্রথম হ্যরত মাওলানা নূরুল্লাহ (রা.)-কে ডাকলেন। হ্যরত আকদাস (আ.) মাওলানা সাহেবের হাত খুব শক্তভাবে ধরলেন এবং অনেক দীর্ঘ সময় ধরে বয়আত নিলেন। সেই দিনগুলোতে বয়আতের শব্দগুলো এমন ছিল: “আজ আমি আহমদের হাতে নিজ ঈ সকল পাপ এবং মন্দ স্বভাবগুলো থেকে তওবা করছি যেগুলোতে আমি লিঙ্গ ছিলাম আর একনিষ্ঠচিত্তে এবং দৃঢ়চিত্তে অঙ্গীকার করছি যে, আমার সাধ্যমত এবং স্বজ্ঞানে আম্তুয় সকল পাপ পরিহার করে চলব। ধর্মকে জাগতিক আরাম-আয়েশ আর আত্মার প্রসাদের ওপর প্রাধান্য দিব এবং ১২ জানুয়ারির ১০টি শর্তের ওপর যথসাধ্য আমল করব। এখনও আমি আমার পূর্বের সকল পাপ থেকে প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি: “আসতাগফিরুল্লাহ রাবী, আসতাগফিরুল্লাহ রাবী, আসতাগফিরুল্লাহ রাবী মিন কুলি যামবিনও ওয়া আতুবু ইলাইহি, আশহাদু আল লা ইলাহা ইলাল্লাহ ওয়াহস্তাহ লা শারিকালাহ ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসুলুহ রাবী ইলাইহি যালামতু নাফসী ওয়া’তারাফতু বিযামবী ফাগফিরলী যুনুবী ফাইলাহ ইলাহ যুনুবা ইলাহ আন্তা।”

সর্বপ্রথম হ্যরত মাওলানা নূরুল্লাহ (রা.) বয়আত গ্রহণ করেন। এরপর এক এক করে মোট ৪০ জন পবিত্রাত্মা বয়আত গ্রহণ করে এ ঐশী জামা’তে শামিল হন। (তারীখে আহমদীয়াত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩০৯-৩৪১)

## ‘আহমদী’ পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখ্যপত্র ‘আহমদী’ পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর- সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী  
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত, বাংলাদেশ  
৮নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।  
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

# স্মৃতিপথে

৩১ মার্চ ২০২৩

পরিত্বকুরআন

৩

হাদীস শরীফ

৪

অযুতবাণী

৫

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে  
অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হয়রত মির্যা মাসরুর  
আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল্খামেস (আই.)-এর  
জুমুআর খুতবা  
বিষয়: হয়রত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর স্মৃতিচারণ

০২ মে, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে  
অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হয়রত মির্যা মাসরুর  
আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল্খামেস (আই.)-এর  
স্টেডিয়াম ফিল্ডের খুতবা

সীরাতুল মাহদী (আ.)  
[হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]  
প্রগেতা: হয়রত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)  
ভাষাতর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ

তারিখে আহমদীয়াতে লুধিয়ানায়  
হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে  
বিরোধী ব্যক্তির বয়আত গ্রহণ

২২

মৌলিক মাসলা-মাসায়েল ও এর উত্তর  
ভালবাসা ও আত্মত্বের বাণী:  
ইসলামের পুনর্জাগরণের মহা-বারতা  
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মঙ্গল

২৪

আমাদের কুরবানী আল্লাহ্ গ্রহণ করছন  
শহীদ আহমদ

৩০

এক নজরে দেশের বিভিন্ন স্থানে  
'মসীহ মাওউদ (আ.)' দিবস উদ্ঘাপন

৩১

প্রতিশ্রূত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে  
বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

৩৫

বিবাহ সংবাদ  
কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

৩৬

প্রচন্দ পরিচিতি:

মালফুয়াত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৮

পাঞ্জিক 'আহমদী' নিয়মিত পড়ন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর  
যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাঞ্জিক 'আহমদী'র সাথেই থাকুন।  
ইন্টারনেটের মাধ্যমে 'আহমদী' পত্রিকা পড়তে Log in করুন  
[www.theahmadi.org](http://www.theahmadi.org) পাঞ্জিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল  
আইডি- [pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com](mailto:pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com)



# କୁରାନ ଶରୀଫ

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ ۝ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيִّ ۝ فَمَن يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ ۝  
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ۝ لَا نِفَاضَامَ لَهَا ۝ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ۝ ୧୮

ଅନୁବାଦ: ଧର୍ମର ବ୍ୟାପାରେ କୋଣୋ ବଲ ପ୍ରୟୋଗ ନେଇ କାରଣ ସଂପଦ ଓ ଭାନ୍ତି ଉଭୟର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୁମ୍ପଟ ହୟେ ଗେଛେ । ଅତଏବ ଯେ-ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍ଗତକେ ଅସ୍ଵିକାର କରେ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହର ଓପର ଈମାନ ଆନେ, ସେ ନିଶ୍ଚଯ ଏମନ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ହାତଳକେ ଶକ୍ତଭାବେ ଧରେଛେ ଯା କଖନେ ଭାଙ୍ଗବାର ନୟ, ଆର ନିଶ୍ଚଯ ଆଲ୍ଲାହ ସବଶ୍ରୋତା ଓ ସର୍ବଜାନୀ । (ସୂରା ବାକାରା: ୨୫୭)

## ସଂକଷିପ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା

**ତ**ସରତ ମସିହ ମାଓଡ଼ୁଦ (ଆ.) ବଲେନ, ଯେ-ଧର୍ମ

ପ୍ରତ୍ୟାପନ୍-ୟୁକ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନାରକମ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ରୟ ଅଥବା ତ୍ରୈଶୀ ନିଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଅତି ସହଜେ ଆପନ ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣେ ସମର୍ଥ, ଏକଥିର କ୍ଷେତ୍ରେ ବଲପ୍ରୟୋଗ ଓ ତରବାରିର ଭୟ ଦେଖିଯେ ନିଜେର ସତ୍ୟତା ସ୍ଵିକାର କରାନୋର କୋଣୋ ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ । କିନ୍ତୁ ଯେ-ଧର୍ମ ଏ ସ୍ଵିଯ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହିତ ଏବଂ ନିଜ ଦୁର୍ବଲତା ଢାକାର ଜନ୍ୟ ତରବାରି ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେକ୍ଷେତ୍ରେ ଏକଥିର ଧର୍ମର ମିଥ୍ୟା ସାବ୍ୟନ୍ତ ହବାର ଜନ୍ୟ ଆର କୋଣୋ ପ୍ରମାଣେର ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ ଏବଂ ତାକେ କର୍ତ୍ତନ କରାର ଜନ୍ୟ ତାର ନିଜେର ତରବାରିଇ ଯଥେଷ୍ଟ । ‘ଲା ଇକରାହା ଫିନ୍ଦିନ’ ଅର୍ଥାତ ଧର୍ମ ବଲ ପ୍ରୟୋଗ କରା ଉଚିତ ନୟ, ତାହଲେ କେନ ତରବାରି ଧାରଣ କରା ହଲ? ଏଇ ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ଵ ହଲ, ଆରବେର ଅସଭ୍ୟ ଜାତି ଯାଦେର ମଧ୍ୟେ ଭାଲ-ମନ୍ଦେର ପାର୍ଥକ୍ୟ କରାର ବିଚାରଶକ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଛିଲ ନା, ତାରା ଇସଲାମ ଓ ମୁସଲମାନଦେର କଠୋର ଦୁଶମନ ହୟେ ଗିଯେଛି । ଆଲ୍ଲାହର ଏକତ୍ର ଓ ଇସଲାମେର ସତ୍ୟତାର ସମର୍ଥନେ ସୁମ୍ପଟ, ଅକାଟ୍ୟ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତି-ପ୍ରମାଣେ ମାଧ୍ୟମେ ତାଦେରକେ ଯଥନ ବୁଝାନୋ ହଲ ଯେ, ମାନୁଷେର ପକ୍ଷେ ପାଥରକେ ପୂଜା କରା ଏକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଭାନ୍ତି ଏବଂ ତା ମନୁସ୍ତେର ପରିପାତ୍ର ପରିପାତ୍ର, ତାରା ତଥନ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାର କୋଣୋ ଜବାବ ଦିତେ ପାରେ ନି । ତାଦେର ଏ ଅପାରଗତାୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେରା ଇସଲାମେର ଦିକେ ଏଣ୍ଟତେ ଥାକେ । ଫଳେ ଭାଇ-ଭାଇ ଓ ପିତା-ପୁତ୍ରେର ସମ୍ପର୍କ ପରମ୍ପର ବିଚିନ୍ନ ହୟେ ଯାଯ୍ । ତଥନ ନିଜେଦେର ମିଥ୍ୟା ଧର୍ମ

ରକ୍ଷା-କଲ୍ପେ ଏହାଡ଼ା କୋଣୋ ପ୍ରତିକାରଇ ତାରା ଚିନ୍ତା କରତେ ପାରେ ନି ଯେ, କଠିନ ଓ କଠୋର ଶାନ୍ତିର ମାଧ୍ୟମେ ଲୋକଦେରକେ ମୁସଲମାନ ହେତୁ ଥିଲେ ବିରତ ରାଖିବେ । ସୁତରାଂ ପବିତ୍ର ମକାଯ ଆବୁ ଜାହଲ ଓ ମକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତ୍ରସ୍ଥାନୀୟରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁରୁ କରେ ଦେଇ । ଇସଲାମେର ପ୍ରାଥମିକ ଯୁଗେର ଇତିହାସେର ପାଠକମାତ୍ରାଇ ବିଶେଷ ଅବଗତ ଆଛେନ ଯେ, ଏକଥିର କତହି ନା ହଦୟହୀନ ଘଟନା ବିରଂଦ୍ବାଦୀଗଣେର ଦ୍ୱାରା ମକାତେ ସଂଘଟିତ ହେବେ ଏବଂ କତ ନିଷ୍ପାପ ମାନୁଷ ତାଦେର ଅତ୍ୟାଚାରେ ପ୍ରାଗ ହାରିଯେଛେ! କିନ୍ତୁ ତା ସନ୍ତ୍ରେଓ ମାନୁଷ ମୁସଲମାନ ହେତୁ ଥିଲେ ବିରତ ଥାକେ ନି କାରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ମୋଟାବୁଦ୍ଧିର ଲୋକଓ ଜୀବନତୋ ଯେ, ପୌତ୍ରିକତାର ମୋକାବେଲାଯ ଇସଲାମେ କୌରପ ଯୁକ୍ତି-ୟୁକ୍ତତା ଓ ଉତ୍ସନ୍ମଳ୍ୟ ରଯେଛେ । ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାୟ (ୟୁକ୍ତି-ତର୍କ) ସଫଳତା ଲାଭେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୟେ ଅଗ୍ରତ୍ୟ ସ୍ଥିର କରେ ଯେ, ସ୍ଵୟଂ ମହାନବୀ (ସା.)-କେହି ତାରା ହତ୍ୟା କରିବେ । କିନ୍ତୁ ଖୋଦା ତା’ଲା ତାକେ ରକ୍ଷା କରେ ମଦୀନାଯ ନିଯେ ଗେଲେନ । ଏରପରାଓ ତାରା ମୁସଲମାନଗଣକେ ହତ୍ୟା କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଦେର ପଶ୍ଚାଦ୍ବାବନ କରିଲୋ ଏବଂ କୋଣୋ ଅବସ୍ଥାତେଇ ନିଜେଦେର ଦୁଷ୍ଟମୀ ଛାଡ଼ିତେ ଚାଇଲୋ ନା । ଏମତାବସ୍ଥାୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀଦେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିହତ କରେ ତାଦେରକେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଛାଡ଼ା ଇସଲାମେର ଜନ୍ୟ ଆର କୀ-ବା କରାର ଛିଲ? ସୁତରାଂ ଇସଲାମେର ଜେହାଦ ଧର୍ମ ବିଜ୍ଞାରେର ଜନ୍ୟ ଛିଲ ନା ବରଂ ତା ଛିଲ ମୁସଲମାନଦେର ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ । (ନିହାନୀ ଖାଯାଯେନ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଖଣ୍ଡ, ପୃ. ୬୩୦-୬୩୧)

# ହାଦୀସ ଶରୀଫ



حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٌ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "لَتَتَبَعَّنَ سُنَّةً مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبَّ لَدَخْلَتْمُ فِيهِ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِيَهُو دُوَّالَ النَّصَارَى قَالَ "فَمَنْ إِذَا" (সহীহ খুখুরী: ৭৩১৯)

**ତ**ସରତ ଆବୁ ହୁରାୟରା (ରା.) ବର୍ଣିତ ହାଦୀସ, ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେନ, ତୋମରା (ପଥର୍ଷ ହ୍ୟୋ) ତୋମାଦେର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଦେର ରୀତିନିତି ଅନୁସରଣ କରବେ ବାହୁତେ ବାହୁତେ, ହାତେ ହାତେ, ବିଘତେ ବିଘତେ । ଏମନକି ତାରା ଯଦି ଗୁହୀ ସାପେର ଗର୍ତ୍ତେଓ ଢୋକେ ତବେ ତୋମରାଓ ତାଇ କରବେ । ସାହାବୀରା ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ଲୂ! (ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଗଣ କି) ଇଙ୍ଗଳୀ-ଖିନ୍ତାନ ଜାତି? ତିନି (ସା.) ବଲେନ, ତା ନୟ ତୋ କି!

**ସଂକଷିପ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା:** ହସରତ ମସୀହ ମାଓଉଡ (ଆ.) ବଲେନ: “ଆମରା ଏମନ ଯୁଗେ ବାସ କରଛି, ଯେ ଯୁଗେ ବାହିକତାର ପୂଜା, ଆତ୍ମା ଓ ବାନ୍ଧବତାର ସାଥେ ସମ୍ପକ୍ଷହିନତା, ସତତା ଓ ବିଶ୍ଵତାର ଅଭାବ, ସତ୍ୟବାଦିତା ଓ ନୈତିକ ପବିତ୍ରତା ବିଲୋପ ଏବଂ ଲାଲସା, କୃପଣତା ଓ ସଂସାର-ପ୍ରେମେ ଆସନ୍ତି ଏଭାବେ ବିନ୍ଦାର ଲାଭ କରେଛେ ଯେତାବେ ହସରତ ମସୀହ ଇବ୍ନେ ମରିଯମେ ଆବିର୍ଭାବେର ସମୟ ଇଙ୍ଗଳୀଦେର ମାଝେ ବିନ୍ଦାର ଲାଭ କରେଛି । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସେ ଯୁଗେର ଇଙ୍ଗଳୀରା ଯେତାବେ ପ୍ରକୃତ ପୁଣ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରୂପେ ଭୁଲେ ଗିଯେ ଗତାନୁଗତିକ ପ୍ରଥା ଓ ଆଚାରକେଇ ପୁଣ୍ୟ ମନେ କରତୋ ଏହାଡ଼ା ସତତା, ବିଶ୍ଵତା, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପବିତ୍ରତା ଓ

ନ୍ୟାୟବିଚାର ତାଦେର କାହିଁ ଥେକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପେଯେଛିଲ, ତାଦେର ମାଝେ ପ୍ରକୃତ ସହାନୁଭୂତି ଓ ପ୍ରକୃତ ଦୟାର ଲେଶମାତ୍ରାଓ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛିଲ ନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ସୃଷ୍ଟିର ପୂଜା ପ୍ରକୃତ ଉପାସ୍ୟେର ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରେ ବସେଛିଲ, ସେଇପେଇ ଏ ଯୁଗେଓ ଏ ସକଳ ବିପଦ-ଆପଦ ଦେଖା ଦିଯେଇଛେ । ବୈଧ (ହାଲାଲ) ଦ୍ରବ୍ୟାଦି କୃତଜ୍ଞତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୟର ସାଥେ ବ୍ୟବହାର କରା ହ୍ୟ ନା । ଅପରାଦିକେ ଅବୈଧ (ହାରାମ) କାଜେ ଅନୀହା ଓ ସୃଣା ନେଇ । ନାନାରୂପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦିଯେ ଖୋଦା ତାଲାର ମହାନ ଆଦେଶକେ ପାଶ କାଟାନୋ ହ୍ୟ । ଆମାଦେର ଅଧିକାଂଶ ଆଲେମାଓ ସେ ଯୁଗେର ଫକୀହ ଓ ଫରିଶୀ (ଇଙ୍ଗଳୀ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତଗଣ) ଥେକେ କୋନୋ ଅଂଶେ କମ ଯାଇ ନା । ଏରା ମଶା ବାଛେ, କିନ୍ତୁ ଉଟ ଗିଲେ ଫେଲେ । ଏରା ସର୍ଗେର ରାଜ୍ୟ ଲୋକଦେର ଜନ୍ୟ ବନ୍ଧ କରେ ଦେଯ । ଏରା ନିଜେରାଓ ତାତେ ଯାଇ ନା ଏବଂ ଯାରା ଯେତେ ଚାଯ ତାଦେରକେଓ ଯେତେ ଦେଯ ନା । ଏରା ଲଞ୍ଚା ଚତୁର୍ଦ୍ଵାରା ନାମାୟ ପଡ଼େ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ହଦୟେ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଉପାସ୍ୟେର ପ୍ରେମ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନେଇ । ମିଥରେ ବସେ ଆବେଗଭରା ବକ୍ତ୍ଵା କରେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଦେର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାଜ ଅନ୍ୟ କିଛୁ । ଅଭ୍ୟତ ଏଦେର ଚୋଖ । ହଦୟେ ଔନ୍ଦତ୍ୟ ଓ ମନ୍ଦ କାମନା-ବାସନା ଥାକା ସନ୍ତ୍ରେଷ କାନ୍ତାକାଟିର ବ୍ୟାପାରେ ଏରା ବଡ଼ି ପଟୁ । ଆର ଅଭ୍ୟତ ଏଦେର ଜିହ୍ଵା । ହଦୟେର ଦିକ ଦିଯେ ଆଲ୍ଲାହର ସାଥେ ଏକେବାରେ ସମ୍ପକ୍ଷିହିନ ହଯେଓ ଏରା ଅନ୍ତରଙ୍ଗତାର ଦାବି କରେ । ଦେଖା ଯାଛେ, ଏରା ଇଙ୍ଗଳୀସୁଲଭ ସଭାବ ଚାରଦିକେ ଛଢିଯେ ପଡ଼େଛେ । ତାକ ଓୟା ଓ ଖୋଦାଭୀରୁତାଯା ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖା ଦିଯେଛେ । ଈମାନେର ଦୂରଲତା ଐଶ୍ଵିପ୍ରେମକେ ଧ୍ୱଂସ କରେ ଦିଯେଛେ । ମାନୁଷ ସଂସାର ପ୍ରେମେ ଭୁବେ ଯାଛେ । ଏରାପଇ ହୁଯାର ପ୍ରୋଜନ ଛିଲ- କେନାନା ମହାମହିମ ହସରତ ସୈଯ୍ୟଦନା ଓ ମାଓଲାନା ହସରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସା.) ଭବିଷ୍ୟଦ୍ଵାଣୀ କରେ ଗେଛେ, “ଏ ଉତ୍ସତେର ଜନ୍ୟ ଏମନ ଏକ ସମୟ ଆସବେ ଯଥନ ତାରା ଇଙ୍ଗଳୀଦେର ସାଥେ ନିଜେଦେର ଭୟାନକ ପର୍ଯ୍ୟାୟେର ସାଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରବେ ଏବଂ ତାରା ସେଇ ସକଳ କାଜ କରେ ଦେଖାବେ, ଯା ଇଙ୍ଗଳୀରା କରେଛିଲ । ଏମନକି ଇଙ୍ଗଳୀରା ଯଦି ଗୁହୀସାପେର ଗର୍ତ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଥାକେ, ତବେ ତାରାଓ ତାତେ ପ୍ରବେଶ କରବେ । ତଥନ ଈମାନେର ଶିକ୍ଷାଦାତାରପେ ପାରସ୍ୟ ବଂଶୋଦ୍ଵାରା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ୟ ହବେ । ଈମାନ ଯଦି ସୁରାଇୟା ନକ୍ଷତ୍ରେ ଉଠେ ଯାଇ ତଥାପି ତିନି ଈମାନକେ ସେଖାନ ଥେକେ ନିଯେ ଆସବେନ ।” (ଫତେହ ଇସଲାମ, ପୃ. ୭-୮)

# ଅମୃତବାଣୀ



## ପ୍ରତ୍ୟାଦିଷ୍ଟଦେର ବିରୋଧିତା ଚୀରଙ୍ଗନ

**ତ**ସରତ ମସୀହ୍ ମାଓଉଦ (ଆ.) ବଲେନ, “ଆମି ଦେଖଛି! ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା’ଲା ଯେ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଏକ ଐଶ୍ଵର ସିଲସିଲାର ଭିତ୍ତି ହାପନ କରେଛେ, ଏ କୋନୋ ନତୁନ ବିଷୟ ନାଁ । ଏ ସିଲସିଲାହ୍ ଏକେବାରେଇ ମିନହାଜେ ନବ୍ୟତ-ଏର ଓପର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହରେଛେ । ଏ ବିଷୟଟି ଏଭାବେ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ଯେଭାବେ ନବୀ ଆଲାଇହିମୁସ ସାଲାମେର ସିଲସିଲାର ସତ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ଆର ସେଇ ପଥ ହଲ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଏବଂ ସୁଧାରଣାର ମାଝେ ଥାକା । ବିରୋଧୀରା ଯେହେତୁ ଉପକରଣ ପାଇଁ ନା ତାଇ ତାରା ସଠିକ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପରିଣତିତେ ଉପଗ୍ରହିତ ହତେ ପାରେ ନା । ମାନୁସ ଯତକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ଚିତ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପ୍ରାକବିଶ୍ୱାସେର ପର୍ଦା ଛିଡ଼େ ବେରିଯେ ନା ଆସବେ, ତତକ୍ଷଣ ତାର ସତ୍ୟକାର ତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୌରସ ଲାଭ ହତେ ପାରେ ନା । ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ତାରା ଯାରାଆଲ୍ଲାହ୍ ଏମନ ପାଲୋଯାନେର ପାଶେ ଥେକେ (ଯାକେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ସମୟମତ ପ୍ରେରଣ କରେନ) ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରେ ନିବେ, ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ସେ ଆଗମନ କରେ । ଏମନ ଲୋକେର ସଂଖ୍ୟା ଯଦିଓ ସାମାନ୍ୟରେ ହୁଏ ଥାକେ କିନ୍ତୁ ଏମନ ଲୋକ ଅବଶ୍ୟକ ଥାକେ । “ଓୟା କାଲୀଲୁମ ମିନ ଈବାଦିଆଶ୍ ଶାକୁର” (ସୂରା ସାବା: ୧୪) । ଯଦି ଏରା ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଵଲ୍ପ ନା ହତ ତାହଲେ ମୂଲ୍ୟହିନ୍ତି ହୁଏ ଯେତ । ଯେମନ ଲୋହା ଓ ଟିନେର ନ୍ୟାୟ ସ୍ଵର୍ଗ-ବୌପ୍ଯ ସହଜଲଭ୍ୟ ନାଁ ।

ଆବାର ବିରୋଧୀ ଥାକାଓ ଆବଶ୍ୟକ କେନନା ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା’ଲାର ସୁନ୍ନତ ଏଟିଇ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା’ଲାର ଦିକେ ଧାବମାନ ହୁଏ, ତାର ଜନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଆବଶ୍ୟକାବୀ । ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା’ଲା ବଲେନ, “ଆହାସେବାନ୍ନାସୁ ଆହି ଇଉତରାକୁ ଆହି ଇଯାକୁଲୁ ଆମାନ୍ନା ଓୟା ହମ ଲା-ଇଉଫତାନ୍ନ” (ସୂରା ଆନକାବୁତ:୦୩) ପରୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା’ଲାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ମାଝେ ଅନ୍ତର୍ଭୁତ । ଏ କଥା ମନେ କରୋ ନାଁ ଯେ, ସବଜାନ୍ତ ଆଲ୍ଲାହ୍ ପରୀକ୍ଷାର କି ପ୍ରୋଜନ ଆଛେ? ଏହି ବୁଝାର ଭୁଲ । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା’ଲାର ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରୋଜନ ନେଇ । ମାନୁସ

ପରୀକ୍ଷାର ମୁଖାପେକ୍ଷକୀ ଯେନ ସେ ନିଜେର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧେ ଜାନତେ ପାରେ ଏବଂ ନିଜ ଈମାନେର ବିଷୟଟି ତାର ଜନ୍ୟ ଉନ୍ନୁତ ହୁଏ । ବିରୋଧୀ ସିନ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣେ ଯଦି କେଉ ପରାଭୂତ ହୁଏ ତାହଲେ ସ୍ଵିକାର କରତେ ହବେ, ତାର ମାଝେ ଶକ୍ତି ନେଇ । ଜଗତେ ଯତ ଜାନ-ବିଜାନ ବା ଶିଳ୍ପ ଆହେ, ପରୀକ୍ଷା ବୈ ସେଗୁଲୋ ଜାନା ଯାଇ ନା । ଆଲ୍ଲାହ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଏଟିଇ ଯେ, ମାନୁସ ଯେନ ଉପଲବ୍ଧି କରତେ ପାରେ, ଆମାର ଅବସ୍ଥା କୋନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଆହେ । ଏ କାରଣେଇ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା’ଲା ପକ୍ଷ ଥେକେ ପ୍ରତ୍ୟାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ଥାକେ ଯାରା ତାକେ ଦୁଃଖକଟ୍ଟ ଦିଯେ ଥାକେ, ଅପମାନ-ଅପଦସ୍ତ କରେ । ଏମନ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ପବିତ୍ରାତାରା ନିଜେଦେର ଆଲୋକିତ ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ତାର ସତ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧି କରତେ ସନ୍ଧମ ହୁଏ । ତାଇ ପ୍ରତ୍ୟାଦିଷ୍ଟଦେର ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଥାକାଓ ଆବଶ୍ୟକ । ଯେଭାବେ ଫୁଲେର ସାଥେ କାଟା ଥାକେ ଆବାର ବିଷେର ମାଝେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଥାକେ । ଆମାକେ କେଉ ଏମନ କୋନୋ ନବୀର ଯୁଗ ଦେଖାତେ ପାରିବେନ, ଯେ ଯୁଗେ ସେଇ ନବୀର ବିରୋଧୀ ଛିଲ ନା ଏବଂ ବିରୋଧୀରା ତାକେ ଦୋକାନ୍ଦାର, ଠକ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ରଟନାକାରୀ ବଲେ ନି? ହସରତ ମୂସା (ଆ.)-ଏର ପ୍ରତିଓ ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ କରା ହେବେ ଏମନକି ଏକ ଅପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତୋ ତାଁର ବିରଙ୍ଗେ ଯେନାର ଅପବାଦ ଦିଯେଛେ ଏବଂ ଏକ ମହିଳାକେ ଉପର୍ଦ୍ଧାପନ କରେଛେ । ମୋଟକଥା ତାଦେର ଓପର ସବଧରନେର ମିଥ୍ୟାରୋପ କରା ହୁଏ ଯେନ ମାନୁସ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ । ଆର ଏଇକଳ ଅପରାଧୀଦେର ମୁଖେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା’ଲା ସ୍ଵହତେ ରୋଗିତ ବୃକ୍ଷ ଧର୍ବନ୍ ହୁଏ- ତା ଏକେବାରେଇ ଅସଭବ । ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା’ଲାର ପକ୍ଷ ଥେକେ ତାଦେର ମନୋନୟନେର ଏଟି ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧୀରା ଚେଷ୍ଟା କରେ- ସେ ଯେନ ଧର୍ବନ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯାକେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା’ଲା ସ୍ଵହତେ ରୋଗନ କରେଛେ ସେ କାରାଓ ଚେଷ୍ଟାଯ ଧର୍ବନ୍ ହୁଏ ଯାଇ ହୁଏ । ବିରୋଧୀରା ତାକେ କର୍ତ୍ତନ କରତେ ଚାଯ କିନ୍ତୁ ଯେ ବୃଦ୍ଧି ପେତେ ଥାକେ । ଏର ଦ୍ୱାରା ସାବ୍ୟତ ହୁଏ, ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା’ଲାର ହାତ ତାକେ ଧରେ ରେଖେଛେ ।” (ମାଲଫୁୟାତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ପୃଷ୍ଠା: ୪୭-୪୮)

୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୨ ତାରିଖେ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟର ଟିଲଫୋର୍ଡେ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୁବାରକ ମସଜିଦେ ଥିବା

## ହ୍ୟରତ ମିର୍ଯ୍ୟା ମାସରୁର ଆହମଦ

ଖଲੀଫାତୁଲ ମସୀହ ଆଲ୍ ଖାମେସ (ଆଇ.)-ଏର ଜୁମୁଆର ଖୁତବା

ବିଷୟ:

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିନ୍ଦିକ (ରା.)-ଏର ସ୍ମୃତିଚାରଣ



MAHKZAN  
TASAWIKA

**ତାଶଙ୍କୁଦ,** ତା'ଉୟ ଏବଂ ସୂରା  
ଫାତିହା ପାଠେର ପର ହ୍ୟୁର  
ଆନୋଯାର (ଆଇ.) ବଳେନ:

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିନ୍ଦିକ (ରା.)'ର  
ୟୁଗେ ଗୁରୁତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମକାଣ୍ଡେର ଉତ୍ତରେ କରା  
ହିଛିଲ । ଏ ପ୍ରେକ୍ଷିତେ 'ଯିମ୍ମି'ଦେର ଅଧିକାର  
ସମ୍ପର୍କେ କିଛୁ ବିନ୍ତାରିତ ବର୍ଣନା ରଯେଛେ ।  
'ଯିମ୍ମି' ଛିଲ ଯେତେ ଲୋକ ଯାରା ଇସଲାମୀ  
ସରକାରେର ଆନୁଗତ୍ୟ ମେନେ ନିଯେ ନିଜେଦେର  
ଧର୍ମରେ ଓପର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଛିଲ ଆର ଇସଲାମୀ  
ସରକାର ତାଦେର ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ

କରେଛିଲ । ମୁସଲମାନଦେର ବିପରୀତେ ତାଦେର  
ସାମରିକ ଦାୟିତ୍ବ ପାଲନ ନା କରାର ବିଷୟେ  
ତାରା ସ୍ଵାଧୀନ ଛିଲ ଆର ଯାକାତ୍‌ବାତ୍ ତାଦେର  
କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ଛିଲ ନା । ତାଇ ତାଦେର  
ପ୍ରାଣ ଓ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ  
ମାନବାଧିକାରେର ସୁରକ୍ଷାର ବିନିମୟେ ତାଦେର  
କାହୁ ଥିଲେ ଏକଟି ସାମାନ୍ୟ କର ଆଦାୟ  
କରା ହତୋ, ଯେଟିକେ ସାଧାରଣ ପରିଭାଷା  
'ଜିଯିଆ' ବଲା ହୁଏ । ଏର ପରିମାଣ ଛିଲ  
ମାଥାପିଛୁ ବାର୍ଷିକ ଚାର ଦିରହାମ ଆର ଏଟି  
କେବଳ ପ୍ରାଣ ବୟକ୍ତ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷମ

ବ୍ୟକ୍ତିଦେର କାହୁ ଥିଲେ ଆଦାୟ କରା ହତୋ ।  
ବୃଦ୍ଧ, ବିକଳାଙ୍ଗ, ସହାୟସ୍ଵଲହୀନ ଏବଂ  
ଶିଶୁରା ଏଟି ଥିଲେ ମୁକ୍ତ ଛିଲ । ବର୍ତ୍ତ  
ବିକଳାଙ୍ଗ ଓ ଦରଦିଦେର ଇସଲାମୀ ବାୟତୁଲ  
ମାଲ ଥିଲେ ସାହାୟ କରା ହତୋ । ଇରାକ ଓ  
ସିରିଯାର ବିଜ୍ୟାଭିଯାନେ ବହୁ ଗୋତ୍ର ଏବଂ  
ଜନବସତି ଜିଯିଆ ପ୍ରଦାନେର ଭିନ୍ତିତେ  
ଇସଲାମୀ ପ୍ରଜା ହୁଏ ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ।  
ତାଦେର ସାଥେ ଯେତେ ଚୁକ୍ତି ହଯେଛେ ତାତେ  
ଏକପ ଧାରାଓ ରାଖା ହଯେଛେ ଯେ, ତାଦେର  
ଖାନକାହୁ ଓ ଗିର୍ଜାସମୂହ ଧୂଲିଶ୍ମାର କରା ହବେ

ନା । ଆର ତାଦେର ଏମନ କୋନ ଦୁର୍ଗୋ  
ଭୂପାତିତ କରା ହବେ ନା ଯାତେ ତାରା  
ପ୍ରୟୋଜନେର ସମୟ ଶକ୍ତିଦେର ମୋକାବିଲାୟ  
ଆଶ୍ରୟ ନେଯ । ଶଞ୍ଚ ବାଜାନୋର କ୍ଷେତ୍ରେ  
ନିଷେଧାଙ୍ଗ ଥାକବେ ନା ଆର ଧର୍ମୀୟ ଉତ୍ସବେର  
ଦିନ ତ୍ରୁଶ ବେର କରାର କ୍ଷେତ୍ରେ ବାଧା ଦେଇବ  
ହବେ ନା; ଅର୍ଥାତ୍ ତାରା ତ୍ରୁଶ ନିଯୋଗ  
ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରତେ ପାରବେ ।

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)'ର  
ଖିଲାଫତକାଳେ ହୀରାବାସୀଦେର ସାଥେ ହ୍ୟରତ  
ଖାଲେଦ ବିନ ଓୟାଲୀଦ (ରା.) ଯେ ସନ୍ଧିଚୁକ୍ତି  
କରେଛିଲେ ତାତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଛାଡ଼ା  
ଏଟିଓ ଅଞ୍ଚିକାର କରା ହେଲିଛି ଯେ, ଏମନ  
ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେ କର୍ମକ୍ଷମ ଥାକେ ନା ଅଥବା  
ଯାର ଓପର କୋନ ବ୍ୟାଧି ବା ବିପଦ ଆପତିତ  
ହ୍ୟ କିଂବା ଯେ ପୂର୍ବେ ଧନୀ ଛିଲ କିନ୍ତୁ  
ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ଏତଟା ଦରିଦ୍ର ହେଁ ଯାଇ ଯେ,  
ତାର ସ୍ଵଧର୍ମୀରା ତାକେ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ,  
ତାର ଜିଯିଯା ମତ୍ତୁକୁକ କରେ ଦେଇବ ହେ,  
ଅର୍ଥାତ୍ (ଜିଯିଯା) ତୁଲେ ଦେଇବ ହେ । ଆର  
ଯତଦିନ ସେ ‘ଦାରଳ ହିଜରତ’ ଏବଂ ‘ଦାରଳ  
ଇସଲାମେ’ ବସବାସ କରବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଥାନେ  
ଇସଲାମୀ ଶାସନ ବ୍ୟବହାର ରହେଛେ ସେଥାନେ  
ବସବାସ କରବେ, ତାର ଓ ତାର ପରିବାର  
ପରିଜନେର ବ୍ୟବହାର ମୁସଲମାନଦେର ବାୟତୁଳ  
ମାଲ ଥେକେ ପୂରଣ କରା ହେ । ତବେ ଏମନ  
ଲୋକେରା ଯଦି ‘ଦାରଳ ହିଜରତ’ ଓ ‘ଦାରଳ  
ଇସଲାମ’ ଛେତ୍ରେ ବାହିରେ ଚଲେ ଯାଇ, ଅର୍ଥାତ୍  
ଅନ୍ୟ ଦେଶେ ଚଲେ ଯାଇ, ତାହଲେ ତାଦେର  
ପରିବାର ପରିଜନେର ଭରଣପୋଷଣେର ଦାଯିତ୍ବ  
ମୁସଲମାନଦେର ଓପର ବର୍ତ୍ତାବେ ନା । ଏକଟି  
ରେଓୟାହେତେ ଅନୁୟାୟୀ ହୀରାବାସୀଦେର ସାଥେ  
ହ୍ୟରତ ଖାଲେଦ ବିନ ଓୟାଲୀଦ-ଏର ଚୁକ୍ତିତେ  
ଲିପିବଦ୍ଧ ଛିଲ ଯେ, ଅଭାବୀ, ବିକଳାଙ୍ଗ ଏବଂ  
ସଂସାରତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଦେର ଜିଯିଯା ଦିତେ  
ହେଁ ନା ।

ଅତଃପର କୁରାନ ସଂକଳନ କରା  
ଅନେକ ବଡ଼ ଏକଟି କାଜ ଯା ହ୍ୟରତ ଆବୁ  
ବକର ସିଦ୍ଧୀକ (ରା.)'ର ଯୁଗେ ସମ୍ପାଦିତ  
ହେଲେଛେ । କୁରାନ ସଂକଳନ ହ୍ୟରତ ଆବୁ  
ବକର ସିଦ୍ଧୀକ (ରା.)'ର ସ୍ଵର୍ଗାଳୀ ଯୁଗେର

ଅତୁଳନୀୟ ଓ ମହାନ ଏକ କୌରି । ଏଟି  
ମୁସାଯାଲାମା କାଯାଯାବେର ସାଥେ ସଂଘଟିତ  
ଇୟାମାମାର ଯୁଦ୍ଧେର ସାଥେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ।  
ଇୟାମାମାର ଯୁଦ୍ଧେ ୧୨୦୦ ମୁସଲମାନ ଶହୀଦ  
ହ୍ୟ । ଆର ତାଦେର ମାଝେ ଜେଣ୍ଠ ସାହାବୀ  
ଏବଂ କୁରାନରେ ହାଫେସଦେରେ ଏକଟି ବଂଡ  
ସଂଖ୍ୟା ଛିଲ । ଏକ ରେଓୟାହେତେ ଅନୁୟାୟୀ  
ଶହୀଦ ହାଫେସଦେର ସଂଖ୍ୟା ୭୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  
ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେଛେ । ଅତଏବ ଏରପ  
ପରିହିତିତେ ପବିତ୍ର କୁରାନକେ ଏକ ସ୍ଥାନେ  
ସଂକଳନରେ କରାର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା  
ହ୍ୟରତ ଉତ୍ତରର ହଦୟେ ପ୍ରେରଣା ସମ୍ବନ୍ଧର  
କରେନ । ତିନି ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରର କାହେ  
ଏଇ ଉତ୍ତେଖ କରେନ ଯାର ବିଭାରିତ ସହୀହ  
ବୁଖାରୀତେ ଏଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେଛେ ଯେ,  
ଉବାୟେଦ ବିନ ସିରକାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ ଯେ,  
ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦ ବିନ ସାବେତ ବଲେନ,  
ଇୟାମାମାବାସୀଦେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧେର ପର ହ୍ୟରତ  
ଆବୁ ବକର ତାକେ ଡାକେନ । (ତିନି ବଲେନ,)  
ଆମି ଦେଖି, ହ୍ୟରତ ଉତ୍ତର ବିନ ଖାନ୍ତାବେ  
ତାର କାହେ ବସେ ଆଛେନ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ  
ବକର (ରା.) ବଲେନ, ଉତ୍ତର ଆମାର କାହେ  
ଏସେହେନ ଆର ତିନି ବଲେହେନ ଯେ,  
ଇୟାମାମାର ଯୁଦ୍ଧେ ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ବହୁ  
ହାଫେସ ଶହୀଦ ହେଁ ଗେହେନ, ଆର ଆମାର  
ଭୟ ହଲ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧେ ବହୁ କୁରାରୀ ବା  
କୁରାନରେ ହାଫେସ ଶହୀଦ ହବେନ, ଯାର  
ଫଳକ୍ଷତିତେ ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ଅନେକଟା  
ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହାରିଯେ ଯାଓଯାଇ ଆଶଙ୍କା  
ରହେଛେ । ତାଇ ହ୍ୟରତ ଉତ୍ତର ପବିତ୍ର କୁରାନ  
ଏକତ୍ରିତ କରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରତେ  
ବଲେହେନ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ହ୍ୟରତ  
ଯାଯେଦକେ ବଲେନ, ଆମି ଉତ୍ତରକେ ବଲେହେନ  
ଯେ, ତୁମି ସେହି କାଜ କୀଭାବେ କରବେ ଯା  
ରସ୍ତୁଲୁଲ୍ଲାହ୍ (ରା.) କରେନ ନି? ତଥନ ଉତ୍ତର  
ବଲେନ, ଖୋଦାର କୁରାନ, ଏହି କାଜେ  
କଲ୍ୟାଣି କଲ୍ୟାଣ ନିହିତ । ଉତ୍ତର ଏହି କଥା  
ଆମାକେ ଏତବାର ବଲେହେନ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା  
ତା'ଲା ଏହି କାଜେର ପ୍ରତି ଆମାର ହଦୟେର  
ପ୍ରେରଣା ସମ୍ବନ୍ଧର କରେହେନ ଆର ଆମିଓ

ଉତ୍ତରର ସାଥେ ସହମତ ହେ । ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦ  
ବଲେନ, ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ବଲେନ, ହେ  
ଯାଯେଦ! ନିଶ୍ଚଯ ତୁମି ଏକଜନ ଯୁବକ ଓ  
ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର ଆମରା ତୋମାକେ  
କୋନ ଅପବାଦ ଅଥବା ଦୁର୍ବଲତା ଥେକେ  
ପବିତ୍ର ମନେ କରି । ତୁମି ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର  
ଜନ୍ୟ ଓହୀଓ ଲିପିବଦ୍ଧ କରତେ । ଅତଏବ,  
ଏଥିନ ତୁମି ପବିତ୍ର କୁରାନକେ ଖୁଁଜେ ଖୁଁଜେ  
ସେଟିକେ ଏକତ୍ରିତ କର । ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦ  
ବଲେନ, ଖୋଦାର କୁରାନ, ଯଦି ତିନି କୋନ  
ପାହାଡ଼କେ ସ୍ଥାନାତ୍ମିତ କରାର ଦାୟିତ୍ବ  
ଆମାର ଓପର ଅର୍ପଣ କରତେନ ତାହଲେ ତା  
ଆମାର ଜନ୍ୟ ପବିତ୍ର କୁରାନକେ ଏକତ୍ରିତ  
କରାର ଚେଯେ ଅଧିକ କର୍ତ୍ତନ ହତେ ନା । ଏହି  
ଅନେକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ବ ଛିଲ ଯା ଆମାର ଓପର  
ଅର୍ପଣ କରା ହେଲେ । ଆମି ନିବେଦନ କରି,  
ଆପନାରା ସେହି କାଜ କୀଭାବେ କରତେ  
ପାରେନ ଯା ରସ୍ତୁଲୁଲ୍ଲାହ୍ (ସା.) କରେନ ନି?  
ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ବଲେନ, ଖୋଦାର କୁରାନ,  
ଏହି କାଜ ପୁରୋଟ୍ଟାଇ କଲ୍ୟାଣ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ  
ବକର ଏତବାର ଏହି କଥା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେନ  
ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା ଆମାର ହଦୟକେଓ ସେହି  
ବିଷୟେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରଶନ୍ତ କରେନ, ଯାର ପ୍ରେରଣା  
ତିନି ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ଓ ହ୍ୟରତ ଉତ୍ତରର  
ହଦୟେ ସମ୍ବନ୍ଧର କରେଛିଲେ । ଅତଏବ ଆମି  
ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରଭ୍ର କରି  
ଏବଂ ସେଟିକେ ଖେଜୁରେର ଶାଖା ଓ ସାଦା  
ପାଥର ଏବଂ ମାନୁଷେର ଶୃତି ଥେକେ ଏକତ୍ରିତ  
କରି । ଏମନକି ସୂରା ତତ୍ତ୍ଵବାର ଶୈଖ ଅଂଶ  
ଆମି ହ୍ୟରତ ଆବୁ ଖୁଯାଯା ଆନସାରୀର  
କାହେ ଥେକେ ପାଇଁ ଯା ତିନି ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ  
କାରୋ କାହେ ପାଇନି, ଆର ତା ହଲ-

**لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ  
عَرِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ**

ଏଥାନ ଥେକେ ନିଯେ ସୂରା ତତ୍ତ୍ଵବାର ଶୈଖ  
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଅତଃପର ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ଏହି  
ଲିଖିତ ପାଞ୍ଚଲିପି ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର  
(ରା.)'ର ଇଷ୍ଟେକାଳ ଅବଧି ତାର କାହେଇ  
ଥାକେ । ଏରପର ହ୍ୟରତ ଉତ୍ତର (ରା.)'ର  
ଜୀବନଦଶାୟ ତାର କାହେ ଥାକେ । ଏରପର

ହ୍ୟରତ ହାଫସା ବିନତେ ଉମର (ରା.)'ର କାହେ  
ସୁରକ୍ଷିତ ଥାକେ ।

ଇମାମ ବାଗଭୀ ନିଜ ପୁସ୍ତକ ଶାରାହୁସ  
ସୁନ୍ନାହ-ତେ କୁରାନ ସଂକଳନ-ସଂକ୍ରାନ୍ତ  
ହାଦୀସମୂହେର ଟାକା ଲିଖିତେ ଗିଯେ ବଲେନ,  
ଯେ କୁରାନକେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ସ୍ଵିଯ ରସ୍ଲୁ  
(ସା.)-ଏର ପ୍ରତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେଛିଲେନ,  
ସେଟିକେ ସମ୍ମାନିତ ସାହାବୀରା ହେବୁ  
ସେଭାବେଇ କୋନ କମବେଶି ନା କରେ  
ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଏକତ୍ରିତ କରେଛିଲେନ । ଆର  
ସାହାବୀଦେର ପବିତ୍ର କୁରାନ ଏକତ୍ରିତ  
କରାର କାରଣ ହାଦୀସେଓ ଏଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଯେ  
ଯେ, ପୂର୍ବେ ପବିତ୍ର କୁରାନ ଖେଜୁରେ ଶାଖା,  
ପାଥରେର ସ୍ଲେଟ୍, ପାଥରେର ଟୁକରୋ ଏବଂ  
ସମ୍ମାନିତ ହାଫେୟଦେର ହଦୟେ ବିକ୍ଷିଷ୍ଟ  
ଅବହ୍ନ୍ୟ ଛିଲ । ସାହାବୀଦେର ଶକ୍ତା ହ୍ୟ ଯେ,  
ହାଫେୟଦେର ଶାହାଦାତେର କାରଣେ ପବିତ୍ର  
କୁରାନରେ କିଛି ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ନା ହ୍ୟ ଯାଇଁ!  
ତାହି ତାରା ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରେ ସମୀକ୍ଷା  
ଉପସ୍ଥିତ ହନ ଏବଂ ତାଙ୍କେ ପବିତ୍ର  
କୁରାନକେ ଏକ ସ୍ଥାନେ ସଂକଳନରେ ପରାମର୍ଶ  
ଦେନ । ଏହି କାଜ ସମ୍ମତ ସାହାବୀର  
ଐକମତ୍ୟେ ଭିତ୍ତିତେ ହେଯେ । ସୁତରାଂ  
ତାରା ପବିତ୍ର କୁରାନକେ ପରିବର୍ତନ ଓ  
ପରିବର୍ଧନ ଛାଡ଼ା ଯେତାବେ ମହାନବୀ  
(ସା.)-ଏର କାହୁ ଥିକେ ଶୁଣେଛିଲେନ ଠିକ  
ସେଭାବେଇ ବିନଷ୍ଟ କରେନ । ମହାନବୀ (ସା.)  
ନିଜ ସାହାବୀଦେରକେ ପବିତ୍ର କୁରାନ  
ଶୁଣାତେନ । ଆର ତାଦେରକେ ଠିକ ସେଇ  
ଧରାବାହିକତାଯ କୁରାନ ଶେଖାତେନ  
ଯେତାବେ ଏଟି ଏଖନ ଆମାଦେର ସାମନେ  
ପୁସ୍ତକାକାରେ ରଯେଛେ । ଏହି ଧରାବାହିକତା  
ଜିବ୍ରାଇଲ ମହାନବୀ (ସା.)-କେ  
ଶିଖିଯେଛିଲେନ । ତିନି ତାଙ୍କେ ପ୍ରତ୍ୟେକ  
ଆୟାତେର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ପର ବଲତେନ  
ଯେ, ଏହି ଆୟାତକେ ଅମୁକ ସୂରାତେ ଅମୁକ  
ଆୟାତେର ପର ଲିଖିଯେ ଦିନ ।

ପବିତ୍ର କୁରାନ ସଂକଳନ କରାର କାଜ  
ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)'ର ଯୁଗେ  
ସମ୍ପାଦିତ ହେଯେ । ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ଏ

ସମ୍ପର୍କେ ବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ହ୍ୟରତ  
ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧୀକ (ରା.)'ର ପ୍ରତି କୃପା  
ବର୍ଷଣ କରନ, ତିନିଇ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିନି  
ପବିତ୍ର କୁରାନକେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକାକାରେ  
ସଂରକ୍ଷଣ କରେଛିଲେନ ।

ହ୍ୟରତ ମୁସଲେହ ମାଓଉଦ (ରା.)  
କୁରାନ ସଂକଳନ କରା ସମ୍ପର୍କେ ବଲେନ,  
“ଯେ କାଜ ତଥନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୟ ନି ତା ଶୁଦ୍ଧ  
ଏଟୁକୁଇ ଯେ, ପବିତ୍ର କୁରାନ ଏକ ଗ୍ରହ  
ହିସେବେ ସଂକଳିତ ହ୍ୟ ନି । ସଥନ  
କୁରାନରେ ଏହି ପାଂଚଶ’ ହାଫେୟ ଯୁଦ୍ଧେ,  
ଅର୍ଥାଂ ଇଯାମାମାର ଯୁଦ୍ଧେ ନିହତ ହନ, ତଥନ  
ହ୍ୟରତ ଉମର (ରା.) ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର  
(ରା.)'ର କାହେ ଯାନ ଏବଂ ଗିଯେ ବଲେନ;  
‘ଏକ ଯୁଦ୍ଧେଇ ପାଂଚଶ’ କୁରାନରେ ହାଫେୟ  
ଶହୀଦ ହେଯେଛନ ଅର୍ଥ ଏଖନେ ଆମାଦେର  
ସାମନେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ପଡ଼େ ଆହେ । ଯଦି  
ଆରା ହାଫେୟ ଶହୀଦ ହ୍ୟ ଯାନ ତାହଲେ  
ପବିତ୍ର କୁରାନ ସମ୍ପର୍କେ ମାନୁଷେର ହଦୟେ  
ସଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ତାହି କୁରାନକେ ଏକ  
ଖଣ୍ଡେ ସଂକଳନ କରା ଉଚିତ ।’ ହ୍ୟରତ ଆବୁ  
ବକର (ରା.) ପ୍ରଥମେ ଏ କାଜ କରତେ  
ଅସ୍ଵିକୃତି ଜାନାନ, କିନ୍ତୁ ଅବଶେଷେ ତାଙ୍କ  
କଥା ମେନେ ନେନ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)  
ଏକାଜେର ଜନ୍ୟ ଯାଇେଦ ବିନ ସାବେତକେ  
ନିୟୁକ୍ତ କରେନ, ଯିନି ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର  
ଜୀବନଶାୟ ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ଲିପିକାର  
ଛିଲେନ; ଏକଇଭାବେ ତାର ସାହାଯାର୍ଥେ ଜେଣ୍ଟ  
ସାହାବୀଦେର ନିୟୁକ୍ତ କରେନ । ଯଦିଓ ହାଜାର  
ହାଜାର ସାହାବୀ ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ହାଫେୟ  
ଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର କୁରାନ ଲେଖାର ସମୟ  
ହାଜାର ହାଜାର ସାହାବୀକେ ସମବେତ କରା  
ଅସ୍ତ୍ର ଛିଲ । ଏଜନ୍ୟ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର  
(ରା.) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେନ, ପବିତ୍ର  
କୁରାନ ଲିଖିତାକାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବସ୍ତ ହେତେ  
ପ୍ରତିଲିପି କରା ହୋଇ, ପାଶାପାଶ ଏହି  
ସତର୍କତାଓ ଯେନ ଅବଲମ୍ବନ ଉଚିତ ଯେ,  
ଅନ୍ତତପକ୍ଷେ ଆରା ଦୁଃଜନ କୁରାନରେ  
ହାଫେୟ ସେଟିର ଯେନ ସତ୍ୟାଯନ କରେନ ।

ସୁତରାଂ ଚାମଡ଼ା ଓ ହାଡ଼ଗୋଡ଼େର ଟୁକରୋତେ  
ପବିତ୍ର କୁରାନରେ ଯେବା ଅଂଶ ଲିପିବଦ୍ଧ  
କରା ହେଯେଛି ସେଗୁଲେ ଏକଥାନେ ସଂକଳନ

କରା ହ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର କୁରାନରେ  
ହାଫେୟଗଣ ସେଗୁଲେର ସତ୍ୟାଯନ କରେନ ।  
ଯଦି ପବିତ୍ର କୁରାନ ସମ୍ପର୍କେ କୋନ  
ସନ୍ଦେହେର ଅବକାଶ ଥାକତେ ପାରେ, ତବେ ତା  
ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଏହି  
କାଜେର ମଧ୍ୟବତୀ ସମୟଟୁକୁ ସମ୍ପର୍କେ ହେତେ  
ପାରେ । କିନ୍ତୁ କୋନ ବିବେକବାନ ମାନୁଷ କି  
ଏକଥା ମାନତେ ପାରେ- ଯେ ଗ୍ରହ ଦୈନିକ ପାଠ  
କରା ହେତୋ ଏବଂ ଯେ ଗ୍ରହ ପ୍ରତି ରମ୍ୟାନେ  
ହାଫେୟଗଣ ଉଚ୍ଚସ୍ଵରେ ପାଠ କରେ ଅନ୍ୟ  
ମୁସଲମାନଦେର ଶୋନାତେନ ଏବଂ ଯେ ଗ୍ରହେର  
ପୁରୋଟା ହାଜାର ହାଜାର ମାନୁଷ ଆଦ୍ୟୋପାତ  
ମୁଖ୍ୟ କରେ ରେଖେଛିଲ ଏବଂ ଯେ ଗ୍ରହ ଏକ  
ଖଣ୍ଡେ ସଂକଳିତ ନା ଥାକଲେବେ ବହୁ ସାହାବୀ  
ତା ଲିଖେ ରାଖିତେନ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆକାରେ  
ଲେଖା ସେବା ଲିପିର ସବଗୁଲୋଇ ବିଦ୍ୟମାନ  
ଛିଲ- ସେଗୁଲୋକେ ଏକ ଖଣ୍ଡ ସଂକଳିତ  
କରତେ କାରା ବେଗ ପେତେ ହେତୋ? ଆର  
ଏମନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକେ କି ଏଜନ୍ୟ ବେଗ ପେତେ  
ହେତୋ ଯିନି ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ଯୁଗେ  
ପବିତ୍ର କୁରାନ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାର ଦାୟିତ୍ୱେ  
ନିୟୁକ୍ତ ଛିଲେନ ଏବଂ ନିଜେବେ ଏର ହାଫେୟ  
ଛିଲେନ? ଆର କୁରାନ ଯେହେତୁ ଦୈନିକ ପାଠ  
କରା ହେତୋ, ସେକ୍ଷେତ୍ରେ ଏଟି କି ସମ୍ଭବ ଯେ,  
ଏହି ସଂକଳିତ ପାଞ୍ଚଲିପିତେ କୋନ ଭୁଲ ହେବେ  
ଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଫେୟ ସେଟି ଧରତେ ପାରବେନ  
ନା? ଯଦି ଏକପ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ସଂଶୟ  
ପ୍ରକାଶ କରା ହ୍ୟ, ତାହଲେ ପୃଥିବୀତେ କୋନ  
ପ୍ରମାଣିତ ଆର ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାକେ ନା! ପ୍ରକୃତ  
ସତ୍ୟ ହଲ, ପୃଥିବୀର ଏମନ କୋନ ରଚନା  
ଏକପ ନିରବଚିନ୍ନ ଧାରାବାହିକତାଯ ବିଦ୍ୟମାନ  
ନେଇ, ଯେକପ ନିରବଚିନ୍ନତାର ସାଥେ ପବିତ୍ର  
କୁରାନ ବିଦ୍ୟମାନ ରଯେଛେ ।” ଏର ପରେ  
ତିନି (ରା.) ଏବିଯାୟେ ଯୁକ୍ତି-ପ୍ରମାଣ  
ଉପର୍ଦ୍ଧାପନ କରେଛେ ଯେ, ପବିତ୍ର କୁରାନ  
ଆଦି-ଅବିକୃତ ଅବହ୍ନ୍ୟ ରଯେଛେ ଏବଂ ଏତେ  
କୋନ ପରିବର୍ତନ ହ୍ୟ ନି; ଯେମନଟି ଆପନ୍ତି  
କରା ହ୍ୟ ଯେ, ଅମୁକ-ଅମୁକ ପରିବର୍ତନ  
ହେଯେ; ବର୍ତମାନ ଯୁଗେବେ ଏହି ଆପନ୍ତି  
ଉଥାପନ କରା ହ୍ୟ- ଏଟି ତାର ଉତ୍ତର ।

ହ୍ୟରତ ମୁସଲେହ ମାଓଉଦ (ରା.) ଏକଟି  
ଆପନ୍ତିର ଖଣ୍ଡନ କରତେ ଗିଯେ ବଲେନ:

“একটি আপত্তি এটি করা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর যুগে পুরো কুরআন লেখা হয় নি। এর উত্তর হল- এ কথাটি সঠিক নয়। মহানবী (সা.)-এর যুগে অবশ্যই পুরো কুরআন লেখা হয়েছিল। [যারা একথা বলে যে লেখা হয় নি, এটি ভুল; লেখা হয়েছিল।] যেমনটি হয়রত উসমান (রা.)’র রেওয়ায়েত রয়েছে, যখন (কুরআনের) কোন অংশ অবতীর্ণ হতো, তখন মহানবী (সা.) লিপিকারকদের ডাকতেন এবং বলে দিতেন, ‘এটি অমুক স্থানে সন্নিবেশিত করো।’ এই ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একথা বলা চরম নির্বুদ্ধিতা যে, ‘মহানবী (সা.)-এর যুগে সম্পূর্ণ কুরআন লেখা হয় নি।’ বাকি থাকল এই প্রশ্ন যে, হয়রত আবু বকরের যুগে কেন লেখা হল? এর উত্তর হল, মহানবী (সা.)-এর যুগে পবিত্র কুরআন এখনকার মতো একখণ্ড (সংকলিত) ছিল না। হয়রত উমর (রা.)’র মনে এই ভাবনা জাগে, লোকেরা যেন এটি মনে না করে যে, পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত নেই। এজন্য তিনি এ সম্পর্কে হয়রত আবু বকর (রা.)-কে যা বলেছিলেন তা হল,

## انی اری ان تامر جمع القرآن

(উচ্চারণ: ইন্নী আরা আন তা'মুরা  
জাম'আলু কুরআন)। অর্থাৎ, আপনি কুরআনকে একটি গ্রন্থপে সংকলন করার নির্দেশ প্রদান করুন- আমি এটিই যুক্তিযুক্ত মনে করি। এ কথা বলেন নি যে, আপনি এটি লিপিবদ্ধ করান। এরপর হয়রত আবু বকর (রা.) যায়েদকে ডেকে বলেন, কুরআন সংকলন করো। যেমন বলেন, **اجماع** (ইজমাত)। অর্থাৎ, এটিকে একস্থানে সংকলন করো; এ কথা বলেন নি যে, এটি লিখে নাও। মোটকথা, শব্দাবলী স্বয়ং বলছে; সে সময়ে কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো একস্থানে একত্রিত করার প্রশ্ন ছিল; লেখার প্রশ্ন নয়। হয়রত আবু বকর (রা.)’র খিলাফতকালে পবিত্র কুরআনকে একখণ্ড সংকলিত করা হয়

এবং পরবর্তীতে হয়রত উসমান (রা.)’র খিলাফতকালে যে অগতি হয় তা হল, সমগ্র আরবকে বরং গোটা মুসলিম বিশ্বকে অভিন্ন কুরআত বা পঠন রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

অতএব, হয়রত উসমান (রা.)’র যুগে পবিত্র কুরআনের এশায়াত বা প্রসারের ব্যাপারে হয়রত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,

“হয়রত আবু বকর (রা.)’র পর হয়রত উসমান (রা.)’র যুগে অভিযোগ আসে যে, বিভিন্ন গোত্রের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কুরআতে পবিত্র কুরআন পাঠ করে; অ-মুসলমানদের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। তারা মনে করে, পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন নুস্খা বা পাঞ্জলিপি রয়েছে। এই কুরআতের বা পঠন রীতির অর্থ হল, কোন গোত্র কোন অক্ষরকে যবর দিয়ে পাঠ করে, অপর গোত্র যের দিয়ে পাঠ করে, তৃতীয় গোত্র পেশ দিয়ে পাঠ করে। আর এই পঠনরীতি আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় পাওয়া যায় না। এজন্য আরবী সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি যখন এটি শুনবে সে মনে করবে, এ কিছু বলছে আর সে অন্য কিছু বলছে, অথচ উভয়ে একই কথা বলছে। কাজেই, এই বিশ্বজ্ঞলা থেকে রক্ষার জন্য হয়রত উসমান (রা.) এই পরামর্শ প্রদান করেন যে, হয়রত আবু বকর (রা.)-র যুগে (কুরআনের) যে পাঞ্জলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল বা সংকলন করা হয়েছিল এর কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করা হোক এবং তা বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হোক; আর এই নির্দেশ প্রদান করা হোক যে, এখন থেকে এই কুরআত বা পঠন রীতি অনুযায়ী কুরআন পড়তে হবে আর অন্য কোন কুরআতে পড়া যাবে না। হয়রত উসমান (রা.) যেকথা বলেছিলেন তাতে আদৌ দোষের কিছু ছিল না। মহানবী (সা.)-এর যুগে আরবের লোকেরা গোত্রবদ্ধ জীবন যাপন করতো। অর্থাৎ,

প্রত্যেক গোত্র অন্য গোত্র থেকে পৃথক বসবাস করতো। এজন্য তারা নিজ নিজ আঘংলিক ভাষায় অভ্যস্ত ছিল। অর্থাৎ, তাদের (কথা) বলার নিজস্ব ভঙ্গি বা রীতি ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর হাতে সমবেত হয়ে আরবের লোকেরা সভ্য হয়ে উঠে এবং একটি কথ্য বা আঘংলিক ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষা একটি পড়ালেখার ভাষা বা জ্ঞানগর্ভ ভাষায় পরিণত হয়। বিপুল সংখ্যক আরবের লোকেরা পড়ালেখা শিখে, যে কারণে প্রত্যেক ব্যক্তি সে যে গোত্রের সাথেই সম্পর্ক রাখুক না কেন, যেভাবে পড়ালেখার ভাষায় সেটা বলা হয়ে থাকে একই স্বাচ্ছন্দে সেই শব্দ উচ্চারণ করতে পারতো। যা প্রকৃতপক্ষে সারা দেশের ভাষা ছিল। যখন গোটা দেশের মানুষজন একটি পড়ালেখার ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল তখন আর তাদেরকে স্ব-স্ব গোত্রীয় উচ্চারণে পবিত্র কুরআন পাঠ করতে থাকার অনুমতি দেয়ার আর এভাবে অন্যান্য জাতির জন্য হোঁচাট খাওয়ারও কারণ হবে- এর কোন যৌক্তিকতা ছিল না। কাজেই, হয়রত উসমান (রা.) এসব হরকত (বা যের-যবর-পেশ) দিয়ে পবিত্র কুরআন লিখে যা মক্কার ভাষা অনুযায়ী ছিল, সমস্ত দেশে প্রতিলিপি বিতরণ করান এবং ভবিষ্যতের জন্য নির্দেশ দেন যে, মক্কার উচ্চারণ ব্যতীত অন্য কোন গোত্রীয় উচ্চারণে যেন কুরআন পড়া না হয়। এই বিষয়টি না বোঝার কারণে ইউরোপের লেখক এবং অন্যান্য দেশের লেখকেরা সবসময় এই আপত্তি উৎপাদন করতে থাকে যে, হয়রত উসমান (রা.) নতুন কোন কুরআন প্রণয়ন করেছিলেন অথবা উসমান কুরআনে নতুন কোন পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত বিষয় সেটিই যা বর্ণনা করা হয়েছে।

হয়রত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআন মাতলু ওহী

ତଥା ପଠନୀୟ ଓହି ଏବଂ ପୁରୋଟାଇ ଏମନକି ନୋକତା ଓ ଅକ୍ଷର ସବହି ସୁନିଶ୍ଚିଂଭାବେ ନିରବିଚିନ୍ନରୂପେ ଚଲେ ଆସଛେ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଳା ଏଟିକେ ଫେରେଶତାଦେର ତଡ଼ାବଧାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ଦ୍ର ନିରାପତ୍ତାଯ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରେଛେ । ଶୁଦ୍ଧ ତାଇ ନୟ, ଏ ବିଷୟେ ସବ ଧରନେର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣେର କ୍ଷେତ୍ରେ ମହାନବୀ (ସା.)'ଓ କୋନ ଝଣ୍ଟି କରେନ ନି ଏବଂ ତିନି ନିଜେର ଢୋଖେର ସାମନେ ଏକେକଟି ଆୟାତ ଯେଭାବେ ପବିତ୍ର କୁରାଅନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଁଛେ ହୁବ୍ର ସର୍ଦା ସେଭାବେଇ ଲିପିବନ୍ଦ କରାତେନ ଯତକ୍ଷଣ ନା ତିନି ଏଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀନଭାବେ ଏକତ୍ରି କରିଯେଛେ । ଆର ତିନି ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଆୟାତସମୂହକେ ବିନ୍ୟନ୍ତ କରିଯେଛେ ଓ ସଂକଳନ କରିଯେଛେ । ଏହାଡା ନିୟମିତଭାବେ ନାମାୟେ ଏବଂ ନାମାୟେ ବାଇରେଓ ଏଣ୍ଟଲୋ ତିଲାଓୟାତ କରିଯେଛେ, ଯତକ୍ଷଣ ନା ତିନି (ସା.) ଏ ଦୁନିଆ ଥେକେ ବିଦାଯ ନିଯେ ତାଁର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଆଲ୍ଲାହ ରାବୁଲ ଆଲାମୀନେର କାହେ ଫିରେ ଗେଛେ ।

ହ୍ୟରତ ମସୀହ ମାଓଉଦ (ଆ.) ବଲେନ, ଅତଃପର ପ୍ରଥମ ଖଲීଫା ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧୀକ (ରା.) ପବିତ୍ର କୁରାଅନେର ସକଳ ସୂରାକେ ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର କାହେ ଥେକେ ଶ୍ରଦ୍ଧତ ବିନ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏକତ୍ର କରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେନ । ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)'ର ପର ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଳା ତୃତୀୟ ଖଲීଫା ହ୍ୟରତ ଉସମାନ (ରା.)-କେ ସୁଯୋଗ ଦିଯେଛେ । ତିନି କୁରାୟେଶଦେର ଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ର କୁରାଅନକେ ଅଭିନ କ୍ଷିରାଅତେ ସଂକଳନ କରେନ ଏବଂ ସେଟିକେ ସବ ଦେଶେ ଛାଡ଼ିଯେ ଦେନ ।

ଏକଟି ପ୍ରଶ୍ନ ହଲ, ସହିଫା ସିଦ୍ଧିକୀ ତଥା ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ପବିତ୍ର କୁରାଅନେର ଯେ କପିଟି ଲିଖିଯେଛିଲେନ ତା କତଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ଛିଲ । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆହେ, ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ହ୍ୟରତ ଯାଯେଦ ବିନ ସାବେତେର ମାଧ୍ୟମେ ଯେ କୁରାଅନ ଏକ ଖଣ୍ଡ ସଂକଳନ କରିଯେଛିଲେନ ତାକେ 'ସହିଫା ସିଦ୍ଧିକୀ' ଓ ବଲା ହେଁ

ଥାକେ । ଏଟି ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)'ର କାହେ ତାଁର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ଛିଲ । ଏରପର ସେଟି ହ୍ୟରତ ଉମର (ରା.)'ର ହାତେ ଚଲେ ଆସେ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଉମର (ରା.) ଏଟି ଉମ୍ମୁଲ ମୁମିନୀନ ହ୍ୟରତ ହାଫସାର କାହେ ସୋପଦ୍ କରେନ ଏବଂ ବଲେନ, ଏଟି ଯେନ କାଉକେ ଦେଯା ନା ହୟ । ଯଦି କେଉଁ ଅନୁଲିପି କରତେ ଚାଯ ବା ନିଜେର ଅନୁଲିପିର ସଂଶୋଧନ କରତେ ଚାଯ, ସେ ଏଟି ଥେକେ ଉପକୃତ ହତେ ପାରେ ବା ବ୍ୟବହାର କରତେ ପାରେ । ଯାହୋକ, ହ୍ୟରତ ଉସମାନ (ରା.) ତାର ଖଲීଫାତକାଲେ ହ୍ୟରତ ହାଫସାର କାହେ ଥେକେ ଏଟି ଧାର ନିଯେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଲିପି ପ୍ରକ୍ଷଣ୍ଟ କରିଯେ ଏଟି ହ୍ୟରତ ହାଫସାକେ ଫେରତ ଦିଯେ ଦେନ । ମାରଓୟାନ ସଖନ ୫୪ ହିଜରୀ ସନେ ମଦିନାର ଶାସକ ନିୟୁକ୍ତ ହନ ତଥନ ତିନି ହ୍ୟରତ ହାଫସାର କାହେ ଥେକେ ପବିତ୍ର କୁରାଅନେର ଏଇ କପିଟି ନିତେ ଚାନ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟରତ ହାଫସା ଦିତେ ଅସ୍ଵାକୃତି ଜାନାନ । ହ୍ୟରତ ହାଫସା (ରା.)'ର ଇଞ୍ଟେକାଲେର ପର ମାରଓୟାନ ହ୍ୟରତ ଆଦୁଲ୍ଲାହ ବିନ ଉମର (ରା.)'ର କାହେ ଥେକେ ନିଯେ ସେଟି ନଷ୍ଟ କରେ ଫେଲେ । କିନ୍ତୁ ଏର ଆଗେଇ ହ୍ୟରତ ଉସମାନ (ରା.) ଏଟି ସଂରକ୍ଷଣ କରେ ଫେଲେଛିଲେନ ।

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ସର୍ବପଥମ ଯେସବ କାଜ ସମ୍ପାଦନ କରେଛେ ବା ସର୍ବାଗ୍ରେ ଯେସବ କାଜ ତାଁର ସନ୍ତାର ସାଥେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଣ୍ଟଲୋକେ 'ଆଓୟାଲିଯାତେ ଆବୁ ବକର' ନାମ ଦେଯା ହେଁଛେ । ଏମନ ବିଭିନ୍ନ କାଜ ଓ ବିଷୟ ଆହେ ଯା ତିନି ସର୍ବାଗ୍ରେ କରେଛିଲେନ । ଯେମନ, ତିନି ସର୍ବପଥମ ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣ କରେଛେ । ଦ୍ଵିତୀୟ, ମକ୍କାୟ ସର୍ବପଥମ ତିନି ନିଜ ଘରେର ସାମନେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରେଛେ । ତୃତୀୟ, ମକ୍କାୟ ରସ୍ତୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା.)-ଏର ସପକ୍ଷେ ସର୍ବପଥମ ତିନି ମକ୍କାର କୁରାୟେଶର ସାଥେ ଲଡ଼ାଇ କରେଛେ । ଚତୁର୍ଥ, ଅନେକ ଦାସ-ଦାସୀ ଯାରା ଇସଲାମ ଗ୍ରହଣେ କାରଣେ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ନିପିଡ଼ିତ ହାଚିଲ ତିନି ସର୍ବପଥମ ତାଦେରକେ କ୍ରୟ କରେ ମୁକ୍ତ କରେ ଦିଯେଛିଲେନ । ପଥ୍ର, ଏକକ ଗ୍ରହଣକାରୀ ବଲେନ, ଆମରା ହ୍ୟରତ ତାକେ 'ସହିଫା ସିଦ୍ଧିକୀ' ଓ ବଲା ହେଁ

କରେଛେ । ସତ୍ତ, ତିନିଇ ସର୍ବପଥମ ପବିତ୍ର କୁରାଅନେର ନାମ ମୁସହାଫ ରେଖେଛେ । ସଞ୍ଚମ, ସର୍ବପଥମ ତିନି 'ଖଲීଫା ରାଶେଦ' ସ୍ଵିକୃତି ପେଯେଛେ । ଅଷ୍ଟମ, ରସ୍ତୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା.)-ଏର ଜୀବଦ୍ଧଶାୟ ସର୍ବପଥମ ହଜେର ଆମୀର ନିୟୁକ୍ତ ହେଁଛେ । ନବମ, ରସ୍ତୁଲ (ସା.)-ଏର ଜୀବଦ୍ଧଶାୟ ସର୍ବପଥମ ନାମାୟେ ମୁସଲମାନଦେର ଇମାମତି କରେଛେ । ଦଶମ, ଇସଲାମେ ସର୍ବପଥମ ତିନି ବାସ୍ତୁଲ ମାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଛେ । ଏକାଦଶ, ତିନି ଇସଲାମେର ପ୍ରଥମ ଖଲීଫା ଯାର ଜନ୍ୟ ମୁସଲମାନରା ବାସ୍ତୁଲ ମାଲ ଥେକେ ଭାତା ନିର୍ଧାରଣ କରେଛେ । ଦ୍ୱାଦଶ, ତିନି ସର୍ବପଥମ ଖଲීଫାର ନାମ ଯିନି ଆପନ ସ୍ତଲାଭିଷିତ ଖଲීଫାର ନାମ ପ୍ରକ୍ଷଣ୍ଟାବର କରେନ । ହ୍ୟରତ ଉମର (ରା.)-କେ ତିନି ମନୋନୀତ କରେଛିଲେନ । ତ୍ରୈଦଶ, ତିନି ପ୍ରଥମ ଖଲීଫା ଯାର ଖଲීଫତର ବ୍ୟାପାର ସମୟ ତାର ପିତା ହ୍ୟରତ ଆବୁ କୋହାଫା ଜୀବିତ ହିଲେନ । ଚତୁର୍ଦଶ, ତିନି ଇସଲାମେର ସର୍ବପଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାକେ ରସ୍ତୁଲୁଲ୍ଲାହ (ସା.) କୋନ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରେଛିଲେନ । ପଞ୍ଚମଶ, ତିନି ସର୍ବପଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାର ଚାର ପୁରୁଷ ସାହାବୀ ହୁତ୍ୟାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରେଛେ । ତାଁ ପିତା ଆବୁ କୋହାଫା ସାହାବୀ, ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ସାହାବୀ, ତାଁ ପୁତ୍ର ହ୍ୟରତ ଆଦୁର ରହମାନ ବିନ ଆବୁ ବକର ଏବଂ ତାଁ ପୌତ୍ର ହ୍ୟରତ ମୁହାମ୍ଦ ବିନ ଆଦୁର ରହମାନ ବିନ ଆବୁ ବକର; ତାଁରା ସକଳେଇ ସାହାବୀ ହିଲେନ ।

ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ଏର ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆହେ, ତାଁ ହୁଲିଯା ତଥା ଦେହାବୟବ ସମ୍ପର୍କେ ହ୍ୟରତ ଆୟୋଶ (ରା.) ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ ଅର୍ଥାତ ତାର ବରାତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଁଛେ, ତିନି ଏକ ଆରବକେ ହେଁଟେ ଯେତେ ଦେଖେ ଆର ତିନି ତଥନ ତାର ହାଓଦାୟ ବସା ହିଲେନ । ତିନି ବଲେନ, ଆମି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କାଟୁକେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକରର ଅଧିକ ସଦୃଶ ଦେଖିନି । ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ ବଲେନ, ଆମରା ହ୍ୟରତ ଆୟୋଶର ନିକଟ ଅନୁରୋଧ କରି, ଆପନି

ଆମାଦେର ନିକଟ ହସରତ ଆବୁ ବକରେର ଭଲିଆ ତଥା ଦେହାବୟବ ବର୍ଣନା କରଣ । ଏଇ ଉତ୍ତରେ ହସରତ ଆୟେଶା (ରା.) ବଲେନ, ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଫର୍ସା ମାନୁଷ ଛିଲେନ । ହାଲକା-ପାତଳା ଗଡ଼ନେର ଛିଲେନ, ଗାଲେ ମାଂସ କମ ଛିଲ । କୋମର ସାମାନ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଛିଲ, ଯାର ଫଳେ ତାର ଲୁଙ୍ଗିଓ କୋମରେ ସ୍ଥିତ ହତୋ ନା ବରଂ ନିଚେର ଦିକେ ନେମେ ଯେତ । ଚେହାରା ଛିଲ ସ୍ଵପ୍ନ ମାଂସଲ, ଅଟଟା ଭରାଟ ଛିଲ ନା । ଚୋଖ କୋଟରେର ଭେତରେ ଢୁକେ ଥାକତ ଏବଂ ତାର ଲଲାଟ ବା କପାଲ ଛିଲ ସୁଉଚ ।

ଇବନେ ସିରୀନ ବଲେନ, ଆମି ହସରତ ଆନାସ ବିନ ମାଲେକକେ ଜିଜେସ କରି, ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) କି କଲପ ଲାଗାତେନ? ଉତ୍ତରେ ତିନି ବଲେନ, ହଁ, ମେହେଦୀ ଓ କାତାମ ଗୁଲ୍ମେର ମାଧ୍ୟମେ ନିଜେର ଚୁଲ ଓ ଦାଡ଼ିତେ କଲପ ଲାଗାତେନ ।

ତାର ଖୋଦାଭିତ ଏବଂ ତାର ତାକଓୟା ଓ ଜଗଦିମୁଖତା ସମ୍ପର୍କେ ଲେଖା ରଯେଛେ ଯେ, ହସରତ ନବୀ କରୀମ (ସା.) ହସରତ ରାବିଯା ବିନ ଜାଫର ଓ ହସରତ ଆବୁ ବକରକେ କିଛୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରେନ । ଏକଟି ଗାଛ ନିଯେ ଉଭୟର ମାବେ ମତବିରୋଧ ଦେଖା ଦେଯ । ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ତର୍କ-ବିତର୍କେର ସମୟ କୋନ କଠୋର କଥା ବଲେ ଫେଲେଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ଏତେ ତିନି ଅନୁତଷ୍ଟ ହନ ଏବଂ ବଲେନ, ହଁ ରାବିଯା! ତୁମିଓ ଆମାକେ ଏମନ କୋନ କଠୋର କଥା ବଲେ ଦାଓ ଯେନ ତା ପୂର୍ବେର କଥାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଗଣ୍ୟ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଏମନଟି କରତେ ଅସ୍ତ୍ରିକୃତି ଜାନାନ । ତାରା ଉଭୟେ ମହାନବୀ (ସା.) ଏଇ ନିକଟ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ପୁରୋ ବୃକ୍ଷାତ ବର୍ଣନା କରେନ । ସବ ଶୁଣେ ରସଲୁଲ୍ଲାହ (ସା.) ବଲେନ, ରାବିଯା! ତୁମି କଠୋର କୋନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରୋ ନା । କିନ୍ତୁ ଏ ଦୋଯା କର, ଗଫାରାଲ୍ଲାହ ଲାକା ଇଯା ଆବା ବକର । ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଆବୁ ବକର! ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ଆପନାର ସାଥେ କ୍ଷମାର ଆଚରଣ କରଣ । ହସରତ ରାବିଯା ଏରପଥି କରଲେନ । ହସରତ ଆବୁ ବକର ଯଥନ ଏ କଥା ଶୁଣେନ ତଥନ ତାର ଓପର ଏଇ ଏମନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ଯେ, ତିନି

ଅବୋରେ କାଁଦତେ କାଁଦତେ ସେଖାନ ଥେକେ ଫିରେ ଯାନ ।

ଏକଟି ରେଓୟାଯେତେ ବର୍ଣିତ ହେଯେଛେ, ହସରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧୀକ (ରା.) ଏକଟି ପାଖି ଦେଖେନ ଯା ଏକଟି ଗାଛେ ବସେ ଛିଲ । ତିନି ବଲେନ, ହଁ ପାଖି! ତୋମାର ଜନ୍ୟ ସୁସଂବାଦ । ଆଲ୍ଲାହର କସମ! ଆମି ଯଦି ତୋମାର ମତ ହତେ ପାରତାମ! ତୁମି ଗାଛେ ବସ, ଫଳ ଖାଓ, ଏରପର ଉଡ଼େ ଚଲେ ଯାଓ । ତୋମାର କୋନ ହିସାବ-ନିକାଶ ନେଇ ଆରି କୋନ ଶାସ୍ତି ନେଇ । ଆଲ୍ଲାହର କସମ! ଆମି ଯଦି ପଥେର ପାଶେ ଥାକା ଏକଟି ଗାଛ ହତାମ ଆର ଉଟ ଆମାର ପାଶ ଦିଯେ ଅତିକ୍ରମ କରତ ଆର ଆମାକେ ଧରେ ନିଜେର ମୁଖେ ପୁରେ ଦିତ ଆର ଦ୍ରୁତ ଆମାକେ ଚିବିଯେ ଖେଯେ ଫେଲତ, ଏରପର ଉଟ ଆମାକେ ବିଷ୍ଟାର ନ୍ୟାୟ ବେର କରେ ଦିତ ଆର ଆମି ଯଦି ମାନୁଷ ନା ହତାମ!

ହସରତ ମୁସଲେହ ମାଓଡ଼ୁଦ (ରା.) ସୂରା ନାବାର ୪୧ ନଂ ଆୟାତ

**وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلිئ්تි ກ්න් ປ්ରා**  
ଅର୍ଥାତ୍ କାଫିରରା ବଲବେ ହାୟ! ଆମି ଯଦି ମାଟି ହୁୟେ ଯେତାମ- ଏ ଆୟାତେର ତଫସୀର କରତେ ଗିଯେ ବଲେନ, କତିପଯ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପଦାଯ ସାହାବୀଦେର ପ୍ରତି ବିଦେଶେ ଏତଟାଇ ସୀମା ଛାଡ଼ିଯେ ଗିଯେଛେ ଯେ ତାରା ବଲେ, ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ମୃତ୍ୟୁକ୍ଷଣେ ଏଇ ଆୟାତଟି ପଡ଼ିଲେ, ତାଇ ତାର କୁଫୁରୀ ପ୍ରମାଣିତ ।

[ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ପଡ଼ିଲେ,

**وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلිئ්تි ກ්න් ປ්ରා**  
(ସୂରା ନାବା: ୪୧); ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲିଲେନ, କାଫିର ବଲତୋ କଥାଟା ହବେ ନା, ... ତାଇ ତିନି କାଫେର ହୁୟେ ଗିଯେଛେ, (ନାଉୟୁବିଲ୍ଲାହ) । ହସରତ ମୁସଲେହ ମାଓଡ଼ୁଦ (ରା.) ବଲେନ, ଅଥଚ ରେଓୟାଯେତଟି ଯଦି ସଠିକ ହୁୟ, [ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁୟ ଆର ଏ ଆୟାତ ଯଦି ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଥାକେ, ତାହଲେ ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)'ର ଈମାନେର

ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥେକେ (ଏ ଆୟାତେର) ଅର୍ଥ ହେବେ, କାଫେରଦେର କଥାର ଅସ୍ତ୍ରୀକାରକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲିବେନ, ‘ହାୟ, ଆମାର ସାଥେଓ ଯଦି ଖୋଦା ତା'ଲାର ଆଚରଣ ଏମନଟିଟି ହତୋ!’ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଯଦି ଆମାର ପୁଣ୍ୟକର୍ମେର ଜନ୍ୟ କୋନ ପୁରକ୍ଷାର ବା ଭୁଲକ୍ରତିର ଜନ୍ୟ କୋନ ଶାସ୍ତି ନା ଦିଲେନ! (ଏ ଅବସ୍ଥାଯ) ଏ ବାକ୍ୟଟି ତୋ ଏକଜନ ଖାତି ମୁମିଳେର ବାକ୍ୟ (ବଲେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ) । ବିଭିନ୍ନ ହାଦୀସେ ସ୍ଵର୍ଗ ମହାନବୀ (ସା.) ସମ୍ପର୍କେ ବର୍ଣିତ ହେଯେଛେ, ତିନି (ସା.) ବଲିଲେନ, ଆମି ଆମାର କର୍ମେର ଜୋରେ ମୁକ୍ତି ପାବ ନା, ବରଂ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର କୃପାୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରବ । କାଫେର ଶବ୍ଦଟି ଏଥାନେ କଟାକ୍ଷ ହିସେବେ ବ୍ୟବହତ ହେଯେଛେ ଆର ଏର ଅର୍ଥ ହୁଲ, ମାନୁଷ ତାକେ କାଫେର ବଲେ! ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିନି ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ସବଚେଯେ ନିକଟେ ଥାକିଲେ ଏବଂ ଯିନି ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେଛିଲେ ଆର ୧୧ ବଚରେର ମେ଱େକେ ତାର ସାଥେ ବିଯେ ଦିଲେଛିଲେନ, ଅଥଚ ତଥନ ତାର ବସ ଛିଲ ୫୪/୫୫ ବଚର । ଏହାଡ଼ ହିଜରତେ ସମୟ ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ସାଥେ ଛିଲେନ, ସମ୍ବଦ୍ଧ ମକ୍କାବାସୀର ବିରଳଦେ ତିନି (ସା.) କେବଳ ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ ସାଥେ ନିଯେ ଦାଁଡିଯେଛିଲେନ । ପବିତ୍ର କୁରାଅନ ତାଦେର କଟାକ୍ଷ କରେ ବଲଛେ, ଏଇ କୁରବାନୀକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କାଫେର! ଅଥଚ ସେବ ଲୋକ ଯାରା ତାର ପୁଣ୍ୟକର୍ମେର ବିପରୀତେ ତୁଳନାମୂଳକ କୋନେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମି କରେ ଦେଖୋ ନି ତାରାଇ ମୁମିଳ ହୁଓଯାର ଦାବି କରେ!

ହସରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)'ର ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଘନିଯେ ଏଲେ ତିନି (ରା.) ହସରତ ଆୟେଶା (ରା.)-କେ ବଲେନ, ହଁ ଆମାର କନ୍ୟା! ତୁମି ଜାନ ଯେ, ସକଳ ମାନୁଷେର ମଧ୍ୟେ ତୁମିଇ ହଲେ ଆମାର ସବଚେଯେ ପ୍ରିୟଜନ, ଆର ଆମି ଆମାର ଅମୁକ ଜାୟଗାର ଜମିଟି ତୋମାକେ ହେବା ବା ଦାନ କରେ ଦିଲେଛିଲାମ । ତୁମି ଯଦି ତା ଦଖଲେ ନିତେ ଏବଂ ଏର ଉତ୍ପାଦନ ଥେକେ କଲ୍ୟାଣମଣ୍ଡିତ ହତେ ତାହଲେ ଅବଶ୍ୟାଇ ସେଟି ତୋମାର ମାଲିକାନାୟ ଥାକତ,

କିନ୍ତୁ ଏଥିନ ତା ଆମାର ସକଳ ଉତ୍ସର୍ଧିକାରୀର ମାଲିକାନା । ତାଇ ଆମ ଚାଇ, ତୁମି ସେଟି ଫିରିଯେ ଦାଓ (ଅର୍ଥାଂ ସେହି ହେବା ଫିରିଯେ ଦାଓ, କେନନା ତୁମି ଏହି ଦଖଲେ ନାଓ ନି ଆର ଆମାର ଜୀବନଦଶ୍ୟ ଏ ଜମି ଆମାର ବ୍ୟବହାରାଧିନ ଛିଲ; ) ଯାତେ ସେଟି ଆମାର ସବ ସଂତାନେର ମାଝେ ଆଲ୍ଲାହର କିତାବ କୁରାନେର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ବଣ୍ଟନ କରା ଯାଇ, ଆର ଆମି ଯେନ ଆମାର ପ୍ରଭୁର ସାଥେ ଏ ଅବଶ୍ୟା ମିଳିତ ହତେ ପାରି ଯେ ଆମି ଆମାର କୋଣେ ସଂତାନକେ ଅନ୍ୟ ସଂତାନଦେର ଓପର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ନି । ଏକଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ଆୟୋଶା (ରା.) ନିବେଦନ କରେନ, ଆପନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଲନ କରା ହବେ ।

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସେ ଘଟନାଟି ଏଥିନ ଆମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ଯାଚିଛ ଏର ଉଲ୍ଲେଖ ଇତଃପୂର୍ବେ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତାଁର ଗୁଣାବଳୀ ହିସେବେ ଏ ଖାନେ ଆବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଇ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ତାକେ ସଖନ ଖିଲାଫତେର ଚାଦର ପରିଯେଛେ ତଥନକାର ଘଟନା । ଖଲୀଫା ନିର୍ବାଚିତ ହେଲାର ପରେ ଦିନଇ ସଖନ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ତାଁର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତି ଅନୁସାରେ କାଁଧେ କାପଡ଼େର ଥାନ ଉଠିଯେ ବାଜାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାଇବା କରେନ । ପଥିମଧ୍ୟ ହ୍ୟରତ ଉମର ଏବଂ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ଉବାୟଦା (ରା.)'ର ସାଥେ ତାଁର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ । ତାରା ବଲେନ, ହେ ରୁସ୍ଲୁଲ୍ଲାହର ଖଲୀଫା, କୋଥାଯ ଯାଇଛେ? ଉତ୍ତରେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲେନ, ବାଜାରେ ଯାଚିଛ । ତଥନ ତାରା ବଲେନ, ଆପନି ହେଲେନ ମୁସଲମାନଦେର ଶାସକ! ଆପନି ଚଲୁନ, ଆମରା ଆପନାର ଜନ୍ୟ ଏକଟି ଭାତା ନିର୍ଧାରଣ କରେ ଦିଇ । [ଅର୍ଥାଂ ଫିରେ ଚଲୁନ; ଆମରା ଭାତା ନିର୍ଧାରଣ କରେ ଦିବ, ବ୍ୟବସା କରାର କୋଣ ପ୍ରୋଜେନ ନେଇ ।]

ଆଲ୍ଲାମା ଇବନେ ସା'ଦ ଭାତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାୟ ବଲେନ, ତିନି ଦୁଟି ଚାଦର ପେତେନ ଆର ସେଣ୍ଟଲୋ ପୁରାତନ ହଲେ ତା ଫିରିଯେ ଦିଯେ ଅନ୍ୟ ଦୁଟି ନିତେନ । ସଫରେର ସମୟ ବାହନ ଏବଂ ଖିଲାଫତେର ପୂର୍ବେ ଯେ ଖରଚ ଛିଲ ସେ

ଅନୁସାରେଇ ନିଜେର ଏବଂ ପରିବାରେର ଜନ୍ୟ ବ୍ୟବଭାର ଗ୍ରହଣ କରତେନ ।

ହ୍ୟରତ ମୁସଲେହ ମାଓଉଦ (ରା.) ବଲେନ, ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ସମଗ୍ର ଇସଲାମୀ ବିଶ୍ୱେର ଅଧିପତି ଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ତିନି କୀ ପେତେନ? ତିନି ଜନଗଣେର ଅର୍ଥେର ରକ୍ଷକ ଛିଲେନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅର୍ଥେର ଓପର ତାଁର କୋନ ଅଧିକାର ଛିଲ ନା । ନିଃସମ୍ମେହେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଅନେକ ବଡ଼ ଏକଜନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଛିଲେନ; କିନ୍ତୁ ତାଁର ଯେହେତୁ ଏମନ ଅଭ୍ୟାସ ଛିଲ ଯେ, ତାଁର ହାତେ ଅର୍ଥ ଆସତେଇ ତିନି ତା ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରତେନ, ତାଇ ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ମୃତ୍ୟୁର ପର ତିନି ସଥିନ ଖଲୀଫା ହନ ତଥନ ତାଁର କାହେ ନଗଦ ଅର୍ଥ ଛିଲ ନା । ଖିଲାଫତେର (ଆସନେ ସମାସୀନ ହେଲାର) ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନଇ ତିନି ବିକ୍ରିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାପଡ଼େର ପୁଟଳି କାଁଧେ ନିଯେ ବୈରିଯେ ପଡ଼େନ । ପଥେ ହ୍ୟରତ ଉମର (ରା.)'ର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ ହଲେ ତିନି ବଲେନ, ଆପନି ଏହି କୀ କରନେଇ? ଉତ୍ତର ତିନି (ରା.) ବଲେନ, ଆମାକେ ତୋ ଖେଯେ ପରେ ବାଁଚତେ ହେବ; କାପଡ଼ ନା ବେଚଲେ ଖାବୋ କୀ? ଏକଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ଉମର (ରା.) ବଲେନ, ଏହି ତୋ ହେତେ ପାରେ ନା । ଆପନି ଯଦି କାପଡ଼ ବେଚତେ ଥାକେନ ତାହଲେ ଖିଲାଫତେର ଦାୟିତ୍ୱ କେ ସାମଲାବେ? ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଉତ୍ତରେ ବଲେନ, ଆମି ଯଦି ଏ କାଜ ନା କରି ତାହଲେ ଆମାର ସଂସାର କୀଭାବେ ଚଲବେ? ତଥନ ହ୍ୟରତ ଉମର (ରା.) ବଲେନ, ଆପନି ବାୟତୁଲ ମାଲ ଥେକେ ସମାସୀ ଭାତା ଗ୍ରହଣ କରନ । ଉତ୍ତରେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲେନ, ଆମି ତୋ ଏହି ମେନେ ନିତେ ପାରି ନା, ବାୟତୁଲ ମାଲେ ଆମାର କୀ ଅଧିକାର ଆହେ? ହ୍ୟରତ ଉମର (ରା.) ବଲେନ, ସଥିନ ପବିତ୍ର କୁରାନ ଏହି ଅନୁମତି ଦିଯେଛେ ଯେ, ଧର୍ମର ସେବାଯ ନିଯୋଜିତ ଲୋକଦେର ଜନ୍ୟ ବାୟତୁଲ ମାଲେର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଯ ହତେ ପାରେ, ତାହଲେ ଆପନି ଏହି ଅର୍ଥ କେନ ଗ୍ରହଣ କରତେ ପାରିବନ ନା? ଅତଏବ ଏରପର ବାୟତୁଲ ମାଲ ଥେକେ ତାଁର ଜନ୍ୟ ଭାତା ନିର୍ଧାରଣ କରା ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ତଥକାଲୀନ ସମୟେର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ସେଇ ଭାତା କେବଳ ସେ

ପରିମାନ ଛିଲ ଯେ, ତା ଦିଯେ ଅନ୍ୟ-ବଞ୍ଚର ସଂସାନ ହେଲା ସମ୍ଭବ ହତେ ।

ଇବନେ ଆବି ମୁଲାୟକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ, ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)'ର ହାତ ଥେକେ ଲାଗାମ ପଡ଼େ ଗେଲେ ତିନି (ରା.) ତାଁ ଉଟନୀକେ ବସିଯେ ସେଇ ଲାଗାମ ନିଜେଇ ତୁଲେ ନିତେନ । ତାଁକେ ବଲା ହୁଏ, ଆପନାର ହାତେ ତୁଲେ ଦେଯାର ଜନ୍ୟ ଆପନି ଆମାଦେରକେ ଆଦେଶ ଦେନ ନି କେନ? ଏକଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ବଲେନ, ଆମାର ପ୍ରିୟ ମୁହାମ୍ମଦ (ସା.) ଆମାକେ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଯେଛିଲେନ ଯେ, ଆମି ଯେନ ମାନୁଷେର କାହେ କୋନ କିଛୁ ନା ଚାଇ । ଏବିଷୟେ ତିନି (ରା.) ଏତଟା ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରତେନ ।

ହ୍ୟରତ ମୁସଲେହ ମାଓଉଦ (ରା.) ବର୍ଣ୍ଣନା କରେନ, ମହାନବୀ (ସା.) ଏକଦା ମସଜିଦେ କିଛୁ ଲୋକର କଥାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣତେ ପାନ । (ତାରା ବଲାଇଲା,) ଆବୁ ବକର ଆମାଦେର ଓପର କିଇବା ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ରାଖେ? ତିନି ଯେମନ ପୁଣ୍ୟେର କାଜ କରେନ ଅନୁରପ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଆମରାଓ କରି । ଏକଥା ଶୁଣେ ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେନ, ହେ ଲୋକ ସକଳ! ଆବୁ ବକରେର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ତାର ନାମାଯ ଓ ରୋଧାର କାରଣେ ହୁଏ ନି, ବରଂ (ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ) ସେଇ ପୁଣ୍ୟେର କାରଣେ ଯା ତାର ହଦୟେ ରଯେଛେ । ଅର୍ଥାଂ ତାଁର ହଦୟେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ରଯେଛେ ଏବଂ ମୁହାମ୍ମଦ (ସା.)-ଏର ପ୍ରତି ତାଁର ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ରଯେଛେ ଆର ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଯେ ଭୟ ଓ ଭୀତି ରଯେଛେ- ତା ଏମନ ମାନେର ଯା ତାଁକେ ତୋମାଦେର ଓପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦାନ କରେଛେ । ଏଗୁଲୋ କେବଳ ହଦୟେଇ ନେଇ, ବରଂ ଏ ଅନୁସାରେ ତିନି କାଜ ଓ କରେନ ।

ହ୍ୟରତ ମସୀହ ମାଓଉଦ (ଆ.) ପବିତ୍ର କୁରାନେର ଏକଟି ଆୟାତେର ତଫ୍ସିର କରତେ ଗିଯେ ହ୍ୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)'ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏଭାବେ ତୁଲେ ଧରେଛେନ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ଏଖାନେ ବଲେଛେ, ତୁମି ତତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇବାଦତ କରତେ ଥାକ ଯତକ୍ଷଣ ନା ତୁମି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସେର ସ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୁଏ ଆର ସକଳ ପ୍ରତିବନ୍ଧକତା ଓ ଅନ୍ଧକାରେର ପର୍ଦା ଦୂର ହୁଁ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଜନ୍ୟେ ଯେ, ଏଥିନ ଆମି

ସେଇ ସତ୍ତା ନହିଁ ଯା ପୂର୍ବେ ଛିଲାମ; ବରଂ ଏଥିନ ତୋ ନତୁନ ଦେଶ, ନତୁନ ଭୂମି, ନତୁନ ଆକାଶ ଆର ଆମିଓ ନତୁନ କୋନୋ ସୃଷ୍ଟି । ଏହି ଦ୍ଵିତୀୟ ଜୀବନକେଇ ସୂଫୀରା ‘ବାକ୍ଫା’ ନାମେ ଅଭିହିତ କରେନ । ମାନୁଷ ସଖନ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ଉପନୀତ ହୁଏ ତଥନ ତାର ମାଝେ ଆଲ୍ଲାହ ତା’ଳାର ରହ ଫୁଢ଼ିକାର ହୁଏ । ତାର ପ୍ରତି ଫେରେଶତା ଅବତିର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଏହି ହଳ ସେଇ ହୃଦୟ ସାଥେ ଭିନ୍ନିତେ ମହାନବୀ (ସା.) ହୟରତ ଆବୁ ବକର ସିଦ୍ଧିକ (ରା.) ସମ୍ପର୍କେ ବଲେଛିଲେ ଯେ, ସଦି କେଉ ପୃଥିବୀତେ ବିଚରଣଶୀଳ ଲାଶ ଦେଖିବେ ତାହାରେ ଯେଣ (ହୟରତ) ଆବୁ ବକର (ରା.)-କେ ଦେଖେ । ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)’ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାର ବାହ୍ୟିକ କାଜକର୍ମର କାରଣେଇ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ବିଷୟେର କାରଣେ ଯା ତାର (ରା.) ହଦ୍ୟେ ବିରାଜମାନ ।

ହୟରତ ଆବୁ ସାଈଦ ଖୁଦରୀ (ରା.) ବର୍ଣନ କରେନ, ଏକଦା ତାରା ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ସାଥେ କୋନୋ ଏକ ସଫରେ ବେର ହନ ଏବଂ ଯାଆବିରତିର ପର ତାରା ବିଭିନ୍ନ ଦଲେ ଉପଦଲେ ବିଭିନ୍ନ ହେଁ ଯାନ । ସବାଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଥେ (ଯୁକ୍ତ ହନ) । ହୟରତ ଆବୁ ସାଈଦ ଖୁଦରୀ (ରା.) ବର୍ଣନ କରେନ, ଆମି ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)’ର ସାଥେ ତାବୁ ଗାଡ଼ି । ଆମାଦେର ସାଥେ ଏକ ଗ୍ରାମ ବେଦୁଙ୍ଗନ୍ତ ଛିଲ । ଆମରା ଯେ ବେଦୁଙ୍ଗନ ଉକ୍ତ ମହିଳାକେ ବଲେ, ତୁମି କି ଚାଓ ଯେ ତୋମାର ଘରେ ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ହୋକ? ତୁମି ସଦି ଆମାକେ ଏକଟି ଛାଗଲ ଦାଓ ତାହାର ଘରେ ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ଜନ୍ମଥିବା ହରବେ । ସେଇ ମହିଳା ତାକେ ଏକଟି ଛାଗଲ ଦିଯେ ଦେଇ । ସେଇ ବେଦୁଙ୍ଗନ ଛନ୍ଦ ମିଲିଯେ କରେକଟି ପଥକି ପାଠ କରେ । [ମହିଳାର ସାମନେ ନିଜେର କୋନୋ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରେ] । ଏରପର ସେ (ବେଦୁଙ୍ଗନ) ତାର ଛାଗଲ ଜବାଇ କରେ । (ରାନ୍ନା ଶେଷେ) ମାନୁଷ ସଖନ ଆହାରେ ବସେ ତଥନ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବଲେ, ଆପନାଦେର ଜାନା ଆଛେ କି, ଏହି ଛାଗଲ କିଭାବେ ଲାଭ ହେଁଛେ? ଏରପର ସେ ପୁରୋ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସବାର ସମ୍ମୁଖେ ତୁଲେ ଧରତେ

ଗିଯେ ବଲେ ଯେ ସେ ଉକ୍ତ ମହିଳାର କାଛ ଥେକେ ଏକଥା ବଲେ ଛାଗଲ ନିଯେଛିଲ ଯେ, ଆମି ଦୋଯା କରଲେ ତୋମାର ଗର୍ଭେ ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ହବେ । ବର୍ଣନାକାରୀ ବଲେନ, ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ସେଖାନେର ଲୋକଦେର ସାଥେ ଏକତ୍ରେ ବସେ ଖାବାର ଖାଚିଲେନ । ଆମି ତାକେ ଦେଖିଲାମ, ତିନି ଚରମ ଅସନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ କରେନ ଏବଂ ନିଜ ଗଲାର ଭିତର ଆଞ୍ଚଳ ତୁକିଯେ ସେଇ ଖାବାର ବେର କରେ ଦେଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ବମି କରେ ଏମନ ଖାବାର ବେର କରେ ଦେନ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଖାବାର ଶିରକେର ଭିନ୍ନିତେ ପ୍ରକ୍ରିଯା ହେଁଛେ ଆମି ତା ଗଲଧଳକରଣ କରତେ ପାରି ନା ।

ହୟରତ ଆୟୋଶା (ରା.) ବର୍ଣନା କରେନ, ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.)’ର ଏକଟି କୃତ୍ତଦାସ ଛିଲ । ସେ ତାକେ (ରା.) ଉପାର୍ଜନ କରେ ଏନେ ଦିତୋ ଏବଂ ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ତାର ଉପାର୍ଜନ ଥେକେ ଥେତେନ । ଏକଦିନ ସେ କୋନୋ ଏକଟି ଜିନିସ ଆନେ ଏବଂ ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ସେଟି ଖେ଱େ ନେନ । କୃତ୍ତଦାସ ବଲଲ, ଆପନି କି ଜାନେନ ଏହି ଖାବାରେ ଉତ୍ସ କୀ? ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଜିଜେସ କରଲେନ, କୀ? ସେ ବଲଲ, ଆମି ଅଞ୍ଜତାର ଯୁଗେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ୟ ଗଣକ ହିସେବେ କାଜ କରି । ଆମି ତାକେ ପ୍ରତାରିତ କରେଛି, କେନନା ଗଣନାବିଦ୍ୟା ଆମାର ଭାଲଭାବେ ରଷ୍ଟ ଛିଲ ନା । ତାର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ୍ ହଲେ ସେ ଆମାକେ ପ୍ରତିଦାନସ୍ଵରୂପ କିଛୁ ଦେଇ । ଅତ୍ରଏବ, ଏହି ସେଇ ଉପାର୍ଜନ ଯେଟି ଆପନି ଖେ଱େଛେ । [ଉପଟୋକନ ନିଯେ ଏସେଛିଲ ଅଥବା କଖନୋ କଖନୋ କିଛୁ ରାନ୍ଧା କରେ ଆନତୋ ।] ଏକଥା ଶୁଣେ ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ନିଜ ହାତ ଗଲାଯ ତୁକିଯେ ପେଟେ ଯା କିଛୁ ଛିଲ ତାର ସବଟା ବମି କରେ ଫେଲେ ଦେନ ଏବଂ ବଲେନ, ଆମାର ପକ୍ଷେ ଏମନ ହାରାମ ଖାବାର ଖାଓଯା ସମ୍ଭବ ନା ।

ହୟରତ ଆବୁଲ୍ଲାହ ବିନ ଉମର (ରା.) ବର୍ଣନା କରେନ, ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେନ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଂକାରବଶତଃ ନିଜ କାପଡ଼ ହେଁଚଢେ ଚଲେ, ଆଲ୍ଲାହ ତା’ଳା କେୟାମତେର ଦିନ ତାର ପ୍ରତି କୃପାଦୃଷ୍ଟି ଦେବେନ ନା । ହୟରତ ଆବୁ

ବକର (ରା.) ବଲେନ, (ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ!) ଆମି ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗ ନା ଦିଲେ ଆମାର କାପଡ଼େର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତ ଚିଲା ଥାକେ । ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେନ, ତୁମି ତୋ ଅହଂକାରବଶତଃ ଏମନଟି କର ନା ।

ହୟରତ ମସୀହ ମାଓୟୁଦ (ଆ.) ବଲେନ, ଏକଦା ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେନ, ଯାଦେର ଲୁଙ୍ଗ (ଅହଂକାରର କାରଣେ) ନିଚେର ଦିକେ ଝୁଲାଇ ଥାକେ ତାରା ଜାହାନାମେ ଯାବେ । ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଏକଥା ଶୁଣେ କେଂଦେ ଫେଲେ, କେନନା ତାର ଲୁଙ୍ଗରେ ଏମନଇ ଛିଲ । ମହାନବୀ (ସା.) (ସାନ୍ତ୍ବନା ଦିଯେ) ବଲେନ, ତୁମ ତାଦେର ମାଝେ ନାହିଁ । ମୋଟକଥା ନିଯ୍ୟତ ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରାଖେ, ଆର ବିଷୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ନିରିଥେ ଦେଖିବେ ହେ ।

ଅତଃପର ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଅନୁବର୍ତ୍ତି, ରସୂଲପ୍ରେମ ଏବଂ ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ (ସା.)-ଏର ଜନ୍ୟ ଆଆଭିମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନେର ଉତ୍ତରେ (ସମ୍ବଲିତ ହାଦୀସ) ରଯେଛେ ।

ଏକଦିନ ହୟରତ ଆୟୋଶା (ରା.) ବାଡିତେ ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ସାଥେ ଉଚ୍ଚସ୍ଵରେ କଥା ବଲାଇଲେ, ଇତ୍ୟବସରେ ତାର ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଘରେ ଆସେନ । ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ତିନି ସହ୍ୟ କରତେ ପାରଲେନ ନା ଏବଂ ନିଜ କନ୍ୟାକେ ଏକଥା ବଲେ ପ୍ରହାରେ ଉଦ୍ୟତ ହଲେନ ଯେ, ତୁମି ଆଲ୍ଲାହର ରସୂଲ (ସା.)-ଏର ସାମନେ ଏଭାବେ କେନ କଥା ବଲଛ! ମହାନବୀ (ସା.) ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେଇ ପିତା ଓ କନ୍ୟାର ମାଝେ ଏସେ ବାଧା ହେଁ ଦାଁଡାନ ଏବଂ ଆବୁ ବକରର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ହାତ ଥେକେ ହୟରତ ଆୟୋଶା (ରା.)-କେ ରକ୍ଷା କରେନ । ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ଯଥନ ଚଲେ ଗେଲେନ ତଥନ ମହାନବୀ (ସା.) ହୟରତ ଆୟୋଶା (ରା.)’ର ସାଥେ ରସିକତା କରେ ବଲେନ, ଦେଖିଲେ ତୋ! ଆଜ ଆମି ତୋମାକେ ତୋମାର ପିତାର ହାତ ଥେକେ କୀଭାବେ ବାଁଚିଯେଛି? କିଛୁଦିନ ପର ହୟରତ ଆବୁ ବକର (ରା.) ପୁନରାୟ ଆସେନ ଯଥନ କିନା

ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ସାଥେ ହ୍ୟରତ ଆୟୋଶା (ରା.) ହାସିମୁଖେ କଥା ବଲଛିଲେନ । ହ୍ୟରତ ଆୟୁ ବକର (ରା.) ବଲଲେନ, ତୋମରା ତୋମାଦେର ଝଗଡ଼ାୟ ତୋ ଆମାକେ ଶରୀକ କରେଛିଲେ, ଏଥିନ ଆନନ୍ଦେରେ ଅଂଶୀଦାର କରୋ । ଏତେ ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେନ, ଆମରା ଶରୀକ କରେ ନିଲାମ ।

ହ୍ୟରତ ଉକବା ବିନ ହାରେସ (ରା.) ବର୍ଣନା କରେନ, ଆମି ଦେଖିଲାମ ହ୍ୟରତ ଆୟୁ ବକର (ରା.) ହ୍ୟରତ ହାସାନ-କେ କୋଳେ ନିଯେ ବଲଛିଲେନ, ଆମାର ପିତା ତୋମାର ଜନ୍ୟ ନିବେଦିତ । ଏ ତୋ ନବୀ (ସା.)-ଏର ଚେହାରା ଓ ଅବୟବ, ଆଲୀର ଚେହାରା ଓ ଅବୟବ ନଯ ! ଏକଥା ଶୁଣେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.) ହାସିଲେନ ।

ହ୍ୟରତ ଆଦୁଲ୍ଲାହ ବିନ ଉମର ରାୟିଆଲ୍ଲାହ ଆନନ୍ଦମା ବର୍ଣନା କରେନ, ହ୍ୟରତ ଉମର ବିନ ଖାତାବ (ରା.)'ର କନ୍ୟା ହ୍ୟରତ ହାଫସା ସଖନ (ନିଜ ସ୍ଵାମୀ) ହ୍ୟରତ ଖୁନାୟେସ ବିନ ହୃଦୟକା ସାହମୀ'ର ମୃତ୍ୟୁତେ ବିଧବା ହେଁ ଯାନ । ତିନି (ଅର୍ଥାତ୍ ହ୍ୟରତ ଖୁନାୟେସ ବିନ ହୃଦୟକା) ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ସାହବୀଦେର ଅନ୍ତର୍ଭକ୍ତ ଛିଲେନ, ବଦରେର ଯୁଦ୍ଧେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେଛିଲେନ ଆର ମଦିନାଯା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେଛିଲେନ । ସେ ଅବଶ୍ୟାଯ ହ୍ୟରତ ଉମର ବିନ ଖାତାବ (ରା.) ବଲତେନ, ଆମି ଉସମାନ ବିନ ଆଫଫାନ (ରା.)'ର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରେ ତାର ନିକଟ ହ୍ୟରତ ହାଫସା'ର ବିଷୟେ ବଲି, ଆପନି ପଞ୍ଚନ୍ଦ କରଲେ ହାଫସାକେ ଆପନାର କାହେ ବିଷୟେ ଦିତେ ଚାଇ । ତିନି (ରା.) ବଲେନ, ଆମି ଏ ବିଷୟେ ଭେବେ ଦେଖିବ ।

ଅତଃପର ଆମି କରେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି । ତାରପର ହ୍ୟରତ ଉସମାନ (ରା.) ବଲଲେନ, ଆମାର ନିକଟ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବିଷୟ କରାକେ ସମୀଚିନ ବଲେ ମନେ ହେଚ୍ଛ ନା । ହ୍ୟରତ ଉମର (ରା.) ବଲେନ, ଏରପର ଆମି ତଥନ ହ୍ୟରତ ଆୟୁ ବକର (ରା.)'ର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରି ଏବଂ ବଲି, ଆପନି ଯଦି ଚାନ ତାହଲେ ଆମି ହାଫସା'ର ବିଷୟେ ଆପନାର ସାଥେ କରିଯେ ଦେଇ । ତଥନ ହ୍ୟରତ ଆୟୁ ବକର (ରା.) ଚୁପ ହେଁ ଗେଲେନ ଏବଂ

ଆମାକେ କୋଣୋ ଉତ୍ତର ଦିଲେନ ନା । ହ୍ୟରତ ଉମର (ରା.) ବଲେନ, ଉସମାନେର ତୁଳନାୟ ଆମି ଆୟୁ ବକରେର କାରେଣ ବେଶି ମର୍ମାହତ ହେଁ । ଏରପର ଆମି କରେକ ରାତ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ଥାକି । ଅତଃପର ମହାନବୀ (ସା.) ହାଫସାକେ ବିଷୟେ ପ୍ରତିକାର ପ୍ରେରଣ କରେନ ଏବଂ ଆମି ତାର (ସା.) କାହେ ହାଫସାକେ ବିବାହ ଦିଇ । ଏରପର ହ୍ୟରତ ଆୟୁ ବକର (ରା.) ଆମାର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରେନ ଏବଂ ବଲେନ, ସଭ୍ବବତ ଆପନି ଆମାର ପ୍ରତି ଅସମ୍ଭବ ହେଁଛେନ, କେନନା ଆପନି ଯଥନ ଆମାର କାହେ ହାଫସାର କଥା ବଲେଛିଲେନ ତଥନ ଆମି କୋଣୋ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନି ? ଆମି ବଲି, ହୁଁ, ବିଷୟଟି ଏମନଇ । ତଥନ ତିନି (ରା.) ବଲେନ, ଆସଲେ ଆପନି ଯେ ବିଷୟଟି ଉପର୍ଦ୍ଧାପନ କରେଛିଲେନ ସେ ବିଷୟେ

ଆପନାକେ କୋଣୋ ଉତ୍ତର ଦିତେ ଯେ ବିଷୟଟି ବାଧା ଦିଯେଛିଲ ତା ହଲ, ଆମି ଜାନତେ ପେରେଛିଲାମ ଯେ, ମହାନବୀ (ସା.) ହାଫସାକେ ବିଷୟେ କରତେ ଇଚ୍ଛା କରେଛିଲେନ, ଆର ଆମି ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ଇଚ୍ଛାର କଥା ପ୍ରକାଶ କରତେ ଚାଇଛିଲାମ ନା; ଅର୍ଥାତ୍ ଆପନାକେ ବଲତେ ଚାଇଛିଲାମ ନା ଯେ, ମହାନବୀ (ସା.) ତାକେ ବିଷୟେ କରତେ ଚାନ । ଏକାରଣେ ଆମି ଚୁପ ହେଁ ଗିଯେଛିଲାମ ବା ଅସ୍ମିକୃତ ଜାନିଯେଛିଲାମ । ଏରପର ତିନି (ରା.) ବଲେନ, ମହାନବୀ (ସା.) ଯଦି ତାର ସାଥେ ବିବାହେର ଇଚ୍ଛା ପରିତ୍ୟାଗ କରତେନ ତାହଲେ ଆମି ଅବଶ୍ୟକ ଆପନାର ପକ୍ଷ ଥିଲେ ଦେଇ ଆପନାର ମେଯେର ସାଥେ ବିଷୟେ ପ୍ରତାବାନ୍ତ ସମ୍ମତ ହତାମ ।

ହ୍ୟରତ ଆୟୁ ବକର (ରା.)-କେ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା.)'ର ପକ୍ଷ ଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍ଗଳି ପ୍ରକାଶ କରା ସମ୍ପର୍କେ ଲିଖା ଆଛେ, ହ୍ୟରତ ଇବନେ ଆବାସ (ରା.) ବର୍ଣନା କରେନ, ଆମି ସେବର ଲୋକେର ମାବେ ଦେଖିଲାମ ଛିଲାମ ଯାରା ହ୍ୟରତ ଉମର ବିନ ଖାତାବ (ରା.)'ର ମୃତ୍ୟୁର ପର ତାର ଜନ୍ୟ ଦୋଯା କରେଛିଲେନ ଏମତାବନ୍ଧୁଯ ସେ, ହ୍ୟରତ ଉମର (ରା.)-କେ ଖାତିଯାଯ ରାଖା ହେଁଛିଲ । ଆର ଏ ସମୟରେ ଆମି ଦେଖିତେ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ପେଚନ ଦିକ୍ ଥିଲେ ଏସେ ତାର କନୁଇ ଆମାର କାଁଧେର ଓପର ରାଖିଲେନ ଆର ବଲତେ ଲାଗିଲେନ, ଆଲ୍ଲାହ ଆପନାର ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଣନ କରନ । ଆମି ତୋ ଆଶା କରତାମ ଆଲ୍ଲାହ ତାଲ୍ଲା ଆପନାକେଓ ଆମାଦେର ଦୁଇ ବଙ୍ଗୁର ସାଥେଇ ସମାହିତ କରିବେନ । କେନନା, ଆମି ମହାନବୀ (ସା.)-କେ ଏକଥା ବହୁବାର ବଲତେ ଶୁଣେଛି ଯେ, ଆମି, ଆୟୁ ବକର ଓ ଉମର ଅମୁକ ଜାୟଗାୟ ଛିଲାମ; ଆମି, ଆୟୁ ବକର ଓ ଉମର ଏଟି କରେଛି; ଆମି, ଆୟୁ ବକର ଓ ଉମର (ସେଖାନ ଥିଲେ) ଚଲେ ଯାଇ । ଏଜନ୍ୟ ଆମି ଏକମ ଆଶା ପୋଷଣ କରତାମ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଲ୍ଲା ଆପନାକେଓ ଏଂଦେର ଦୁଇଜନେର ସାଥେଇ ରାଖିବେନ । (ବର୍ଣନାକାରୀ ବଲେନ) ଆର ଆମି ପେଚନ ଫିରେ ଦେଖି, ତିନି ଛିଲେନ ହ୍ୟରତ ଆଲୀ ବିନ ଆବି ତାଲେବ (ରା.) ।

ଏହି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଇନଶା'ଆଲ୍ଲାହ ଆଗାମୀତେଓ ଅବ୍ୟାହତ ଥାକବେ । (ସୂତ୍ର: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାଂଲା ଡେକ୍ସ୍ରେଟ ତଡ଼ାବଧାନେ ଅନୂଦିତ)



**Smile Aid**  
your complete dental healthcare

Oral & Dental Surgery  
Dental Fillings  
Root Canal Treatment  
Dental Crowns, Bridges

Teeth Whitening  
Dental Implant  
Orthodontics (Braces)  
In-House Dental X-RAY

Consultation Days : Tuesday - Friday  
For Appointment : 01703 720 606  
<https://goo.gl/maps/UJX3RdaVzJ2fb.me/DeSmileAid>

Consultation Days : Saturday - Monday  
For Appointment : 01996 244 087  
01778 642 471

**Dr. Nazifa Tasnim**  
Chief Consultant  
Oral & Dental Surgeon  
BMC Reg. No: A239  
BDS (DU), PGT (BSMMU)  
Specially Trained in Fixed Orthodontic Braces

**Smile Aid**  
444, Kuwaiti Mosque Road  
(Apollo Hospital-DhaliBari Link Road)  
Shahid Mukijoddha Din Mohammad Dilu Bhaban  
Adjacent to Basundhara R/A, Block A (Dhali Bari Pocket Gate)  
Yatara, Dhaka - 1212

**Consultant**  
Holy-Lab Hospital & Diagnostic Center  
KumarShil Mor. Brahmanbaria

০২ মে, ২০২২ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত  
**হ্যরত মির্যা মাসরুর আহমদ**  
**খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.)-এর**  
**ঈদুল ফিতরের খুতবা**



**তা**শাহছদ, তা'উয় এবং সূরা  
ফাতিহা পাঠের পর হ্যুর  
আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত  
তিলাওয়াত করেন।

وَأَغْبَدُوا اللَّهَ وَلَا شُرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدِينِ  
إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ  
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنْبِ وَابْنِ  
السَّيْلِ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ  
مُجْتَلِلًا فَخُورًا । (সূরা নিসা: ৩৭)

অনুবাদ: এবং তোমরা আল্লাহর  
ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে  
শরীক কর না আর সদয় ব্যবহার কর

পিতা-মাতার সাথে, আত্মীয়-স্বজন এবং  
এতীম আর মিসকীন এবং আত্মীয়  
প্রতিবেশি এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশির সাথে  
আর সঙ্গী-সহচর এবং পথচারীর সাথে  
আর তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক  
হয়েছে (তথা অধিনস্তদের সাথে)। নিশ্চয়  
আল্লাহ অহংকারী এবং দাস্তিকদেরকে  
পছন্দ করেন না।

[এরপর হ্যুর (আই.) বলেন] আল্লাহ  
তা'লা আজ আমাদেরকে ঈদ উৎযাপনের  
সৌভাগ্য দান করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক  
মু'মিনের জন্য প্রকৃত ঈদ কেবল এটিই  
নয় যে, ভাল কাপড় পরিধান করে নিল,

ভাল খাবার খেয়ে নিল, বস্তুদের সাথে  
বসে আড়তা দিয়ে সময় অতিবাহিত করল,  
ঈদের নামায পড়ে মনে করল, এখন তো  
ঈদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন হয়ে গেল  
তাই এখন আমার ছুটি, যা ইচ্ছা করা  
যাবে। সেদিন সময় মত যোহরের  
নামাযের প্রতি দৃষ্টি নেই, আসর নামাযের  
দিকে মনোযোগ নেই আর অন্যান্য  
ওয়াক্তের নামাযের প্রতিও কোন ঝঞ্জেপ  
থাকল না। আর নামাযের কথা মনে  
পড়লেও দ্রুততার সাথে আদায় করে  
নিল। বরং অনেকে তো ঈদের নামাযও  
পড়ে না। আর যখন ঈদের নামায পড়া

ହେଁ ଯାଯ ତଥନ ଖୁବ ଭାବଗାନ୍ଧୀରେର ସାଥେ ଉଠେ ଈଦେର ଦିନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେସବ ବ୍ୟକ୍ତତା ଥାକେ ସେଣ୍ଟଲୋତେ ମନ୍ତ୍ର ହେଁ ଯାଯ । ମନେ ହେଁ ଯେନ, ଈଦେର ଏଟିହି ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହି ଶୁଦ୍ଧ କଥାର କଥା ନୟ ବରଂ ଆମି ଏମନ ଲୋକଦେର ଦେଖେଛି ଯାରା ଈଦେର ନାମାୟଓ ପଡ଼େ ନା ଆର ବଲେ ଯେ, ଆମାଦେର ଘୁମ ପେଯେଛିଲ ତାଇ ଆମରା ଘୁମିଯେ ଛିଲାମ । ଶ୍ରମଣ ରାଖା ଉଚିତ, ଈଦେର ଦିନ ଅଧିକ ଇବାଦାତ କରାର ଦିନ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନେ ତୋ ପାଁଚ ଓୟାଙ୍କ ନାମାୟ ଫରଯ କିନ୍ତୁ ଈଦେର ଦିନ ଛୁଟ ଓୟାଙ୍କ ନାମାୟ ଫରଯ । ଏମନକି ମହିଳାଦେରଓ ଯାଦେର ଗଣନାର କିଛୁ ଦିନ ନାମାୟ ମାଫ ଥାକେ, ତାଦେରକେ ଈଦେର ଦିନ ଈଦଗାହେ ଯାଓୟାର ଆଦେଶ ଦେଇ ହେଁଛେ । ଅତେବେଳେ ଈଦେର ଦିନେର ଗୁରୁତ୍ବ ଅଧିକ । ପାକିଷ୍ତାନେର ଆହମଦୀଦେରଓ ଦୋଯା କରା ଆବଶ୍ୟକ, ଅବହ୍ଵାର ପ୍ରେକ୍ଷିତେ ମହିଳାଦେର ଓପର ସେଖାନେ କତକ ବିଧି-ବିଧାନ ଆରୋପ କରା ହେଁଛିଲ ଯେନ ତାରା ଈଦଗାହେ ନା ଯାଯ । ଏରପର କରୋନା ମହାମାରିତେ ଆରଓ କଠୋରତା ଆରୋପ କରା ହୟ । ବରଂ ପୁରୁଷେର ଓପରଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି-ନିଷେଧ ଆରୋପ କରାର ଫଳେ ନିଷେଧାଜ୍ଞ ଦିତେ ହେଁଛେ । ତାଇ ଦୋଯା କରନ୍ତ ବିଶେଷତ ପାକିଷ୍ତାନେ ଆର ସର୍ବତୋଭାବେ ପୃଥିବୀତେ ଏଇସକଳ ବିଧି-ନିଷେଧ ଥିକେ ଆହମଦୀରା ଯେନ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ । ଏଖାନେ ତୋ ଏବହର ତଥା ଦୁ'ବ୍ରହ୍ମ ପର ଈଦ ଉଦ୍ୟାପନେ ଯେ ନିଷେଧାଜ୍ଞ ଛିଲ ତା ତୁଲେ ନେଯା ହେଁଛେ ତଥା ନିଜ ନିଜ ଏଲାକାଯ ଈଦ ଆଦାୟେର ଅନୁମତି ଦେଇ ହେଁଛେ ଏବଂ ସକଳେର ଅଂଶଗହନେର ଅନୁମତି ଆଛେ । ମୋଟକଥା ସାଧାରଣ ଅବହ୍ଵାର ଈଦେର ନାମାୟ ଆଦାୟେର ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରା ହେଁଛେ । ଏ ବିଷୟଟି ଭୁଲେ ଯାଓୟା ଉଚିତ ନୟ । ଆମି ବଲଛିଲାମ, ଈଦେର ଦିନ କେବଳ ଏକଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଏକତ୍ରି ହେଁଥାର ଦିନ ନୟ ବରଂ ଏର ମାଝେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ଆମାଦେର ଓପର ଯେ ଦୟାତ୍ମକାର ଅର୍ପଣ କରେଛେ, ତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନେର ତୁଳନାଯ ଅଧିକ ପାଲନ କରା ଆବଶ୍ୟକ । ନିଜେଦେର ଇବାଦାତେର ଅଧିକାର ଆଦାୟ କରା ଆବଶ୍ୟକ ଆର ବାନ୍ଦାର

ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରା ଯା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁ'ମିନେର ଜନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ତା ପ୍ରଦାନ କରତେ ହେଁ । ଏଦିନ ଅଙ୍ଗୀକାର କରା ଉଚିତ ଯେ, ଆମି ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନେର ଜନ୍ୟ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରତେ ଥାକବ ଆର ବାନ୍ଦାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନେରେ ସଦା ଚେଷ୍ଟା କରତେ ଥାକବ । ତବେଇ ଆମାଦେର ଈଦ ହେଁ ପ୍ରକୃତ ଈଦ । ଅତେବେଳେ ଏମନ ଈଦ ଅର୍ଜନ କରାର ଚେଷ୍ଟା କରା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ଆମାଦେରକେ ଉକ୍ତ ଅଧିକାରଗୁଲୋ ପ୍ରଦାନେର ବିଷୟେ ପବିତ୍ର କୁରାନୀନେର ବହୁ ସ୍ଥାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେଛେ । ଯଦି ଆମରା ଆଜ ଈଦେର ଦିନ ଏହି ଅଙ୍ଗୀକାର କରେ ଉକ୍ତ ଅଧିକାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦାୟିତ୍ବେର ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ନିବନ୍ଧ କରି ଯେ, ଆଗାମୀତେ ଆମରା ଏଗୁଲୋ ଆମାଦେର ଜୀବନେର ଅଂଶ ବାନ୍ଦିଯେ ନିବ, ଗତ ଖୁତବାତେଓ ଆମି ସାର୍ବିକଭାବେ ଉକ୍ତ ବିଷୟଗୁଲୋ ଉଲ୍ଲେଖ କରେଛିଲାମ, ତାହଲେ ଆମରା ଆମାଦେର ରମ୍ୟାନେର ଉଦ୍ୟାପନେ ଅର୍ଜନ କରତେ ସକ୍ଷମ ହେଁଛି । ଆର ଈଦ ଉଦ୍ୟାପନେର ଉଦ୍ୟାପନେ ଅର୍ଜନ କରତେ ସକ୍ଷମ ହବ ।

ଆମି ଯେ ଆଯାତ ତିଲାଓୟା କରେଛି, ଏର ମାଝେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା କତକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦାୟିତ୍ବେର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେଛେ । ଆର ଏଗୁଲୋ ଯାରା ପାଲନ କରବେ ନା ତାରା ଅହଂକାରୀ ଏବଂ ଦାସିକ ଆର ଏମନ ଲୋକଦେରକେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ପଚନ୍ଦ କରେନ ନା । ଅତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାରକେ ପଚନ୍ଦ କରେନ ନା, ତାଦେର ଇହକାଳେ ଗେଲ ଆର ପରକାଳେ ଗେଲ । ମହାନବୀ (ସା.) ଓ ଏକଦା ଏ ବିଷୟେ ବିଶେଷଭାବେ ସାବଧାନ କରେଛେ । ତିନି (ସା.) ବଲେନ, ଯାର ହଦରେ ସାମାନ୍ୟେ ଅହଂକାର ଥାକବେ, ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ତାକେ ଜାଗାତେ ପ୍ରବେଶ କରତେ ଦିବେନ ନା । ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିବେଦନ କରଲ ଯେ, ମାନୁଷେର ଆକାଶକୁ ହଲ, ଭାଲ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରବେ, ଭାଲ ଜୁତା ପରିଧାନ କରବେ ଯେନ ତାକେ ଦେଖିତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ । ତାରା କାଦେର ମାଝେ ଅନ୍ତର୍ଭୁତ ହେଁ? ମହାନବୀ (ସା.) ବଲଲେନ, ଏହି ଅହଂକାର ନୟ । ତିନି (ସା.) ବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ନିଜେଇ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତିନି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଚନ୍ଦ କରେନ । ତିନି (ସା.)

ବଲେନ, ମାନୁଷ ସଥିନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନେ ଅସ୍ଵିକାର କରେ ତଥନ ସେଟି ଅହଂକାର ବଲେ ବିବେଚିତ ହୟ । ମାନୁଷକେ ହୀନଜ୍ଞାନ କରା, ତାଦେରକେ ତାଚିଲ୍ୟେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଦେଖା ଏବଂ ତାଦେର ସାଥେ ମନ୍ଦ ଆଚରଣ କରା- ଏସବାହି ଅହଂକାର ।

ଅତେବେଳେ ଏହି ଈଦେର ଦିନ ଉତ୍ସମ କାପଡ଼ ପରିଧାନ କରା, ଭାଲଭାବେ ପ୍ରକ୍ଷତି ନେଯା, ସୁଗଞ୍ଜି ଲାଗାନୋ- ଏ ସବକିଛୁଇ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଦୃଷ୍ଟିତେ ପଚନ୍ଦନୀୟ । କିନ୍ତୁ ଏଗୁଲୋକେ ଦେଖ ଏବଂ ଅହଂକାରେର ମାଧ୍ୟମ ବାନାନୋ, ଏହି ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ପଚନ୍ଦ ନୟ । ଉକ୍ତ ଆଯାତେ ଯେ ବିଷୟେର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବନ୍ଧ କରେ ଅବଶ୍ୟେ ବଲା ହେଁଛେ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ଅହଂକାରୀ ଏବଂ ଦାସିକକେ ପଚନ୍ଦ କରେନ ନା- ଏ କଥାର ମାଝେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଅଧିକାରେର ବିଷୟଟିଓ ଅନ୍ତର୍ଭୁତ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଅଧିକାର ହଲ, ଯେନ ତାର ଇବାଦାତ କରା ହୟ । ଏହି ନିଃସନ୍ଦେହେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଅଧିକାର ତଥା ତାର ଇବାଦାତ ଯେନ କରା ହୟ ଏବଂ କୋନ କିଛୁକେ ତାର ଶରୀକ ଯେନ ନା କରା ହୟ କିନ୍ତୁ ଏର ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଦାରାଇ ଉପକାର ସାଧିତ ହୟ । ମାନୁଷ ଜାନତେ ଚାଯ, ଏର ଦ୍ୱାରା ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର କୀ ଲାଭ? ଏର ଉତ୍ତର ହଲ, ଏତେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର କୋନ ଲାଭ ନେଇ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ପବିତ୍ର କୁରାନୀନେର ଏକ ସ୍ଥଳେ ବଲେନ, ମାନୁଷେର ସ୍ଥିତି ଉଦ୍ୟାପନେ ହଲ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଇବାଦାତ କରା ତବେ ଏର ଦ୍ୱାରା ଆଲ୍ଲାହର କୋନ ଉପକାର ସାଧିତ ହୟ ନା । ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଆମାଦେର କଲ୍ୟାନେର ଜନ୍ୟ ଏବଂ ଆମାଦେରକେ ପୁରୁଷ୍କୃତ କରାର ଜନ୍ୟ, ଆମାଦେର ସଂଶୋଧନେର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ଇବାଦାତେର ଦିକେ ଆମାଦେର ମନୋଯୋଗ ଆକର୍ଷଣ କରେଛେ । ଆମାଦେରକେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଥିକେ ବିରତ ରାଖାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେରକେ ଇବାଦାତେର ଆଦେଶ ଦିଯେଛେ, ନାମାୟେର ଆଦେଶ ଦିଯେଛେ ।

ଏକ ସ୍ଥଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ବଲେ,  
إِنَّ الصَّلَاةَ شُر୍କٌ عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ  
(ସୂରା ଆନକାବୂତ: ୪୬)

ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନାମାୟ ଅଣ୍ଣିଲତା ଏବଂ ଅପଛନ୍ଦୀୟ କାଜ ଥେକେ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରେ ସକଳ ଯିକିରେର ତୁଳନାୟ ଆଲ୍ଲାହର ଯିକିରିରେ ଉତ୍ସମ । ଅତେବ ନାମାୟେର, ଇବାଦାତେର, ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଯିକିରେର ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାକେ ସ୍ମରଣ କରାର କଲ୍ୟାନ ଆମରାଇ ଲାଭ କରି । ଆର ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ଆମାଦେରକେ ଏର ପ୍ରତିଦାନ ଦିଯେ ଥାକେନ ।

ଏକ ରେଓୟାଯେତେ ଦେଖ୍ ଯାଇ, ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର କାହେ ନିବେଦନ କରେନ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଳ (ସା.) ଆମାକେ ଏମନ କୋନ ଆମଲେର ବିଷୟେ ବଲୁନ ଯେଟି ଆମାକେ ଜାଗାତେ ନିଯେ ଯାବେ ଏବଂ ଆଣ୍ଟ ଥେକେ ଆମାକେ ବୀଚାବେ । ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେନ, ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଇବାଦାତ କର, ତା'ର ସାଥେ କୋନୋ କିଛିକେ ଶରୀକ କରବେ ନା, ନାମାୟ ଆଦାୟ କର, ଯାକାତ ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟତାର ବନ୍ଧନ ଅଟୁଟ ରାଖ । (ତଥା ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଜନେର ସାଥେ ଆନ୍ତରିକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ କର)

ଅତେବ ଦେଖୁନ, ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା କୀଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରଛେ । ଇହକାଲେଓ ପୁରସ୍କୃତ କରଛେ ଆର ପରକାଲେଓ ଜାଗାତେ ସୁସଂବାଦ ଦିଚେନ ।

ଅପର ଏକ ରେଓୟାଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଯେଛେ, ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେନ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଲମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଖାତିରେ ଦୁଇ ଈଦେର ରାତେ ଇବାଦାତ କରବେ, ତାର ହଦୟ ସର୍ବଦାର ଜନ୍ୟ ଜୀବିତ କରେ ଦେଇ ହବେ ।

କତ ବଡ଼ ସୁସଂବାଦ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଖାତିରେ ଇବାଦାତ କରାର ଫଳେ ସର୍ବଦାର ଜନ୍ୟ ପୁରକ୍ଷାର ଲାଭ ହଚେ । ଅତେବ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ୟାପନ କରାର ନାମ ଈଦ ନ ଯ । ବରଂ ଏହି ରାତଗୁଲୋ ଇବାଦାତେର ମାଧ୍ୟମେ ଜୀବିତ କରାର ନାମ ଈଦ । ଆର ଏର ଫଳେ ସେ ସାରା ଜୀବନେର ଜନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଲାଭ କରେ । ଯାରା ମନେ କରେ ଯେ, ରମ୍ୟାନ ଶେଷ ହେଯେଛେ, ଏଥିନ ଆମରା ଆରାମେ ସୁମାତୋ ପାରବୋ । ଏକଦିକେ ରମ୍ୟାନେ ତୋ ସେହେରୀର ଜନ୍ୟ ଜାଗତୋ ଆର ତଥନ ଦୁର୍ବାକାତ ନଫଳ ଓ ପଡ଼ତ ଅଥଚ ଈଦେର ଦିନ ଫୟରେର ନାମାୟେ ଜାଗାର କ୍ଷେତ୍ରେଓ ଅନେକକେ ଅଲସତା କରତେ

ଦେଖ୍ ଯାଇ । କାରୋନାକେ ବାହାନା ବାନାନୋ ଠିକ ନ ଯ । ଫଜରେର ନାମାୟେ ମସଜିଦେ ଆସବେନ, ଈଦେର ଦିନ ଯଦି ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀ କମ ଥେକେ ଥାକେ, ତାହିଁ ଆଗାମୀକାଳ ଫୟରେ ଏଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ । ଯେଥାନେ ଆଗାମୀକାଳ ଈଦ ତାଦେର ଈଦେର ଦିନେର ଫୟରେ ବିଷୟାଟି ମାଥାୟ ରାଖା ଆବଶ୍ୟକ ଯେଣ ନାମାୟେ ଉପର୍ଦ୍ଵିତୀ ଭାଲ ଥାକେ । ଅନ୍ତତପକ୍ଷେ ଘରେ ଯୁମ ଥେକେ ସମୟମତ ଉଠେ ସନ୍ତାନଦେର ସାଥେ ବାଜାମା'ତ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରନ । ସଥାପନା ବାଜାମା'ତ ନାମାୟ ପଡ଼ାର ବଦୋବସ୍ତ କରନ । ଗତଖୁତବୟାଓ ଆମି ଯେ ବିଷୟାଟି ବଲେଛିଲାମ ଯେ, ଧିରେସୁଞ୍ଚେ ନାମାୟ ଆଦାୟ କରନ । ରମ୍ୟାନ ଶେଷ ହେଯା ଏବଂ ଆଜ ଆମାଦେର ଈଦ ଉଦ୍ୟାପନ କରା ନିଜେଦେର ଇବାଦାତ ଥେକେ ପରିବାଚିତ ଅଥବା ଭାଲଭାବେ ଇବାଦାତ ନା କରାର ଅନୁମତି ମନେ କରା ଉଚିତ ନ ଯ । ଏହି ଇବାଦାତିଇ ଆମାଦେର ଇହକାଳ ଓ ପରକାଲେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର କୃପାର ଉତ୍ସର୍ବାଧିକାରୀ ବାନାନୋର ଜାମାନତ ହେ ।

ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ଇବାଦାତେର ଦିକେ ମନୋବୋଗ ଆକର୍ଷଣ କରାର ପର ଉକ୍ତ ଆଯାତେ ହକୁକୁଳ ଇବାଦ ତଥା ବାନ୍ଦାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନେର ଦିକେଓ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେଛେ । ଆମି ପୂର୍ବେଓ ସଂକଷିଷ୍ଟଭାବେ ବଲେଛିଲାମ, ମହାନବୀ (ସା.) ଆତ୍ମୀୟତାର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେଛେ । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ଉକ୍ତ ଆଯାତେ ବିସ୍ତାରିତଭାବେ କତକ ଅଧିକାରେର ବିଷୟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ । ତିନି ବଲେଛେ, ‘ପିତା-ମାତାର ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହେର ଆଚରଣ କର । ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ପ୍ରଭୁତ୍ବେର ପର ପିତା-ମାତାର ଅନୁଗ୍ରହ ସବଚେଯେ ବେଶି କେନନା ତାରା ଆମାଦେରକେ ଆଦର ଦିଯେ ଲାଲନ-ପାଲନ କରେ ବଡ଼ କରେଛେ । ଏ ଏମନ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହ ଯାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେଇ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନ ଯ । ଏଥାନେ ପିତା-ମାତାର ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ବଲତେ ବଲା ହେଯେଛେ, ତାଦେର ସାଥେ ସଦା ବିନ୍ଦୁଭାବେ କଥା ବଲବେ, ବିନ୍ଦୁ ଆଚରଣ କରବେ ଏବଂ ତାଦେରକେ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରବେ ।

ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ଅନ୍ୟ ହୁଅନେ ପିତା-ମାତାର ବିଷୟାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରେ ବଲେଛେ, “ଫାଲା

ତାକୁଲ ଲାଭମା ଉଫ” ଅର୍ଥାତ୍ ତାଦେରକେ ଉଫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଲବେ ନା । କୋନୋ କିଛି ଖାରାପ ଲାଗଲେ ମାନୁଷ ଉଫ ବଲେ । ଉକ୍ତ ଆଯାତେ ବଲା ହେଯେଛେ, ତାଦେର କୋନ ବିଷୟ ଅପଛନ୍ଦ ହଲେଓ ଉଫ ବଲବେ ନା । ଅନ୍ୟ ହୁଅନେ ବଲେଛେ, ତାଦେରକେ ସବଧରନେର ସେବା କର । ତାଦେର କଥା ମେନେ ଚଲ ତବେ ହଁ ଧର୍ମେ ବିରଙ୍ଗନେ ବା ଖୋଦା ତା'ଲାର ବିରଙ୍ଗନେ ତାରା ଯଦି କିଛି ବଲେ ତବେ ତା ମାନା ଆବଶ୍ୟକ ନ ଯ । ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ଧର୍ମକେ ପ୍ରାଧାଣ୍ୟ ଦିବେ । ଏତଦୁସ୍ତେତେ ତାଦେର ସାଥେ କଠୋରତା କରବେ ନା । କେବଳ ଏତୁକୁ ବଲା ଯେ, ଆମି ଏ ବିଷୟାଟି ମାନତେ ପାରଛି ନା, କେନନା ଏହି ଧର୍ମେର ବିଷୟ ବା ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ବିଷୟ । ଅତେବ ପିତା-ମାତାର ସାଥେ ଏକ ମୁଖିନେର ଆଚରଣ ଏମନ ହେଯା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏରପର ଆତ୍ମୀୟେର ସାଥେ ଉତ୍ସମ ଆଚରଣେର ଆଦେଶ ଦେଇ ହେଯେଛେ । ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେନ, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ରିଯିକେ ବରକତ ଚାଯ ଅଥବା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟ ଲାଭ କରତେ ଚାଯ ଏବଂ ଯେ ଜନମୁଖେ ନିଜେର ପ୍ରଶଂସା ଚାଯ ତାର ଉଚିତ ଆତ୍ମୀୟତାର ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷାର ସ୍ବଭାବସମ୍ବଲିତ ହେଯା । ନିଜେର ଆତ୍ମୀୟ ବା ଶଶ୍ରତ ବାଡ଼ିର ଆତ୍ମୀୟ- ସବାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରାଖା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାରା ସ୍ଵାଚ୍ଛଦେ ଆଛେ, ବାଇରେର ଦେଶେ ଆସାର ଫଳେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ତାଦେର ଅବସ୍ଥା ଉପର୍କାଳ ଦାନ କରେଛେ, ତାଦେର ଈଦେର ଆନନ୍ଦେ ନିଜ ଏମନ ଆତ୍ମୀୟସ୍ଵଜନକେଓ ଶାମିଲ କରା ଉଚିତ ଯାରା ଦରିଦ୍ର । ଏର ଜନ୍ୟ ଏହି ଶର୍ତ୍ତ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ ନ ଯେ, ଯଦି ତାରା ଜବାବେ ଉତ୍ସମ ଆଚରଣ କରେ ତାହାଲେ ତାଦେର ସାଥେ ଉତ୍ସମ ଆଚରଣ କରା ହବେ । ବରଂ ତାରା ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆଚରଣ ନା-ଓ କରେ, ତରୁଓ ତାଦେର ସାଥେ ଉତ୍ସମ ଆଚରଣ କରତେ ହବେ ।

ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ସମୀକ୍ଷା ନିବେଦନ କରିଲ, ହେ ଆଲ୍ଲାହର ରସ୍ତୁଳ! ଆମି ଆମାର ଆତ୍ମୀୟଦେର ସାଥେ ଉତ୍ସମ ଆଚରଣ କରି, ତରୁଓ ତାରା ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରି, କଥାର ସଠିକ ଜବାବ ଦେଇ ନା, ତାରା ଉତ୍ସମ ଆଚରଣ କରିଲା । ଏମତବସ୍ତାଯ ଆମି କୀ କରତେ ପାରି? ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେନ, ତୁମି ଯା ବଲଛ ତା ଯଦି ସତ୍ୟ ହେ ତରୁଓ ତୁମି ତାଦେର ସାଥେ

ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କର, ତାଦେର ପ୍ରତି ଏ ତୋମାର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହ ଆର ଯତଦିନ ତୁମି ତାଦେର ସାଥେ ଏମନ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରତେ ଥାକବେ, ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା ତୋମାକେ ସାହାଯ୍ୟ କରତେ ଥାକବେ ।

ଅତଏବ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରା ଆମାଦେର ଦାୟିତ୍ୱ । ଆର ଈଂଦେର ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ଆମରା ତଥନିୟ ଲାଭ କରତେ ସକ୍ଷମ ହବ, ଯଥନ ଏହି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କୋନ ପ୍ରତିଦାନ ଛାଡ଼ାଇ ମାନୁଷ କରତେ ଥାକବେ । ଆର ତା ଏହି କାରଣେ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ୍ ଏବଂ ତା'ର ରସ୍ତାରୀ (ସା.) ଏହି ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେଛେ । ଏବଂ ଏର ପ୍ରତିଦାନ ଦେନ ସ୍ଵୟଂ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା । ଏଥାନେ ଏ ବିଷୟଟିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଦିତେ ଚାଇ ଯେ, ଆନେକ ସ୍ଵାମୀ ନିଜ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମୀୟମ୍ବଜନେର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରତେ ବାଧା ଦେଇ ଏମନକି ଦ୍ଵାରା ପିତା-ମାତାର ସାଥେଓ ଦେଖା କରତେ ଦେଇ ନା । (ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମୀୟମ୍ବଜନ ଏବଂ ପିତା-ମାତାର ସାଥେ) । ଏହି ଚରମ ଅଜ୍ଞତା ।

ତୁଚ୍ଛ ତୁଚ୍ଛ କଥା ଏବଂ ହୁଦ୍ୟେ ବିଦେଶ ପୋଷଣ କରେ ଯେ, ଦ୍ଵାରା ଭାଇ ଅମୁକ ସମୟ ଏକଥା ବଲେଛିଲ, ତାର ବୋନ ଏମନ କଥା ବଲେଛେ, ତାର ବାପ-ମା ଆମାର ସାଥେ ଏବଂ ଆମାର ବାବା-ମାୟେର ସାଥେ ଏମନ ଆଚରଣ କରେଛେ ।

ଅମୁକେର ଚାଚା ବା ମାମା ଏଭାବେ କଥା ବଲେଛେ । ଏସବ ଅଜ୍ଞତାସୁଲଭ କଥା ।

ଏଥରନେର ଚିନ୍ତାଧାରା ଲାଲନ କରା ଏକଜନ ମୁ'ମିନେର ଶୋଭା ପାଯ ନା । ଆର ଏ ବିଷୟଗୁଲୋ ପ୍ରାୟଶ ସାମନେ ଆସନ୍ତେ ଥାକେ ।

ଅତଏବ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାକେ ଯଦି ସନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟ କରତେ ହୁଯ, ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାର ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ଲାଭ କରତେ ହୁଯ, ତାହଲେ ଏହି ବାଜେ ବିଷୟଗୁଲୋ ପରିତ୍ୟାଗ କରତେ ହୁବେ । ଯାରା ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାର ସନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟିର ଉଦ୍‌ଦେଶ୍ୟ ବାହ୍ୟ କୁଣ୍ଠିତ କରେ ଅନ୍ୟଦେରକେ ସାଲାମାତ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସନ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଏଗିଯେ ଯାଯ, ତାରା ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାର କୃପାଭାଜନ ହୁଯ ।

ଅତଏବ ଏଦିକେଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହମଦୀର ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଏମନିୟ ସ୍ଵାମୀ-ଦ୍ଵାରା ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କେର ବିଷୟଟି ରଯେଛେ । ଘରଗୁଲୋତେ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟ ନିଯେ ଠୋକାରୁକି ଲାଗେ ।

ସେଣ୍ଟଲୋଓ ଦୂର କରାର ଚେଷ୍ଟା କରା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଦ୍ଵାରା ସାଥେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରାର ଆଦେଶ ଯଦି ପୁରୁଷକେ ଦେଇ ହୁଯେ ଥାକେ ସେକ୍ଷେତ୍ରେ ଦ୍ଵାରା ଜନ୍ୟଓ ଏକହି ଆଦେଶ ତଥା ନିଜେଦେର ମାବେ ସ୍ଵଲ୍ଲେତୁଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରେ ଦେଖାଣ୍ଡା କରନ ।

ଏରପର ବାନ୍ଦାର ଅଧିକାରେର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରତେ ଗିଯେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା ବଲେନ, ଏତିମ ଏବଂ ମିସକିନେର ପ୍ରତିତ ଖେଲାଲ ରାଖିବେ । ଏ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ଵାରା ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି କୋନୋ ଏତିମେର ଖୋଜ ଜାନା ନା ଥାକେ ତାହଲେ ଜାମା'ତେ ଇଯାତାମା ଫାନ୍ଦ ଆହେ । ଏଥାନେ ଅଧିକହାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରା ଆବଶ୍ୟକ । ଈଂଦେର ଆନନ୍ଦେର ଏତିମଦେର ଶାମିଲ କରନ । ଏହି ଖାତେ ଚାଁଦା ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ।

**ମହାନବୀ (ସା.)** ଏତିମେର ଲାଲନ-ପାଲନେର ବିଷୟଟି ବର୍ଣନା କରତେ ଗିଯେ ବଲେନ, ଆମ ଏବଂ ଏତିମେର ଲାଲନ-ପାଲନକାରୀ ଜାମାତେ ଏମନଭାବେ ଏକତ୍ରେ ଥାକବ ଯେଭାବେ ହାତେର ଏହି ଦୁଇ ଆଙ୍ଗୁଳ ଏକତ୍ରେ ଥାକେ, ତିନି (ସା.) ହାତେର ଆଙ୍ଗୁଳ ଏକତ୍ରିତ କରେ ଦେଖିଯେଛିଲେନ ।

ଅତଏବ ଏହି ପୁଣ୍ୟେ ଆମାଦେର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରା ଉଚିତ । ଏହାଙ୍କ ଜାମା'ତେ ଆରଓ ସାହାଯ୍ୟ ଫାନ୍ଦ ଆହେ । ମରିଯମ ଶାଦୀ ଫାନ୍ଦ, ଅସୁହୁଦେର ଫାନ୍ଦ, ହାତ୍ରଦେର ଫାନ୍ଦ, ଯାଦେର ସୁଯୋଗ ଆହେ ତାଦେର ଏର ମାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରା ଉଚିତ ।

ଏରପର ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା ମିସକିନେର ଲାଲନ-ପାଲନେର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେଛେ । ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା ବଲେନ, ମୁ'ମିନ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାର ସନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟିର ଜନ୍ୟ ଏତିମ ଏବଂ ମିସକିନଦେର ଖାବାର ଥାଇୟେ ଥାକେ ।

**ମହାନବୀ (ସା.)** ଏତିମେର ଲାଲନ-ପାଲନେର ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେନ । ଆରା ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାର ସନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟିର ଜନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରତେ ଆର ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାର ସନ୍ତ୍ରିଷ୍ଟିର ଲାଭ କରାର ଜନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ । ଏହାଙ୍କ ସେବାର ଏହି କାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁ'ମିନେର ନିଜେର ଓପର ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନେଯା ଉଚିତ । ଆର ଏହି ବିଶେଷଭାବେ ଈଂଦେର ସମୟ ଏ ଦିକେ ଦୃଷ୍ଟି

ରାଖା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର କେବଳ ଈଂଦେର ଦିନେ ଏହି ସାହାଯ୍ୟ କରଲେ ଚଲବେ ନା ବରଂ ଯାଦେର ସାମଥ୍ୟ ଆଛେ, ତାଦେର ସ୍ଥାଯୀଭାବେ ଏ କାଜ କରତେ ଥାକା ଉଚିତ ।

ଏରପର ପ୍ରତିବେଶିର ସାଥେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣେର ବିଷୟଟି ରଯେଛେ । ଯଦି ପ୍ରତିବେଶିର ବିଷୟଟି ଉପଲବ୍ଧ କରେ ମାନୁଷ ତାର ପ୍ରତିବେଶିର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହଲେ ଜଗତ ଥେକେ ନୈରାଜ୍ୟଇ ଶେଷ ହେବେ ଯାଯ । ଏକଜନ ମୁ'ମିନେର ପ୍ରକୃତ ଈଂଦ ତଥନ ଲାଭ ହେବେ ଯଥନ ଜଗତ ଥେକେ ନୈରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହେବେ ଯାବେ ।

ପ୍ରତିବେଶିର ସଂଜ୍ଞା କୀ? ହୟରତ ମସୀହ ମାଓୟୁଦ (ଆ.) ଏକବାର ବଲେନ, ଶତ କ୍ରେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମାଦେର ପ୍ରତିବେଶ । ତୋମାଦେର ବାଡିର ଏକଶତ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋମାଦେର ପ୍ରତିବେଶ । ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ କେଉ ପ୍ରତିବେଶିର ବାଇରେ ନୟ । ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେନ, ତୋମାଦେର ପ୍ରତିବେଶ ଯଦି ତୋମାଦେର ପ୍ରଶଂସା କରେ ତବେଇ ତୋମରା ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିବେଶ ।

ଅତଏବ ଏହି ହଳ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିବେଶିର ମାନ । ଆର ଏହି ମାନେ ଉପନୀତ ହଲେ ସମାଜେ ସମ୍ମତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଯ । ଏର ମାବେ କୋନ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଯେ, ତାରା ଆମାର ସ୍ଵଧର୍ମୀୟ ନାକି ଭିନ୍ନ ଧର୍ମବଳୟ । ବରଂ ଅନେକକେ ଆମ ଦେଖେଛି ବୈଧମୀୟ ଲୋକଦେର ସାଥେ ତାରା ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରେ ଅର୍ଥଚ ଆହମଦୀ ହେଁବେ ଅହମଦୀଦେର ସାଥେ ତାଦେର ସୁସମ୍ପର୍କ ନେଇ । ଏହି ବିଦେଶ ଆମାଦେରକେ ଏହି ଈଂଦେର ସୁଯୋଗେ ଦୂର ହେଁଯା ଉଚିତ ।

ଏରପର ସହପାଠିର ସାଥେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣେର ବିଷୟଟି ରଯେଛେ । ସହକର୍ମୀଦେର ସାଥେ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରାର ବିଷୟଟିଓ ରଯେଛେ । ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯଦି ଏହି ଆଦେଶେର ଓପର ଆମଲ କରେ ତାହଲେ ତାହଲେ ତବଲୀଗେର ନବ ନବ ପଥ ଉମ୍ଭୋଚିତ ହୁବେ । ଆର ଏହି ତବଲୀଗେର ପଥ ସଥିନ ଉମ୍ଭୋଚିତ ହୁବେ ତଥନ ସେଇ ଈଂଦ-ଇ ପ୍ରକୃତ ଈଂଦ ହୁବେ ।

ପଶ୍ଚିମା ଦେଶଗୁଲୋତେ ଇନ୍ଦାନିୟ ଇସଲାମେର ବିରଙ୍ଗନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ବିରେଧିତା ମାଥା ଚାଢ଼ା ଦେଇ । ଏଥାନେ ଆମାଦେର

ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣବଳୀ ଦାରାଇ ଲୋକଦେରକେ  
ଇସଲାମେର ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଖାତେ ହବେ ।

ଏରପର ନିଜ ଅଧିନଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଲଦେର  
ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣେର ବିଷୟ ର଱େଛେ ।  
ନିଜେଦେର ସାଥେଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟଦେର ସାଥେଓ ।  
ଇସଲାମ କୋଥାଓ ଏ କଥା ବଲେ ନା ଯେ,  
ତୋମାଦେର ଆତ୍ମୀୟ ବା ତୋମାଦେର  
ସ୍ଵଧର୍ମୀଦେର ସାଥେ ତୋମରା ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ  
କର ବରଂ ଇସଲାମ ମାନ୍ୟରେ ଅଧିକାରେର କଥା  
ବଲେ । ଆତ୍ମୀୟର ଅଧିକାରେର କଥାଓ ବଲେ  
ଆର ଅନାତ୍ମୀୟର ଅଧିକାରେର ବିଷୟେଓ  
ବଲେ । ପ୍ରତିବେଶିର ଅଧିକାରେର ବିଷୟେଓ  
କଥା ବଲେ, ପାଶେର ପ୍ରତିବେଶି ଏବଂ ଦୂରେର  
ପ୍ରତିବେଶି ସକଳେର ଅଧିକାରେର କଥାଓ ବଲେ ।  
ଏମନକି ତୋମାଦେର ସଫରସଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିବେଶିର  
ଅଧିକାରେର କଥାଓ ଇସଲାମ ବଲେ । ଏରପର  
ବର୍ଷିତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଲଦେର ଅଧିକାରେର କଥାଓ  
ବଲେ । ତୋମାଦେର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତଦେର  
ଅଧିକାରେର ବିଷୟେଓ ବଲେ । ଏମନ କୋନ୍  
ଅଧିକାର ଆଛେ ଯେ ବିଷୟେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ  
କଥା ବଲେ ନା । ଏହି ଅଧିକାରେର ବିଷୟେ  
ଅନ୍ୟ ଆୟାତେଓ ବଲା ହ଱େଛେ । ଏହି  
ଅଧିକାରସମୂହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାର ଜନ୍ୟ ଯେ  
ଚମ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପବିତ୍ର କୁରାନାନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ  
ହ଱େଛେ ତା ହଲ ନ୍ୟାୟବିଚାରେର ଶିକ୍ଷା ଆର  
ଏତ ବିଷ୍ଟାରିତଭାବେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହ଱େଛେ  
ଯା ସତିଇ ଅତୁଳନୀୟ ଏବଂ କହେକ ଜାଯଗାୟ  
ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହ଱େଛେ । ଯେମନ  
ଏକଜାଯଗାୟ ବଲା ହ଱େଛେ, ଏମନ ସତ୍ୟ  
ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାଓ ଯଦିଓ ତା ନିଜେର ବିରଙ୍ଗନେ  
ଅଥବା ନିଜେର ପିତା-ମାତାର ବିରଙ୍ଗନେ ଅଥବା  
ନିକଟାତ୍ମୀୟର ବିରଙ୍ଗନେଇ ଦିତେ ହୋକ ।  
ଯେମନ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା ବଲେଛେନ,

إِنَّمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَّامِينَ بِالْقُسْطُ شُهَدَاءُ اللَّهِ  
وَلَوْ عَلَى أَفْسِسٍ كُمْ أَوْ الْوَالِتَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنِ إِنْ يُكُنْ غَيْبًا  
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِإِيمَانِهِ  
(ସୂରା ନିସା: ୧୩୬)

“ଅନୁବାଦ: ହେ ଯାରା ଇମାନ ଏନେହୁ,  
ତୋମରା ନ୍ୟାୟପରାଯଣତାର ଓପର ଦୃଢ଼  
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଆଲ୍ଲାହର ଜନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ  
ହିସେବେ, ଯଦିଓ ( ତୋମାଦେର ସାକ୍ଷୀ)  
ତୋମାଦେର ନିଜେଦେର ବା ପିତା-ମାତାର ଏବଂ  
ସ୍ଵଜନେର ବିରଙ୍ଗନେଇ ଯାଯ । ( ଯାର ବିରଙ୍ଗନେ

ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଯା ହବେ) ଯଦି ସେ ଧନୀ ହ୍ୟ ଅଥବା  
ଦାରିଦ୍ର ତବେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତାଦେର ଉତ୍ତରେ  
ସର୍ବାଧିକ ଶୁଭାକ୍ଷରୀ ।

ଏ ଏମନ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଯଦ୍ବାରା ସମାଜେ  
ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହ୍ୟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଜନ୍ୟ  
ଦେଯ । ଏଗୁଲୋ ଏମନ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆମରା  
ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାର ସଞ୍ଚାରି ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ପାଲନ  
କରି ତବେ ତା ସମନ୍ତ ପୃଥିବୀକେ ଜାଗାତ  
ବାନିଯେ ଦିବେ । ତଥା ସେଇ ଦ୍ୱାଦୁ ହବେ ପ୍ରକୃତ  
ଦ୍ୱାଦୁ ଯାତେ ଏ ଜଗତେରଇ ଆମାଦେର ଜାଗାତ  
ଲାଭ ହ୍ୟ । ତଥା ଆଲ୍ଲାହ୍ ଏବଂ ତାର ବାନ୍ଦାର  
ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ ଆମରା ପୃଥିବୀକେ  
ଜାଗାତସମ ବାନାତେ ପାରି । ଇସଲାମ  
ଆମାଦେରକେ ପ୍ରକୃତ ଯେ ପୁଣ୍ୟ କରାର ଶିକ୍ଷା  
ଦେଯ ତା ଏହିଏ ତଥା ନିଜେର ଅଧିକାର  
ଆଦାୟେ ପୃଥିବୀତେ ବିଶ୍ଵଜ୍ଞଲା ସୃଷ୍ଟି ନା କରେ  
ଅନ୍ୟେର ଅଧିକାରେର ପ୍ରତି ଯେନ ଦୃଷ୍ଟି ରାଖା  
ହ୍ୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁ'ମିନେର ଏହି ଆଦର୍ଶ ଧାରଣ  
କରା ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁ'ମିନ ଚେଷ୍ଟା କରବେ,  
କାରାଓ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରା ଯେନ ଅସମାପ୍ତ  
ନା ଥାକେ ଏବଂ ଏକେତେ ଆତ୍ମ୍ୟାଚାଇ କରନ୍ତ  
ତଥା ଆମାର କାହେ ଅନ୍ୟେର ଅଧିକାର ନେଇ  
ତୋ? ଅନ୍ୟେର ଅଧିକାର ଅନ୍ୟେର ଅନ୍ୟେର  
କାଉକେ ଝଣ ପରିଶୋଧ କରାଇ ଅଧିକାର  
ପ୍ରଦାନ ନଯ । ବରଂ ନିଜେର ଯତଟା ସାମର୍ଥ୍ୟ  
ଆହେ ତଦ୍ବାରା ଅନ୍ୟେର ସାଥେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର  
କରା । ଅନ୍ୟେର ଦୁଃଖକଟ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତ ।  
ଆର ଏ ବିଷୟଟିଇ ଆମାଦେର ଦ୍ୱାଦୁକେ ପ୍ରକୃତ  
ଦ୍ୱାଦୁ ବାନାବେ । କେବଳ ଏକ ଦିନେର ଦ୍ୱାଦୁ ନଯ  
ବରଂ ଏମନ ଦ୍ୱାଦୁ ଯା ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାର ସଞ୍ଚାରି  
ଲାଭ କରେ ସର୍ବଦାର ଦ୍ୱାଦୁ ହବେ । ଦ୍ୱାଦେର ସମୟ  
ପୃଥିବୀର ସାର୍ବିକ ବିଷୟ ନିଯେ ଆମାଦେର  
ଚିନ୍ତିତ ହେଉୟା ଉଚିତ, ଏର ଜନ୍ୟ ଦୋଯାଓ  
କରା ଦରକାର । ନିଜେରା ଆନନ୍ଦିତ ହେଁ  
ସଞ୍ଚାରି ହେଁ ଯାବେନ ନା କେନନା ବର୍ତମାନେ  
ପୃଥିବୀ ଧର୍ବସେର ଦିକେ ଧାବିତ ହେଁ ।  
ଆମରା ଏ ନିଯେ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ହେଁ  
ଉଚିତିଓ ବଟେ ତଥା ମାନବ ସଭ୍ୟତା ରକ୍ଷା  
କରାର ଦାଯିତ୍ୱ ଓ ଆମାଦେର ଓପର ବର୍ତମାନ  
ପୃଥିବୀତେ ଯେ ନୈରାଜ୍ୟ ଏର କାରଣ  
ନ୍ୟାୟପରାଯଣତାର ମାନଦଣ୍ଡ ସଠିକ ରାଖା ହେଁ  
ନା । ଅନ୍ୟେର ଅଧିକାରେର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଯା  
ହେଁ ନା । ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ୟ କରାର

ବିଷୟେ କଠୋରତା ଥାକତ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ  
ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଅଧିକାର  
ପ୍ରଦାନେର ଚେଷ୍ଟା କରା ହତ, ସଠିକ ଅର୍ଥେ ନ୍ୟାୟ  
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରା ହତ, ଯଦି ସଠିକର୍ତ୍ତାରେ ଅଧିକାର  
ପ୍ରଦାନ କରା ହତ, ତାହଲେ ଆମାଦେରକେ  
ଇରାକେର ଧର୍ବସେଜ ଦେଖାତେ ହତ ନା,  
ସିରିଆର ଧର୍ବସେଜ ଦେଖାତେ ହତ ନା,  
ଲିବିଆର ଧର୍ବସେଜ ଦେଖାତେ ହତ ନା,  
ଇଯେମେନେର ଧର୍ବସେଜ ଦେଖାତେ ହତ ନା ଆର  
ଆଫଗାନିସ୍ତାନେର ଧର୍ବସେଜ ଦେଖାତେ ହତ ନା  
ଆର ଆଜକାଳ ଇଉକ୍ରେନେ ଯେ ଅବସ୍ଥା ତା  
ଦେଖାତେ ହତ ନା । ଅତଏବ ଆମି ଯେତୋବେ  
ବଲେଛି, ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନେର ବିଷୟେ ସଠିକ  
ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରା ଆର ଜଗତକେ ଇସଲାମେର  
ସଠିକ ଶିକ୍ଷା ବଲା ଏବଂ ଦେଖାନୋ ଆର ସ୍ଵୟଂ  
ତଦନୁଯାୟୀ ଆମଲ କରା ତବଳୀଗେର ନ୍ୟାୟ  
ପଥ ଉମ୍ମୋଚିତ କରବେ ଏବଂ ଜଗତକେ ରକ୍ଷା  
କରାର ମାଧ୍ୟମ ହବେ । ଏଦିକେ ଆମାଦେର  
ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗ ଦେଯା ଉଚିତ । ଜଗତ  
ନିଜ ଧର୍ବସେର ଦ୍ୱାରପ୍ରାପ୍ତ, କାରାଓ ଏଦିକେ  
ଭ୍ରକ୍ଷେପ ନେଇ । ତାଦେର ଦୃଷ୍ଟିତେ ଜାଗତିକ  
ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏର ବହିପ୍ରକାଶି ଆର ନିଜେଦେର  
ବଢ଼ତ୍ତ ସାବସ୍ତ୍ୟ କରାଇ ତାଦେର ଜୀବନ ଓ  
ସ୍ଥାଯୀତ୍ବର ଜାମାନତ । କିନ୍ତୁ ତାରା ଜାନେ ନା,  
ଏହି ତାଦେର ସ୍ଥାଯୀତ୍ବ ନଯ ବରଂ ତାଦେର  
ଧର୍ବସେକେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରଛେ । ଏହିଏ ସୁଖକର  
ମନେ ହେଁ ଯେ, ପାରମାନବିକ ବୋମା ବ୍ୟବହାର  
କି ହବେ ନା ଅଥବା ଏର ସଂଭାବନା କମ । ଏକେ  
ଅପରକେ ପାରମାନବିକ ବୋମା ବ୍ୟବହାରେ  
ଭ୍ରମକି ତୋ ଦିଚେ କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟବହାର ହବେ  
କି ହବେ ନା ତା ଆଲ୍ଲାହ୍ ତାଲ ଜାନେ ।  
କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଁ ଯେ, ତାରା  
ଧର୍ବସେର ଦିକେ ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ଧାବମାନ ହେଁ  
ଏବଂ ଏର ଶେଷ ପରିଣତି ଧର୍ବସ ।  
ଏମତବସ୍ଥାଯ ଏକଟି ଜିନିସି ଆହେ ଯା  
ଦୁନିଆକେ ଧର୍ବସ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରତେ ପାରେ  
ଆର ତା ହଲ, ଆମାଦେର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଲ୍ଲାହ୍  
ତା'ଲାର ଅନ୍ତିତ୍ରେ ଧାରଣା ଏବଂ ଏଦିକେ  
ଅଗସର ହେଁ । ଜଗତ ଏ ବିଷୟଟି ଜାନେ  
ନା, ଏ ବିଷୟେ ତାଦେର କୋଣୋ ଜ୍ଞାନ ନେଇ ।  
ଏହି ଏକଥିବା ଆହମଦୀ ମୁସଲମାନଦେର ଦାୟିତ୍ୱ  
ଅର୍ଥାତ୍ ତାଦେରକେ ଏ ପଥେର ଦିଶା ଦିନ ।  
ଆଲ୍ଲାହ୍ ଅଧିକାର ଏବଂ ବାନ୍ଦାର ଅଧିକାରେର  
ବିଷୟଟି ତାଦେରକେ ବଲୁନ ତଥା ଏ ଉତ୍ୟ

ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନଇ ତୋମାଦେର ସ୍ଥାଯିତ୍ବେର ଜାମାନତ, ତୋମାଦେର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରା ନୟ । ଜନସାଧାରଣକେ ଏକଥା ବଲତେ ହବେ ଯେ, ତୋମାଦେର ନେତା ତୋମାଦେରକେ କୋନ୍ ଧଂସେର ଦିକେ ନିଯୋ ଯାଚେ । ଅତେବ ତବଲୀଗେର ପଥ ନୃତ୍ୟବାବେ ଅବସ୍ଥା ବିବେଚନାୟ ଉନ୍ନୟତ କରତେ ହବେ । ନିଜ ନିଜ ଏଲାକାଯା ଲୋକଦେର ସାଥେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାଦେରକେ ପଥ ଦେଖାତେ ହବେ । ସୋଶାଲ ମିଡ଼ିଆତେ ଏଦିକ-ସେଦିକେର କଥା ବଲେ ଆମରା ଯେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଏର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭିତ୍ତିମୂଳକ କଥା ବଲୁନ । ବାଜେ କଥାଯା ସମୟ ବ୍ୟୟ ନା କରେ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାର ଦିକେ ଧାବିତ ହୋଇଥାର ଦିକେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ । ବଲୁନ ଯେ, ଏଟିଇ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ତଥା ଯଦି ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାର ଦିକେ ଧାବିତ ହୋ ତାହଲେ ତୋମରା ସ୍ଥାଯିତ୍ବ ଲାଭ କରବେ । ଯଦି ଆମରା ଏହି ଦାୟିତ୍ବ ପାଲନ କରତେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ଏବଂ ଜଗତକେ ଏ କଥାଗୁଲୋ ବଲି ତାହଲେ ଏକଦିକେ ଆମରା ନିଜ ଘର, ନିଜ ଶହର ଏବଂ ନିଜ ଦେଶେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଚେଷ୍ଟା କରେଛି ବଲେ ସାବ୍ୟତ ହବ ଆର ଜଗତକେଓ ଧଂସ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହବ । ଜଗତକେ ଧଂସ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରାର ଏହି ଏକଟିଇ ପଥ ଆହେ ତଥା ଜଗତକେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ତା'ର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନକାରୀ ବାନାତେ ହବେ । ଆର ଏ ଜନ୍ୟ ନିଜେଦେର ଅବସ୍ଥାଓ ଉନ୍ନତ ମାନେ ଉପଗ୍ରହ କରତେ ହବେ । ତବେଇ ତା ହବେ ପ୍ରକୃତ ଈଦ । ଏହି ଈଦ ଉଦ୍ୟାପନେର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ନିବେଦିତପ୍ରାଣ ଦାସକେ ଯୁଗେର ସଂଶୋଧନକଙ୍ଗେ ପ୍ରେରଣ କରେଛିଲେନ । ତିନି (ଆ.) ଏ ବିଷୟେ ଜଗତକେ ବାର ବାର ସାବଧାନ କରେଛେ ।

ଏଥନ ଆମି ହ୍ୟରତ ମୁସଲେହ୍ ମାଓଉଦ୍ (ରା.)-ଏର ଏକଟି ସଂକଷିଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଉପସ୍ଥାପନ କରତେ ଚାହିଁ ଯା କେଉଁ ଏକଜନ ଆଲ୍-ଫ୍ୟଲକେ ପ୍ରେରଣ କରେଛିଲ ଏବଂ ହ୍ୟରତ ମୁସଲେହ୍ ମାଓଉଦ୍ (ରା.)-ଏର ଈଦେର ଖୁତବାର ଅଂଶବିଶେଷ ଆର ଏହି ମୁଦ୍ରଣ ହେଁ ଗେଛେ । ଆର ଦୈବକ୍ରମେ ଈଦୁଲ ଫିତରେର ଦିନ ଛିଲ ୨ମେ ୧୯୫୭ ସାଲେ । ହ୍ୟରତ ମୁସଲେହ୍ ମାଓଉଦ୍ (ରା.) ସଂକଷିଷ୍ଟ ଖୁତବା ଦିଯେଛିଲେନ ଯାର ସାରସଂକ୍ଷେପ ଆମି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଛି ।

ଏହି ତବଲୀଗ ବିଷୟକ ଖୁତବା ଛିଲ ତଥା ଆମାଦେର ହସଦେ ତବଲୀଗେର ଜନ୍ୟ କେମନ ବ୍ୟାକୁଲତା ଥାକା ପ୍ରୋଜେନ ? ଆମାଦେର କୀଭାବେ ଜଗତକେ ସାବଧାନ କରା ଉଚିତ ? ଆର କୀଭାବେ ଆମରା ସଠିକ ଅର୍ଥେ ଆହମଦୀ ମୁସଲମାନ ହେଁ ପାରିବ ? ତିନି (ରା.) ବଲେନ, ଆମାଦେର ଈଦ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ସେଟିଇ ହେଁ ପାରେ ଯା ହେଁ ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ଈଦ । ଯଦି ଆମରା ଈଦ ଉଦ୍ୟାପନ କରି ଆର ମହାନବୀ (ସା.) ଯଦି ଉଦ୍ୟାପନ ନା କରେନ ତାହଲେ ଆମାଦେର ଈଦକେ ତୋ ଈଦ ବଲା ଯାଯା ନା । ଯଦି ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ଓଫାତରେ ୧୩୦୦ ବଚର ଅତିକ୍ରମ ହେଁଛେ ତବୁଣ୍ଡ ଏକ ମୁଁମିନେର ଈଦେର ମହାନବୀ (ସା.) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନା ହନ ଆର ଯଦି ସେ ଏହି ବାହ୍ୟିକ ଈଦେ ସନ୍ତ୍ଵନ୍ତ ହେଁ ଯାଯା ତାହଲେ ତାର ଈଦ କୋଣୋ କାଜେର ନଯ । ସେମାଇ ଖେଲେ ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ଈଦ ଆସେ ନା ଏବଂ ମିଷ୍ଟି ବା ଖୋରମା ଖେଲେଓ ଆସେ ନା ବରଂ ତାର ଈଦ କୁରାଅନ ଏବଂ ଇସଲାମ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେଇ ଆସେ । ଯଦି କୁରାଅନ ଏବଂ ଇସଲାମ ବିଭାଗର ଲାଭ କରେ ତାହଲେ ଆମାଦେର ଈଦେ ମହାନବୀ (ସା.)-ଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଁ ଯାବେନ । ତିନି (ସା.) ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏହି ଭେବେ ଯେ, ଯେ ମିଶନ ନିଯେ ଆମି ଆଗମନ କରେଛିଲାମ, ଆମାର ଉତ୍ସମ ଏଥନ୍ତ ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରେଖେଛେ । ତାଇ ଚେଷ୍ଟା କରୋ- ଇସଲାମ ଯେନ ପ୍ରସାର ପାଯ । କୁରାଅନ ଯେନ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରେ । ଯେନ ଆମାଦେର ଈଦେ ମୁହାମ୍ମଦ (ସା.) ଶାମିଲ ହନ । ଆମରା ନିଃସନ୍ଦେହେ ତବଲୀଗ କରି କିନ୍ତୁ ତବଲୀଗେର ସଠିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନେର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେରକେ ପୂର୍ବେର ତୁଳନାୟ ଅଧିକ ତବଲୀଗ କରତେ ହବେ । ଆମରା ବଲତେ ପାରିନା, ଯେଭାବେ ତବଲୀଗ କରା ଉଚିତ, ଆମାଦେର ସନ୍ତାନଦେର ମାବୋଓ କି ସେହି ଆବେଗ ଆହେ ଯା ପୂର୍ବବାତୀତେର ମାବୋ ଛିଲ ? ଅଥବା ଆମାଦେର ମାବୋଓ କି ତବଲୀଗେର ସେହି ଆବେଗ ଆହେ ଯା ପୂର୍ବବାତୀତେର ମାବୋ ଛିଲ । ଯତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତବଲୀଗେର ଏହି ଆବେଗ ଆମରା ଆମାଦେର ନିଜେଦେର ମାବୋ ଏବଂ ଆମାଦେର ମାବୋର ମାବୋ କରିବାକୁ ଅଶ୍ଵମ ନା ହବ, ତତକ୍ଷଣ ଆମରା ପ୍ରକୃତ ଈଦ ଯା ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ଈଦ- ତା ଉଦ୍ୟାପନ କରତେ ସନ୍ତମ ହବ ନା ।

ଅତେବ ଏହି ବାଣୀ ଆମାଦେର ସଦା ସମୁଖେ ରାଖା ଆବଶ୍ୟକ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆବେଗ ଆମରା ଆମାଦେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଜନ୍ୟେର ମାବୋଓ ସମ୍ବନ୍ଧରିତ କରବ । ନିଜେଦେର ମାବୋଓ ପରିବର୍ତ୍ତଣ ସୃଷ୍ଟି କରାର ଦିକେଓ ବିଶେଷ ମନୋଯୋଗ ଦିତେ ହବେ । ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲାର ଇବାଦାତେର ଅଧିକାରଓ ପ୍ରଦାନ କରତେ ହବେ ଏବଂ ତାଦେରକେଓ ତଥା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଜନ୍ୟେକେ ବଲତେ ହବେ, ତାରାଓ ଯେନ ଏ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରେ । ତାରା ଯେନ ବାନ୍ଦାର ଅଧିକାରଓ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୟ । ଆର କୁରାଅନ ଓ ଇସଲାମେର ଶିକ୍ଷା ଜଗତେ ବିଭାଗେର ଜନ୍ୟ ତାରା ଯେନ ସଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଏହି ଆବେଗ ଯେନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଂଶଧରଦେର ମାବୋ ସମ୍ବନ୍ଧରକାରୀ ହୟ । ଆର ଆମରା ତତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୟାନ୍ତ ହବ ନା ଯତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମନ୍ତ ଜଗତେ ଇସଲାମ ଏବଂ ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ପତାକା ଉଡ଼ିବେ ନା ଥାକେ । ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା ଆମାଦେରକେ ଏର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିନ, ଆମରା ଯେନ ଏମନ ଈଦେର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ପାରି । ଏମନ ଈଦ ଦେଖିବାର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର ସର୍ବଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରତେ ପାରି ।

ଏଥନ ଦୋଯା ହବେ । ଦୋଯାତେ ଆସିରାନେ ରାହେ ମାଓଲାଦେର ସମ୍ରଣ ରାଖିବେ, ଶହୀଦେର ପରିବାରବରଗକେ ସମ୍ରଣ ରାଖିବେ, ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଦେର ହାଫେଜ ଓ ନାସେର ହୋନ । ଜାମା'ତେର ଜନ୍ୟ ଯାରା ଆର୍ଥିକ କୁରବାନୀ କରିବେ ତାଦେର ଜନ୍ୟ ଦୋଯା କରନ୍ । ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା ତାଦେର ଜାନ-ମାଲେ ଅଶେଷ ବରକତ ଦିନ । ଓୟାକଫେ ଜୀନ୍ଦେଗୀଦେର ଜନ୍ୟ ଦୋଯା କରନ୍ । ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା ତାଦେରକେ ଓୟାକଫେର ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାଖାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିଯେ ଏକ ଆବେଗସହ କାଜ କରାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିନ ଆର ତାଦେର ମାବୋ ଏକଟାଇ ଆବେଗ କାଜ କରଙ୍କ ତଥା ଫିଲ୍ଡେ ଯେସବ ମୋବାଲ୍ଲେଗ କାଜ କରିବେ, ଆମରା ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ପତାକା ଜଗତେ ଉଡ଼ାବୋ ଏବଂ ଜଗତକେ ତୌହିଦେର ପତାକାତଳେ ନିଯେ ଆସବ । ଆଲ୍ଲାହ୍ ତା'ଲା ଆମାଦେର ଏହି ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଯ ଅଶେଷ ବରକତ ଦିନ ଆର ଆମରା ମହାନବୀ (ସା.) ଏବଂ ଇସଲାମେର ବିଜ୍ୟକେ ଜଗତେ ଆଶ୍ରମ ଯେନ ଦେଖିବେ ପାଇ, ଆମୀନ । (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାଂଲାଦେଶ ଏର ତଡ଼ାବଧାନେ ଅନୁଦିତ)

# ସୀରାତୁଳ ମାହ୍ଦୀ (ଆ.)

[ହୟରତ ମସୀହ ମାଓଡ଼ି (ଆ.)-ଏର ଜୀବନଚାରିତ]

ପ୍ରଣେତା: ହୟରତ ମିର୍ୟା ବଶୀର ଆହମଦ ଏମ.ଏ. (ରା.)

► ଭାଷାତର: ମାଓଲାନା ଜୁବାୟେର ଆହମଦ



(୩୬ତମ କିତ୍ତି)

**ତୃଯୀ** ସଂଖ୍ୟା: ଏହି ସ୍ଥାନେ ଏ କଥାଟି ଲେଖାଓ ସମୀଚିନ ହବେ ବଲେ ମନେ କରି ଯେ, ଆମାର ପରଦାଦା ମିର୍ୟା ଗୁଲ ମୁହାମ୍ମଦ ସାହେବ ହେଚକି ଓଠାର ପାଶାପାଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗେ ଆକ୍ରମିତ ହେଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେଛିଲେନ । ଅସୁନ୍ଧତା ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି ପେଲେ ଚିକିତ୍ସକ ପରାମର୍ଶ ଦେଲ, ଏହି ରୋଗେର ଜନ୍ୟ କରେକଦିନ ମଦ ବ୍ୟବହାର କରା ହଲେ ଉପକାର ହବେ । କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସକ ତାଙ୍କେ ଏହି କଥାଟି ବଲାର ସାହସ ପାଚିଲେନ ନା । ପରିଶେଷେ କରେକଜନ କଥାର ଛଲେ ଆମାର ପରଦାଦାର କାହେ ବିଷୟଟି ତୁଲେ ଧରଲେ ତିନି ବଲେନ, ସଦି ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ଆରୋଗ୍ୟ ଦିତେଇ ଚାନ ତବେ ତା'ର ସୃଷ୍ଟ ବହୁ ଔଷଧ ରାଯେଛେ, ଆମି ଏହି ଅପବିତ୍ର ବନ୍ଧୁକେ ସ୍ପର୍ଶ କରତେ ଚାଇ ନା । ଆର ଆମି ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ଇଚ୍ଛାୟ ସମ୍ଭାବନା ଆଛି । ପରିଶେଷେ କିଛିଦିନ ପର ଏହି ରୋଗେଇ ତିନି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେନ । ମୃତ୍ୟୁ ତୋ ଅନିବାର୍ୟ ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ତା'ର ମଦକେ ମୃତ୍ୟୁର ଓପର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଯେ ଖୋଦାଭିତିର ଏହି ପଞ୍ଚ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହେଁ ରହିଲ । ଏଥନ ଏର ସାରବନ୍ଧ ଏହି ଯେ, ଆମାର ପରଦାଦା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରଲେ ତା'ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତାନଦେର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମାର ଦାଦା ଅର୍ଥାତ୍ ମିର୍ୟା ଆତା ମୁହାମ୍ମଦ ତା'ର ହୁଲାଭିଷିକ୍ତ ହନ । ତା'ର ଯୁଗେ ଏଶୀ ପ୍ରତ୍ତିକାଳ ଓ ଗଭୀର ପରିକଲ୍ପନାର ଆଦିଲେ ଶିଖରା ଯୁଦ୍ଧ ଜୟୀ ହଯ । ଆମାର ମରହମ ଦାଦାଜାନ ନିଜ ଜମିଦାରୀ ଅଟିଲ ରାଖିତେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା-ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେନ । କିନ୍ତୁ ଏଶୀ

ଅଭିପ୍ରାୟ ଆମାର ଦାଦାଜାନେର ଅନୁକୂଳେ ନା ଥାକାଯ ତିନି ବ୍ୟର୍ଥ ହନ । କୋଣୋ ଚେଷ୍ଟାଇ ସଫଳ ହାଚିଲ ନା । ଆର ଦିନେର ପର ଦିନ ଶିଖରା ଆମାଦେର ଜମିଦାରୀର ଅଧୀନଷ୍ଠ ଗ୍ରାମଗୁଲୋ କରାଯାତ୍ କରତେ ଲାଗଲ । ଏମନିକି ମରହମ ଦାଦାଜାନେର କାହେ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଏକଟି ଗ୍ରାମ କାଦିଯାନ ଅବଶିଷ୍ଟ ର଱େ ଗେଲ । ସେ-ସମୟ କାଦିଯାନ ଦୂର୍ଗରାପୀ ଏକଟି ଶହର ଛିଲ । ଏର ଚାରଟି ବିଭିନ୍ନ ଛିଲ । ସେଇ ବିଜଗୁଲୋତେ ପ୍ରହରୀରା ଥାକତ ଆର ତାତେ କିଛି କାମାନ୍ ଓ ଛିଲ । ଏର ପ୍ରାଚୀର ୨୨ ଫୁଟେର ମତ ଉଚ୍ଚ ଆର ଏମନ ପ୍ରଶନ୍ତ ଛିଲ ଯେ, ତିନଟି ଗରାର ଗାଡ଼ି ଏକେ ଅନ୍ୟେର ବିପରୀତେ ଖୁବ ସହଜେଇ ସେଖାନ ଦିଯେ ଯେତେ ପାରତ । ଘଟନାଟି ଏଭାବେ ଘଟେଛିଲ ଯେ, ଶିଖଦେର ଏକଟି ଦଲ ଯାଦେରକେ ରାମ ଗାଡ଼ିଯା ବଲା ହତ ତାରା ପ୍ରତାରଣା କରେ ଅନୁମତି ନେଯ ଆର କାଦିଯାନେ ପ୍ରବେଶ କରେଇ ତା ନିଜେଦେର କରାଯାତ୍ତେ ନିଯେ ନେଯ । ତଥନ ଆମାଦେର ପୂର୍ବପୁରୁଷଦେର ଭୟକ୍ରମ ବିପଦ ନେମେ ଆସେ । ଇସରାଇଲୀ ଜାତିର ମତ ତାଦେରକେ ଧରେ ବନ୍ଦୀ କରା ହୁଏ । ଆର ତାଦେର ସମସ୍ତ ଧନ-ସମ୍ପଦ ଲୁଟ କରେ ନିଯେ ଯାଏ । ଅନେକ ମସଜିଦ ଆର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବାଡିଘରଗୁଲୋ ଗୁଡ଼ିଯେ ଦେଯା ହୁଏ । ନିଷ୍ଠରତା ଆର ଉତ୍ସତାରବଶବତୀ ହେଁ ସମସ୍ତ ବାଗାନଗୁଲୋ କେଟେ ଦେଯା ହୁଏ । ଆର କତକ ମସଜିଦକେ ଶିଖଦେର ଧର୍ମଶାଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସ୍ଥାନ ବାନାନେ ହୁଏ, ଯାର ମାଝେ ଏକଟି ମସଜିଦ ଏଥନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖଦେର

ଦଖଲେ ଆହେ । ସେ-ସମୟ ଆମାଦେର ପୂର୍ବପୁରୁଷଦେର ଏକଟି ଗ୍ରହାଗାର ଜ୍ଞାଲିଯେ ଦେଯା ହୁଏ ଯାର ମାଝେ ହଞ୍ଚିଲିଥିତ ପାଁଚଶତ ପବିତ୍ର କୁରାନ ଶରୀଫ ଛିଲ । ପରିଶେଷେ ଶିଖରା ଚିନ୍ତା-ଭାବନା କରେ ଆମାଦେର ପୂର୍ବପୁରୁଷଦେର ସେଖାନ ଥେକେ ବେରିଯେ ଯାଓଯାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଯ । ତାରପର ପୁରୁଷ ମହିଳା ସକଳକେ ଗରୁର ଗାଡ଼ିତେ ବସିଯେ ବେର କରା ହୁଏ । ତାରା ପାଞ୍ଜାବେର ଏକଟି ରାଜ୍ୟ ଗିଯେ ଆଶ୍ରଯ ନେଯ । ଅଛି କିଛିଦିନ ପର ସେଇ ଶତ୍ରୁରାଇ ପରିକଲ୍ପନା କରେ ଆମାର ଦାଦାଜାନକେ ବିଷ ଖାଓଯାଯ । ଅବଶେଷେ ରନଜିତ ସିଂ-ଏର ରାଜତ୍ୟେର ଶେଷେର ଦିକେ ଆମାର ମରହମ ପିତା ମିର୍ୟା ଗୋଲାମ ମୁର୍ତ୍ଜା ସାହେବ କାଦିଯାନେ ଫିରେ ଆସେ । ଆର ମିର୍ୟା ଗୋଲାମ ମୁର୍ତ୍ଜା ସାହେବକେ ତା'ର ପିତାର ଗ୍ରାମଗୁଲୋ ଥେକେ ପାଁଚଟି ଗ୍ରାମ ଫିରିଯେ ଦେଯା ହୁଏ କେନନା ସେ-ସମୟ ରନଜିତ ସିଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିଦାରଦେର କରାଯାତ୍ କରେ ଅନେକ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ବାନିଯେ ନିଯେଛି । ଆର ତାଇ ଆମାଦେର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଲୋ ରନଜିତ ସିଂ-ଏର ଦଖଲେ ଚଲେ ଏସେଛି । ସେ-ସମୟ ଲାହୋର ଥେକେ ପେଶ ଓୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ଅପର ଦିକେ ଲୁଧିଆନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରାଜତ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯେ ପଡ଼େଛି । ଯାହୋକ, ଆମାଦେର ପୂର୍ବେର ରାଜତ୍ୟେର ମାଝେ ଥେକେ ପରିଶେଷେ ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ପାଁଚଟି ଗ୍ରାମ ଆମାଦେର କରାଯାତ୍ ଆସେ । ... (ଚଲବେ)

# ତାରୀଖେ ଆହମଦୀଯାତେ ଲୁଧିଆନାୟ ହ୍ୟରତ ମସୀହ୍ ମାଓଉଦ (ଆ.)-ଏର ହାତେ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟାପାତ ଗ୍ରହଣ

**ସେ**ଇ ସମୟ ମୋଖାଲେଫାତେର କେନ୍ଦ୍ର  
ହୟେ ଗିଯେଛିଲ ଲୁଧିଆନା । କିନ୍ତୁ

ସେଇ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶେ ଓ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର  
ଫେରେଶତାର ସୌଭାଗ୍ୟବାନ ଆତ୍ମାଦେରକେ  
ଟେନେ ଟେନେ ଖୋଦା ତା'ଲାର ପ୍ରତ୍ୟାଦିଷ୍ଟେର  
ଜାମା'ତେ ନିଯେ ଆସଛିଲ । ଲାହୋର ଥେକେ  
ଏକଜନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୌଲଭୀ ରହିଯ ଉଲ୍ଲାହ ସାହେବ  
ଆସଲେନ ଆର ଆସା ମାତ୍ରାଇ ହ୍ୟର (ଆ.)-ଏର  
ନିକଟେ ବୟାପାତ କରେନ । ତାର ପୂର୍ବେ ମୌଲଭୀ  
ଗୋଲାମ ନବୀ ସାହେବ ଖୋଶାବ-ଏର ଅଧିବାସୀ  
ଲୁଧିଆନାୟ ଆସେ ଏବଂ ଆସାର ସାଥେ ସାଥେ  
ହ୍ୟରତ ଆକଦାସ (ଆ.)-ଏର ବିରୋଧିତାଯ  
ବକ୍ତ୍ଵା ଆରା କରେ । ଶହରେ ତାର ବକ୍ତ୍ଵାତାର  
ଧୂମ ପଡ଼େ ଯାଯ ଆର ସର୍ବତ୍ର ତାର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ  
ପ୍ରସିଦ୍ଧିର ଚର୍ଚା ହତେ ଥାକେ । ଏକଦିନ  
ଘଟନାକ୍ରମେ ମୌଲଭୀ ସାହେବେର ଓୟାଜ ସେଇ  
ମହିନାତେଇ ହୋଇଥାଏ ଛିଲ ଯେଥାନେ ହ୍ୟର (ଆ.)  
ଏସେଛିଲେନ । ଓୟାଜ ଏତ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ  
ଛିଲ ଯେ, ପ୍ରଶଂସା ଧନି ଉଚ୍ଚକିତ ହତେ  
ଥାକେ । ଆର ଚତୁର୍ଦିକ ଥେକେ ମାରହାବାର ଉଚ୍ଚ  
ରବ ଓଠେ । ସେଇ ଓୟାଜେ ଲୁଧିଆନାର ସକଳ  
ମୌଲଭୀ ଉପଗ୍ରହିତ ଛିଲ ଆର ତାର ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗୀନ  
ବର୍ଣନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନେର ବାରବାର ପ୍ରଶଂସା  
କରଛିଲ । ହ୍ୟରତ ଆକଦାସ (ଆ.) ଭିତରେ  
ଛିଲେନ ଆର 'ଇଜାଲାହେ ଆଓହାମ'-ଏର  
ଖସଡ଼ା ତୈରି କରଛିଲେ । ମୌଲଭୀ ସାହେବ  
ଓୟାଜ କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧିତାର ଅବହ୍ଵା ସୃଷ୍ଟି  
କରେ ବେର ହୟ ଆର ତାର ସାଥେ ଏକଟି ବଡ଼  
ଦଲ ଓ ଆଲେମରାଓ ଛିଲ । ଅପର ଦିକେ  
ହ୍ୟରତ ଆକଦାସ (ଆ.) ଏକ ଘର ଥେକେ ଅନ୍ୟ  
ଘରେ ଯାଓଯାଇ ଜନ୍ୟ ବେର ହନ ତଥନ ମୌଲଭୀ  
ସାହେବେର ସାଥେ ସାମନାସାମନି ସାକ୍ଷାତ ହୟେ  
ଯାଯ । ଆର ହ୍ୟରତ ଆକଦାସ (ଆ.) ସ୍ୱର୍ଗ  
ଆସିଲାମୁ ଆଲାଇକ୍ରମ ବଲେ ହାତ ମିଳାନୋର  
ଜନ୍ୟ ହାତ ବାଢ଼ିଯେ ଦେନ ଯାର ଫଳେ ମୌଲଭୀ

ସାହେବ ଉତ୍ତରେ ଓୟାଲାଇକ୍ରମସାଲାମ ବଲେ  
ହାତ ମିଳାଯ ।

ମୁସାଫା କରାର ସାଥେ ସାଥେ ମୌଲଭୀ  
ସାହେବ ସ୍ୱର୍ଗ ନିଜେଇ ହ୍ୟରତ ଆକଦାସ  
(ଆ.)-ଏର ହାତେ ହାତ ରେଖେ ତାର ସାଥେ  
ସୋଜା ପୁରୁଷଦେର ଅଂଶେ ଚଲେ ଆସେ ଏବଂ  
ହ୍ୟରତେ ସାମନେ ହାଁଟୁ ଗେଂଡେ ବସେ ଯାଯ ।  
ବାଇରେ ମାନୁଷଜନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୟେ ଦାଁଡିଯେ  
ଛିଲ । ସେଖାନକାର ଆଲେମରା ଜନଗଣକେ  
ଯାରା ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର କଥାବାର୍ତ୍ତ ବଲାଇଲ  
ଆଶ୍ଵସ୍ତ କରେ ଯେ, ମୌଲଭୀ ସାହେବ ମିର୍ୟା  
ସାହେବେର ଖବର କରତେ ଗିଯେଛେ ତିନି  
ସେଖାନେ ତାକେ ପରାଷ୍ଟ କରେ ଆସିବେ । କିନ୍ତୁ  
ଐଶୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିଛୁଟା ଭିନ୍ନ ନିର୍ଧାରିତ ଛିଲ ।  
ମୌଲଭୀ ଗୋଲାମ ନବୀ ସାହେବ ସଥିନ ଭିତରେ  
ପ୍ରବେଶ କରେନ ତଥନ ମୌଲଭୀ ସାହେବ  
ଜିଜ୍ଞେସ କରେନ । ହ୍ୟର (ଆ.) ଆପନି ଓଫାତେ  
ମସୀହର ବିଷୟଟି କୋଥା ଥେକେ ନିଯାଇଛେ?

ହ୍ୟରତ ଆକଦାସ: କୁରାନ ଶରୀଫ,  
ହାଦୀସ ଶରୀଫ ଏବଂ ଖୋଦାପ୍ରେମୀ  
ଆଲେମଦେର ଉଦ୍‌ଧୂତି ଥେକେ ।

ମୌଲଭୀ ସାହେବ: କୋନୋ ଆୟାତ  
କୁରାନ ଶରୀଫେ ଓଫାତେ ମସୀହ୍ ସମ୍ପର୍କେ  
ଥାକଲେ ବଲେ ଦିନ ।

ହ୍ୟରତ ଆକଦାସ କୁରାନ ଶରୀଫେର  
ଦୁଟି ଥାନେ କାଗଜେର ନିଶାନା ରେଖେ ମୌଲଭୀ  
ସାହେବେର ହାତେ ଦେନ । ଏକଟି ଛିଲ ସୂରା  
ଆଲେ ଇମରାନେର ଛଯ ନମର ରଙ୍କୁ ଆର  
ଅପରାଟି ସୂରା ମାରୋଦାର ଶେଷ ରଙ୍କୁ ।  
ପ୍ରଥମଟିର ଆୟାତ ଇଯା ଟ୍ସା ଇନ୍ନି  
ମୁତାଓୟାଫଫିକା ଆର ଅପରାଟିତେ ଫାଲାମ୍ବା  
ତାଓୟାଫଫାଇତାନୀ ଛିଲ । ମୌଲଭୀ ସାହେବ  
ଆୟାତ ଦୁଟି ଦେଖେ ହତଭମ୍ବ ହୟେ ଯାଯ ଆର  
ବଲତେ ଥାକେ, 'ଇଉ ଓୟାଫଫି ଉଜ୍ଜରାଭମ'-୭

କୁରାନ ଶରୀଫେର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ, ତୋ ଏର  
ଅର୍ଥ କୀ ହବେ??

ହ୍ୟରତ ଆକଦାସ ବଲେନ: ଏଟି ଅନ୍ୟ  
ବାବେର ଅନ୍ତର୍ଭୂତ ଆର ସେଟି ଅନ୍ୟ ବାବେର ।  
ମୌଲଭୀ ସାହେବ କଯେକ ମିନିଟେର ଜନ୍ୟ  
ହତଭମ୍ବ ହୟେ ଯାଯ ଆର ଅନେକ ଚିନ୍ତା-ଭାବନାର  
ପର ବଲେ, ମାଫ କରବେନ! ଆମାର ଭୁଲ ଛିଲ,  
ଆପନି ଯା କିଛି ବଲେଛେ ସଠିକ କୁରାନ  
ମଜୀଦ ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ରଯେଛେ ।

ହ୍ୟରତ ଆକଦାସ (ଆ.) ବଲଲେନ, ସଥିନ  
କୁରାନ ଶରୀଫ ଆମାର ସାଥେ ତାହଲେ  
ଆପନି କାର ସାଥେ?

ମୌଲଭୀ ସାହେବ ଏଟି ଶୁଣେ କେଂଦ୍ରେ  
ଫେଲେନ ଏମନିକି ତାର ଦମ ବନ୍ଧ ହୁଏଇର  
ଉପକ୍ରମ ହୟ । ଏରପର ନିବେଦନ କରେନ, ଏହି  
ଗୁରାହଗାର ବାନ୍ଦା ହ୍ୟରେର ସାଥେ ଆଛେ ।  
ଏରପର ମୌଲଭୀ ସାହେବ ପୁନରାୟ କାଦତେ  
ଶୁରୁ କରେନ ଆର ଆମନେ ଆଦବେର ସାଥେ  
ବସେ ଥାକେନ ।

ଭିତରେ ତୋ ମୌଲଭୀ ସାହେବେର  
ବିଶ୍ୱାସେର ମାରେ ଏହି ବିପ୍ଳବ ସାଧିତ ହୟ  
ଅପରଦିକେ ବାଇରେ କଯେକ ହାଜାର ମାନୁଶ  
ଦାଁଡିଯେ ଏହି ଅପେକ୍ଷାଯ ଆନନ୍ଦିତ ହୟେ ତାଲି  
ବାଜାଇଛିଲ ଯେ, ଆଜ ମିର୍ୟା ଅପଦସ୍ତ ହବେ,  
ଆଜ ମିର୍ୟା ସାହେବକେ ତେବେ କରତେ ହବେ ।  
ଯାହୋକ ସଥିନ ଅନେକ ଦେଇ ହୟେ ଯାଯ ତଥନ  
ଲୋକଜନ ଡେକେ ଡେକେ ବଲତେ ଥାକେ; ଜନାବ  
ମୌଲଭୀ ସାହେବ ବାଇରେ ଆସୁନ । ମୌଲଭୀ  
ସାହେବ ଏକଥା ବଲେ ପାଠାନ ଯେ, ତୋମରା  
ଚଲେ ଯାଓ ଆମ ସତ୍ୟକେ ଦେଖେଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ  
ପେଇୟ ଗେଛ, ଏଥିନ ଆମାର ତୋମାଦେର ସାଥେ  
କୋନୋ କାଜ ନେଇ । ସଦି ତୋମରା ନିଜେଦେର  
ଈମାନେର ସୁରକ୍ଷା କରତେ ଚାଓ ତାହଲେ ଚଲେ  
ଆସୋ ଏହି ଇମାମକେ ମେନେ ନାଓ । ଆମି ଏହି

সত্য ইমামের সাথে কীভাবে সম্পর্ক ছিল  
করতে পারি যিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট  
এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিশ্রূত এবং  
যাকে স্বয়ং হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) সালাম  
দিয়েছেন? উক্ত হাদীসের শব্দাবলী পাঠ  
করেন এরপর হ্যরত আকদাস-এর দিকে  
মনোনিবেশ করেন। পুনরায় তার (আ.)  
সামনে এই হাদীসটি দ্বিতীয়বার অত্যন্ত  
দৃঢ়তার সাথে পাঠ করেন এবং নিবেদন  
করেন আমি এখন মহানবী (সা.)-এর  
নির্দেশ অনুযায়ী আপনাকে সালাম দিচ্ছি।  
হ্যরত আকদাস (আ.) সেই সময় এমন  
এক অদ্ভুত ধরন ও অদ্ভুত আওয়াজে  
ওয়ালাইকুমুসসালাম বলেন যে, মৌলভী  
সাহেবে জবাইকৃত মোরগের ন্যায় ছটফট  
করতে থাকেন।

**সেই সময় হ্যরত আকদাস**  
(আ.)-এর চেহারায় এক অদ্ভুত অবস্থা  
বিরজমান ছিল এবং উপস্থিত শোতাদের  
মধ্যেও এক অদ্ভুত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।  
বাইরের লোকজনের নিকটে যখন মৌলভী  
সাহেবের এই সংবাদ পৌঁছায় যে, আমি  
সত্যকে পেয়ে গিয়েছি তখন সবার মুখে  
কাফের কাফের চিত্কার শুরু হয় আর  
গালির বর্ষণ হতে থাকে এরপর সবাই  
চলে যায়।

পরবর্তীতে আলেমদের পক্ষ থেকে  
মৌলভী গোলাম নবী সাহেবের নিকটে  
মুবাহেসার পয়গাম আসতে থাকে,  
মৌলভী সাহেবে তা গ্রহণ করেন, কিন্তু  
মুবাহেসার জন্য কেউ আসে নাই। মৌলভী  
গোলাম নবী সাহেবে মুবাহেসার জন্য  
ইশতেহারও প্রকাশ করেন যে, আমি  
প্রস্তুত আছি, যার জ্ঞানের দাবী রয়েছে সে  
আমার সাথে বাহাস করুন।

এরপর মৌলভী গোলাম নবী সাহেব  
এই ইশতেহার দেন, যে-ব্যক্তি হ্যরত ঈসা  
(আ.)-এর (দৈহিক) জীবিত থাকার প্রমাণ  
কুরআন শরীফের স্পষ্ট আয়াত এবং সহীহ  
হাদীস উপস্থাপন করবে তাকে প্রত্যেক  
আয়াত এবং প্রত্যেক হাদীসের জন্য দশ  
হাজার রূপি পুরস্কার দিব। আর রূপি

প্রথমেই ব্যাংকে জমা করে দেওয়া হবে।  
এই ইশতেহার দেখেও কারও ময়দানে  
আসার সাহস হয় নি। তখন গোলাম নবী  
সাহেব (রা.) কেবলমাত্র হ্যরত আকদাস  
(আ.)-এর জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে যান।  
তার অবস্থা এমন হয় যে, যখনই কোনো  
মৌলভী অথবা কোনো ব্যক্তি আসতো তার  
সাথে কথা বলার জন্য এবং মুবাহেসা  
করার জন্য উদযীব হয়ে যেতেন এবং  
হ্যরত আকদাস (আ.)-এর (পবিত্র)  
চেহারা দেখতে থাকতেন আর খুশিতে  
উদ্বেলিত হতেন।

মৌলভী সাহেব কোথাও চাকুরি  
করতেন, সেখান থেকে চিঠি আসে যে,  
দ্রুত চলে আসুন নতুবা চাকুরি চলে যাবে  
এবং নাম কেটে যাবে। মৌলভী সাহেবে  
চাকুরির কোনো পরোয়া করেন নি এবং  
বলেন, আমি ধর্মকে দুনিয়ার ওপর  
প্রাধান্য দেওয়ার শর্তে বয়আত গ্রহণ  
করেছি। আমার চাকুরির কোনো পরোয়া  
নেই। একদিন এটির উল্লেখ হলে হ্যরত  
আকদাস (আ.) বলেন যে, নিজে থেকে  
চাকুরি ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, এর  
মাঝে আল্লাহ্ তা'লার অকৃতজ্ঞতা রয়েছে।  
অবশ্য স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা যদি নিজের

কোনো বিশেষ প্রয়োজনে পৃথক করে দেন  
তাহলে ভিন্ন বিষয়। চাকুরিতে চলে যাওয়া  
উচিত এরপর বিদায় নিয়ে আসবেন।  
হ্যরত আকদাস (আ.)-এর এই নির্দেশে  
মৌলভী সাহেব বাধ্য হয়ে চাকুরিতে  
যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান আর  
দ্বিতীয়বার বয়আতের পুনরাবৃত্তি করেন।  
যখন তিনি বিদায় নিয়ে যাওয়া শুরু করেন  
তখন হ্যরত আকদাস (আ.) বলেন যে,  
মৌলভী সাহেবের হৃদয় যেতে চাচ্ছে না।  
দেখ! ধর্মকে পার্থিব জীবনের ওপরে  
প্রাধান্য দেওয়ার এটিই অর্থ। মৌলভী  
সাহেব যাত্রা আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ  
পর দেখা গেল তিনি হাসতে হাসতে আর  
খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে বগলে গাড়ি নিয়ে  
ফিরে আসছেন। সবাই আশ্চর্যাপ্তি হন,  
হ্যরত আকদাস (আ.) ও মনু হাসেন।  
মৌলভী সাহেবে বলেন, আমি যেতে যেতে  
ট্রেন চলে গেছে। অনেকে বলেছেনও  
কিছুক্ষণ স্টেশনে অবস্থান করুন এরপর  
চলে যাবেন। আমি বললাম যতক্ষণ  
স্টেশনে অবস্থান করবো ততক্ষণ যদি  
ভ্যূর (আ.)-এর সাহচর্যে থাকি সেটিই  
উত্তম, স্টেশনে থেকে কী লাভ? (তারীকে  
আহমদীয়াত, প্রতম খণ্ড, পৃ. ৩০৩-৩০৫)

## বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাঞ্চিক আহমদী পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ  
করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক-চাঁদা বাকি  
পড়েছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক-চাঁদা  
(প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাঞ্চিক  
আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ  
বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

**জলসায় আসুন! পাঞ্চিক আহমদীর চাঁদা দেখুন এবং চাঁদা পরিশোধ  
করুন।**

**মোবাইল নং- ০১৭৩৬-১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক-চাঁদা  
০১৯১২৭২৮৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন। ওয়াসসালাম।**

খাকসার  
সেক্রেটারী ইশায়াত  
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ନାହମାଦୁହୁ ଓସା ନୁସାଲ୍ଲି ଆଲା ରାସୁଲିହିଲ କାରିମ ଓସା ଆଲା ଆବଦିହିଲ ମସୀହିଲ ମାଓଡ଼ୁଦ  
ଖୋଦାକେ ଫୟଲ ଆଓର ରେହେମ କେ ସାଥ ହୃଯାନ୍ ନାସେର

## ମୌଲିକ ମାସଳା-ମାସାଯେଲ ଓ ଏର ଉତ୍ତର

ଶୈୟଦନା ହସରତ ଆମୀରଙ୍ଗ ମୁ'ମିନୀନ ଖଲීଫାତୁଲ ମସୀହ ଆଲ୍ ଖାମେସ (ଆଇ.) ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ତାଁର ଚିଠିପତ୍ର ଏବଂ  
ଏମଟିଏ'ର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନେ (ଇସଲାମେର) ମୌଲିକ ବିଷୟାଦି ସମ୍ପର୍କେ ଯେବେ ପବିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦାନ କରେଛେ ତାର  
ମଧ୍ୟ ହତେ କିଛୁ ବିଷୟ ସର୍ବସାଧାରଣେ କଲ୍ୟାଣରେ ଆଲ୍ ଫୟଲ ଇନ୍ଟାରନ୍ୟାଶନାଲେ ପ୍ରକାଶ କରା ହଛେ ।

(ସଂକଳକ: ଜହିର ଆହମଦ ଖାନ, ଲଭନସ୍ତ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫିସେର ରେକର୍ଡ ବିଭାଗ)

ପ୍ରଶ୍ନ: ହୃଯର ଆନୋଯାର (ଆଇ.)-ଏର  
ମୌଲିକ ଏକ ବନ୍ଧୁ ଲିଖେନ ଯେ, ଆମି ଏଟି  
ଜେନେ ପ୍ରଚାର ଧାର୍କା ଖେଯେଛି ବା ଆଘାତ  
ପେଯେଛି ଯେ, ଇସଲାମ ଶକ୍ତିପକ୍ଷର ନାରୀଦେର  
ସାଥେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନେର ଏବଂ  
ତାଦେରକେ ବିକ୍ରି କରେ ଦେଓୟାର ଅନୁମତି  
ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏ ବିଷୟଟି ଆମାର ଜନ୍ୟ ଚରମ  
ମନ୍ୟକଟେର କାରଣ ଛିଲ । ଏରପର ହସରତ  
ମସୀହ ମାଓଡ଼ୁଦ (ଆ.)-ଏର ହାତେ ବୟାତାତ  
କରାର ପର ଆମାର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଛିଲ ଯେ,  
ଆପଣି ଏ ବିଷୟଟି ଖଣ୍ଡନ କରବେନ ଆର  
ଇସଲାମକେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିଭନ୍ଦିର ହାତ ଥେକେ ମୁକ୍ତ  
ଆଖ୍ୟାୟିତ କରବେନ, କିନ୍ତୁ ଆମି ଏମନଟି  
ଦେଖିତେ ପାଇଁ ନି । ହୃଯର ଆନୋଯାର (ଆଇ.)  
ତାଁର ତ୍ରୀର ମାର୍ଚ, ୨୦୧୮ ତାରିଖେର ପତ୍ରେ ଏହି  
ପ୍ରଶ୍ନେର ଗଭିର ଅନ୍ତଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ  
କରେନ । ହୃଯର ଆନୋଯାର (ଆଇ.) ବଲେନ,  
ହୃଯର ଆନୋଯାର (ଆଇ.)

ଉତ୍ତର: ଆସଲ କଥା ହଲ, ଏ ବିଷୟଟି  
ଭାଲଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନା କରାର କାରଣେ ଅନେକ  
ଧରନେର ଭୁଲ ବୋବାବୁବିର ସୃଷ୍ଟି ହ୍ୟା ଆର  
ହସରତ ଆକଦାସ ମସୀହ ମାଓଡ଼ୁଦ (ଆ.) ତାଁର  
ରଚନାସମଗ୍ରେ ଏସବ ଭୁଲ ବୋବାବୁବିର ନିରସନ  
କରେଛେ ଆର ତାଁର ଖଲීଫାଗଣେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ  
ସୁଯୋଗ ମତୋ ଏସବ ଆପନିର ଖଣ୍ଡନ  
କରେଛେ ଏବଂ ସତିକାର (ଇସଲାମୀ) ଶିକ୍ଷା  
ବର୍ଣନା କରତେ ଥିଲେଛେ ।

ପ୍ରଥମ କଥା ହଲ, ଇସଲାମ ଶକ୍ତିଦେର  
ମହିଳାଦେର ସାଥେ କଥନୋଇ ଏହି ଅନୁମତି  
ଦେଇ ନା ଯେ, ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଯେହେତୁ ତାରା ଯୁଦ୍ଧ  
କରେଛେ ତାଇ, ଶକ୍ତ ଯେ-ଇ ହୋଇ ତାଦେର



ମହିଳାଦେର ଧରେ ନିଯେ ଆସୋ ଆର  
ନିଜେଦେର ଦାସୀ ବାନିଯେ ରାଖୋ ।

ଇସଲାମେର ଶିକ୍ଷା ହଲ, ଯତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  
ରକ୍ଷକ୍ଷୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ନା ହବେ ତତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  
କାଉକେ (ଯୁଦ୍ଧ) ବନ୍ଦୀ କରା ଯାବେ ନା ।  
ପବିତ୍ର କୁରାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା ବଲେନ,

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى  
يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الْأُنْيَا  
وَاللَّهُ يُرِيدُ لِلْأُخْرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑩

ଅର୍ଥାତ୍, ପୃଥିବୀତେ ରକ୍ଷକ୍ଷୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି  
କାଉକେ ବନ୍ଦୀ ବାନାନୋ କୋନୋ ନବୀର ଜନ୍ୟ  
ଶୋଭନୀୟ ନଯ । ତୋମରା ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପଦ  
କାମନା କରଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲ୍ଲାହ (ତୋମାଦେର  
ଜନ୍ୟ) ଚାଚେନ ପରକାଳ । ଆର ଆଲ୍ଲାହ  
ମହାପରାକ୍ରମଶାଲୀ (ଏବଂ) ପରମ ପ୍ରଭତମ୍ୟ ।  
(ସୂରା ଆଲ୍ ଆନଫଳ: ୬୮)

ଅତେବ ଯେଥାନେ ରକ୍ଷକ୍ଷୟୀ ଯୁଦ୍ଧର ଶର୍ତ୍ତ  
ଆରୋପ କରା ହେଯେଛେ ସେଥାନେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ  
କେବଳମାତ୍ର ସେବ ମହିଳାଇ ବନ୍ଦୀ ହିସେବେ  
ଆଟକ ହତେ ଯାରା ଯୁଦ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଥାନେ  
ଉପାସିତ ହତେ । ତାଇ ତାରା ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର  
(ଶକ୍ତିପକ୍ଷର) ମହିଳାଇ ହତେ ନା ବରଂ  
ଶକ୍ତଯୋଦ୍ଧା ହିସେବେ ତାରା ସେଥାନେ ଆସତୋ ।

ଏହାଡ଼ା ତଥନକାର ଯୁଦ୍ଧର ଆଇନ-କାନୁନ  
ଏବଂ ସେ ଯୁଗେର ରୀତି-ପ୍ରଥାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ  
କରଲେ ଜାନା ଯାଯ ଯେ, ସେ ଯୁଗେ ସଖନ ଯୁଦ୍ଧ  
ହତେ ତଥନ ଉତ୍ୟ ପକ୍ଷ ପରମ୍ପରେର  
ଲୋକଦେର ତାରା ପୁରୁଷ, ଶିଶୁ ବା ନାରୀଇ  
ହୋଇ ନା କେନ ତାଦେରକେ ବନ୍ଦୀ ହିସେବେ  
ଦାସ ଅଥବା ଦାସୀ ବାନିଯେ ନିତୋ । ତାଇ  
{ଅର୍ଥାତ୍,  
ଏବଂ (ସମ୍ରାଟ ରେଖୋ ଯେ,) ମନ୍ଦେର ପ୍ରତିଫଳ  
ତାର ଅନୁରପ ମନ୍ଦ- ଅନୁବାଦକ (ସୂରା ଆଶ୍-  
ଶୂରା: ୪୧)} ଆୟାତେର ଅଧୀନେ ତାଦେର

ନିଜେଦେର ତଥା ଉତ୍ତଯ ପକ୍ଷେର ସମ୍ମତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନେର ଆଲୋକେ ମୁସଲମାନଦେର ଏମନଟି କରା କୋନୋରପ ଆପନ୍ତିକର କାଜ ଆଖ୍ୟାୟିତ ହ୍ୟ ନା । ବିଶେଷଭାବେ ଏଟିକେ ସେଇ ଯୁଗ, ସମାଜ ଏବଂ ଆପଳିକ ବିଧାନେର ଆଲୋକେ ଦେଖା ହେଲେ । ସେ ଯୁଗେ ଉତ୍ତ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାଦଲ ସେଇ ସମୟକାର ପ୍ରଚଲିତ ଆଇନ ଓ ରୀତି-ନୀତିର ଆଲୋକେଇ ଯୁଦ୍ଧ-ବିଗ୍ରହ କରତେ । ଆର ଯୁଦ୍ଧେର ସକଳ ରୀତି-ନୀତି ଉତ୍ତ୍ୟ ଦଲେର ଜନ୍ୟଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରାପେ ପ୍ରଯୋଜା ହେତୋ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେର ଏ ବିଷୟେ କୋନୋ ଆପନ୍ତି ଥାକତୋ ନା । ସଦି ମୁସଲମାନରା ସେବ ସୀକ୍ରିଟ ରୀତି-ନୀତି ଉପେକ୍ଷା କରେ ଏମନଟି କରତେ ତବେଇ ଏହି ବିଷୟଟି ଆପନ୍ତିକର ହେତୋ ।

ଏତଦସତ୍ତ୍ୱେ ପବିତ୍ର କୁରାଅନ ଏକଟି ନୀତିଗତ ଶିକ୍ଷାର ସାଥେୠ ସେବ ଯୁଦ୍ଧେର ରୀତି-ନୀତିକେ ବେଧେ ଦିଯେଛେ । (ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା) ବଲେଛେ,

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم  
ଅର୍ଥାତ୍, କେଉ ସଦି ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରେ ତାହଲେ ସେ ତୋମାଦେର ପ୍ରତି ଯେ ପରିମାଣ ଅନ୍ୟାୟ କରତେ ତୋମରାଓ ତାକେ ସେଇ ପରିମାଣ ଅନ୍ୟାୟେର ଶାସ୍ତି ଦିବେ (ସୂରା ଆଲ୍ ବାକାରା: ୧୯୫) । ଏରପର ବଲେଛେ,

فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
ଅର୍ଥାତ୍, ଏରପରଓ ଯେ ସୀମାଲଜ୍ଞନ କରବେ ସେ ସମ୍ଭାନ୍ଦୟକ ଶାସ୍ତି ପାବେ (ସୂରା ଆଲ୍ ମାୟେଦା: ୯୫) ।

ଏଟି ସେଇ ନୀତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଯା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ଶିକ୍ଷାର ଓପରା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରାଖେ । ବାଇବେଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମେର ପବିତ୍ର ଗ୍ରହେ ବିଦ୍ୟମାନ ଯୁଦ୍ଧେର ଶିକ୍ଷାମାଳା ଅଧ୍ୟୟନ କରଲେ ତାତେ ଶକ୍ତିଦେର ଚରମଭାବେ ଧଂସ କରାର ଶିକ୍ଷା ଦେଖତେ ପାଓଯା ଯାଯା । ପୁରଷ ଓ ମହିଳା ତୋ ଦୂରେର କଥା ତାଦେର ଶିଶୁ-କିଶୋର, ଜୀବଜ୍ଞତ୍ଵ ଏବଂ ବାଢ଼ିଘରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଟରାଜ ଚାଲାନୋ, ଜ୍ଞାଲିଯେ-ପୁଡ଼ିଯେ ଛାଡ଼ିଥାର କରେ ଦେଓଯାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ତାତେ ପାଓଯା ଯାଯା । କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର କୁରାଅନ ଏମନ ପରିସ୍ଥିତିତେ ସଥିନ ଉତ୍ତ୍ୟ ପକ୍ଷେରଇ ନିଜେଦେର ଆବେଗେର ଓପର କୋନୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଥାକେ ନା ଏବଂ ଉତ୍ତ୍ୟ ପରମ୍ପରକେ ହତ୍ୟାର ଜନ୍ୟ ଲାଲାଯିତ ଥାକେ ଆର ଆବେଗେର ବଶେ ଏତୋଟାଇ ଉତ୍ତ୍ୟେଜିତ ଥାକେ ଯେ, ହତ୍ୟା କରାର ପରା ଆବେଗ ପ୍ରଶମିତ ହ୍ୟ ନା, ଏମନକି ଶକ୍ତିଦେର ମରଦେହେର ଅବମାନନା କରେ କ୍ରୋଧ ଦମନ କରା ହ୍ୟ, (ଏମନ ପରିସ୍ଥିତିତେ) ଏମନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେନ ପାଗଳା ଘୋଡ଼ାର ମୁଖେ ଲାଗାମ ଲାଗିଯେ ଦେଯ ଏବଂ ସାହାବୀଗଣ (ରା.) ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ଏମନ ସୁନ୍ଦର ଆମଲ କରେ ଦେଖିଯେଛେ ଯେ, ଇତିହାସ ଏମନ ଶତ ଶତ ଈର୍ବିଦୀୟ ଘଟନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ସେ ଯୁଗେ କାଫିରରା ମୁସଲମାନ ମହିଳାଦେହରେ ବନ୍ଦୀ ବାନାତୋ ଏବଂ ତାଦେର ପ୍ରତି ଚରମ ଅସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ବ୍ୟବହାର କରତେ । ବନ୍ଦୀତୋ ଦୂରେର କଥା ତାରା ତୋ ନିହତ ମୁସଲମାନଦେହ ଶବଦେହର ଅବମାନନା କରେ ତାଦେର ନାକ-କାନ କେଟେ ଦିତୋ । ହିନ୍ଦାର, ହ୍ୟରତ ହାମ୍ୟା (ରା.)'ର କଲିଜା ଚିବିଯେ ଖାଓୟାର କଥା କେ ଭୁଲତେ ପାରେ? କିନ୍ତୁ ଏମନ କ୍ଷେତ୍ରେ ଓ ମୁସଲମାନଦେହକେ ଏହି ଶିକ୍ଷାଇ ଦେଓଯା ହେଯେଛେ ଯେ, ତାରା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରେ ଥାକଣେଓ କୋନୋ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଓପର ଯେନ ତରବାରିର ଆଘାତ ନା ହାନେ ଆର ଲାଶେର ଅବମାନନା କରତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରାପେ ବାରଣ କରେ ଶକ୍ତର ଲାଶେରଓ ସମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଛେ ।

ଦାସୀଦେର ସତ୍ତ୍ଵକୁ ସମ୍ପର୍କ, ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ଏ ବିଷୟଟି ସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟିପଟେ ରାଖା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଯେ, ଇସଲାମେର ପ୍ରାଥମିକ ଯୁଗେ ସଥିନ ଇସଲାମେର ଶକ୍ତରା ମୁସଲମାନଦେହ ବିଭିନ୍ନ ଧରନେର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ନିପୀଡ଼ନେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିଣତ କରତେ ଆର ସଦି କୋନୋ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ମୁସଲମାନେର ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେର କରତଳଗତ ହେତୋ ତାହଲେ ତାରା ତାକେ ଦାସୀ ହିସେବେ ନିଜେଦେର ସ୍ତ୍ରୀଦେହ ମଧ୍ୟେ ଗଣ୍ୟ କରେ ନିତୋ । କାଜେଇ, وَجَرَوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مُّشْلِهَا, {ଅର୍ଥାତ୍, ଏବଂ (ସମରଣ ରେଖୋ ଯେ, ) ମନ୍ଦେର ପ୍ରତିଫଳ ତାର ଅନୁରପ ମନ୍ଦ- ଅନୁବାଦକ (ସୂରା ଆଶ ଶୂରା: ୪୧)} ଆୟାତରପୀ

କୁରାଅନେର ଶିକ୍ଷା ମୋତାବେକ ଏମନ ମହିଳା ଯାରା ଇସଲାମେର ଓପର ଆକ୍ରମନକାରୀ ସେନାଦଲେର ସାଥେ ତାଦେର ସାହାଯ୍ୟାରେ ଆସତୋ ଆର ସେ-ଇ ଯୁଗେର (ପ୍ରଚଲିତ) ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରେ ଦାସୀ ହିସେବେ

ବନ୍ଦୀ ହେତୋ । ଏରପର ଶକ୍ତପକ୍ଷେର ଏସବ ନାରୀଦେର ସଥିନ ମୁକ୍ତିପନ ପରିଶୋଧ କରେ କିଂବା ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମେ ମୁକ୍ତ କରେଓ ନେଓଯା ହେତୋ ନା ତାହଲେ ଏମନ ମହିଳାଦେହ ସାଥେ ନିକାହର ପରେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହତେ ପାରତେ । କିନ୍ତୁ ଏମନ ବିଯେର କ୍ଷେତ୍ରେ ସେଇ ଦାସୀର ଅନୁମତି ଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେତୋ ନା । ଏକିହାତାବେ ଏମନ ଦାସୀକେ ବିଯେ କରାର ଫଳେ ପୁରଷଦେହ ଜନ୍ୟ ଚାରାଟି ପର୍ଯ୍ୟ ବିଯେ କରାର ଅନୁମତିର କ୍ଷେତ୍ରେଓ କୋନୋ ସମସ୍ୟା ବା ଭିନ୍ନତା ଦେଖା ଦିତୋ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଜନ ପୁରଷ ଚାରାଟି ବିଯେ କରାର ପରା ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାସୀକେ ବିଯେ କରତେ ପାରତେ । କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାସୀର ଗର୍ଭେ ସଦି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ୟ ନିତୋ ତାହଲେ ସେ ସନ୍ତାନେର ମା ହିସେବେ ସ୍ଵାଧୀନ ହ୍ୟେ ଯେତ ।

ଏହାଡା ଇସଲାମ ଦାସୀଦେର ପ୍ରତି ସନ୍ଦ୍ୟବହାର କରାର, ତାଦେର ତାଙ୍କୀମ ଓ ତରବୀତେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାର ଏବଂ ତାଦେର ମୁକ୍ତ କରେ ଦେଓଯାକେ ସଓଯାବ ବା ପୁଣ୍ୟର କାରଣ ଆଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାବେ କାଜେଇ ଆବୁ ମୂସା ଆଶାରୀ କର୍ତ୍ତକ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହ୍ୟେଛେ ।

قَالَ اللَّهُ يُؤْمِنُ بِمَا تَعْمَلُ كُلُّ ذَلِكُ لَكَ وَلَا يَجُلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ  
بِإِيمَانِ الْأَخْرَى إِنَّمَا يُنْهَا فِي الْجَنَّةِ  
وَلَا يَجُلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِإِيمَانِ الْأَخْرَى إِنَّمَا يُنْهَا  
حَقَّ يَسِيرٍ بَعْدَهُ وَلَا يَجُلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِإِيمَانِ الْأَخْرَى إِنَّمَا يُنْهَا  
حَقَّ يَقُسُّمُ  
(ସେଇ ଦାସୀର କାଜିର ବାବେ ପାଇଁ ପାଇଁ)

ଆମି ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେଛେ, ସଦି କାହେ ଦାସୀ ଥାକେ ଆର ସେ ତାକେ ଖୁବେଇ ଉତ୍ତମ ଆଦାବ ବା ଶିର୍ଷାଚାର ଶେଖାଯ ଏବଂ ଏରପର ତାକେ ମୁକ୍ତ କରେ ତାକେ ବିଯେ କରେ ତାହଲେ ସେ ଦ୍ୱାଣୁଳ ସେବାବ ବା ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରବେ ।” (ସହୀହ ବୁଖାରୀ)

ରଙ୍ଗିଫା ବିନ ସାବେତ ଆନସାରୀ (ରା.) ବର୍ଣନା କରେନ ଯେ,  
سَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ يُؤْمِنُ بِمَا تَعْمَلُ يُؤْمِنُ حُكْمُي  
يُؤْمِنُ بِإِيمَانِ الْأَخْرَى إِنَّمَا يُنْهَا فِي الْجَنَّةِ  
وَلَا يَجُلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِإِيمَانِ الْأَخْرَى إِنَّمَا يُنْهَا  
حَقَّ يَسِيرٍ بَعْدَهُ وَلَا يَجُلُّ لِمَرْءٍ يُؤْمِنُ بِإِيمَانِ الْأَخْرَى إِنَّمَا يُنْهَا  
حَقَّ يَقُسُّمُ  
(ସେଇ ଦାସୀର କାଜିର ବାବେ ପାଇଁ ପାଇଁ)

ଆମି ମହାନବୀ (ସା.)-କେ ଭଣ୍ଣାଯନେର (ଯୁଦ୍ଧେର) ଦିନ ବଲତେ ଶୁଣେଛି, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ଏବଂ ପରକାଳେର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରାଖେ ତାର ଜନ୍ୟ ବୈଧ ନୟ ଯେ, ସେ ନିଜେର ପାନି ଅନ୍ୟ କାରୋ କ୍ଷେତ୍ରେ ଲାଗାବେ ।

ଅର୍ଥାଏ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ସାଥେ ଦାସ୍ପତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରବେ । ଆର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ଏବଂ ପରକାଳେର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରାଖେ ତାର ଜନ୍ୟ ବୈଧ ନୟ ଯେ, ସେ ବନ୍ଦୀ ନାରୀର ଗର୍ଭେ କୋଣୋ ସନ୍ତାନ ଆଛେ କି-ନା ତା ନା ଜେନେଇ ତାର ସାଥେ ସହବାସ କରବେ । ଆର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲ୍ଲାହ ଏବଂ ପରକାଳେର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରାଖେ ତାର ଜନ୍ୟ ବୈଧ ନୟ ଯେ, ସେ ମାଲେ ଗଣିତ (ବା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷର ସମ୍ପଦ) ବନ୍ଟନ ହେଁବାର ପୂର୍ବେଇ ବିକିରି କରବେ ।” (ସୁନାନ ଆବୁ ଦୁଆତଦ)

କାଜେଇ ନୀତିଗତ ବିଷୟ ହଲ, ଇସଲାମ ଆଦୌ ମାନୁଷକେ ଦାସ-ଦାସୀ ବାନାନୋର ପକ୍ଷେ ନୟ । ଇସଲାମେର ପ୍ରାଥମିକ ଯୁଗେ, ସେ-ଇ ସମ୍ୟକାର ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିତେ ବାଧ୍ୟ ହେଁ ଏର ସାମର୍ଯ୍ୟକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରା ହେଁଛି କିନ୍ତୁ ଇସଲାମ ଏବଂ ମହାନବୀ (ସା.) ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବର ସାଥେ ତାଦେରକେ ଓ ସ୍ଵାଧୀନ ବା ମୁକ୍ତ କରାର ଉପଦେଶ ଦିଯେଛେ ଆର ଯତକଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଵାଧୀନତା ଅର୍ଜନ ନା କରତେ ଅଥବା ତାଦେରକେ ମୁକ୍ତ କରେ ନା ଦେଓଯା ହତେ (ତତକଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ତାଦେର ସାଥେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ଅନୁଗ୍ରହସୁଲଭ ବ୍ୟବହାର କରାରଇ ତାଣିଦିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଦେଶ ଦେଓଯା ହେଁଛେ । ଆର ଯଥନେଇ ଏହି ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା କେଟେ ଗେଛେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି-ବିଧାନ ନୃତ୍ୟ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରେଛେ, ସେମନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନେ ପ୍ରଚାଳିତ ଆଛେ; ଏର ସାଥେଇ ଦାସ-ଦାସୀ ବାନାନୋର ପ୍ରଥା ଓ ବିଲୁଙ୍ଘ ହେଁ ଗେଛେ । ଏଥିନ ଇସଲାମୀ ଶରୀରରେ ଆଲୋକେ ଦାସୀ କିଂବା ଦାସ ରାଖାର ଆଦୌ କୋଣୋ କାରଣ ନେଇ । ବରଂ (ଏ ଯୁଗେର) ହାକାମ ଓ ଆଦିଲ ତଥା ନ୍ୟାୟବିଚାରକ ଓ ମୀମାଂସାକାରୀ ହ୍ୟରତ ଆକଦାସ ମସିହ ମଓଉଦ (ଆ.) ଏଥିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାୟ ଏକେ ହାରାମ ବା ଅବୈଧ ଆଖ୍ୟା ଦିଯେଛେ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ହ୍ୟର ଆନୋଯାର (ଆଇ.)-ଏର ସମୀକ୍ଷାପତ୍ର ଏକଜନ ମହିଳା ଲିଖେଛେ, ସଥି ଆମରା ବଲି ଯେ, କାରୋ ନୟର ଲେଗେ ଗେଛେ ଅଥବା ମୟଲୁମେର ବଦ୍ଦ ଦୋଯାର ଫଳେ କୋଣୋ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବା କଷ୍ଟ ଦେଖା ଦିଯେଛେ

ତାହଳେ ଏହି ଭାବନା କି ଶିରକ ଏର ଗଣ୍ଡିଭୁକ୍ତ ହବେ? ହ୍ୟର ଆନୋଯାର (ଆଇ.) ତାର ୭୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୧୮ ତାରିଖେର ପତ୍ରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରେନ । ହ୍ୟର ଆନୋଯାର (ଆଇ.) ବଲେନ,

**ଉତ୍ତର:** ନୟର ଲାଗା ବା ମୟଲୁମେର ବଦ୍ଦ ଦୋଯାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ାର ସାଥେ ଶିରକ-ଏର କୋଣୋ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ, କେନନା ଉତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରେଇ ଫଳାଫଳ ଖୋଦା ତାଙ୍କାର ସନ୍ତାନ ଓପର ନିର୍ଭର କରେ, ନୟର ପ୍ରଦାନକାରୀର ପକ୍ଷ ଥେକେ ତୋ ଏକଟି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଆକାଞ୍ଚକାର ବହିଓପକାଶ ଘଟେ ମାତ୍ର ଅଥବା ମୟଲୁମ୍ ବା ନିପୀଡ଼ିତେର ବୈଦନାର କାରଣେ ତାର ଭେତର ଥେକେ ଏକଟି ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ ବେର ହୟ, ଯା ଖୋଦା ତାଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରେ ପରିଣାମ ନିର୍ଧାରଣ କରେନ । ତାଇ ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେର ସାଥେ ଶିରକ-ଏର କୋଣୋ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ । ବିଶେଷଭାବେ ସଥି ଦୁଁଟି ବିଷୟରେ ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ହାଦୀସେର ଆଲୋକେ ଶୀକୃତ । ହାଦୀସେ ଏସେହେ, ମହାନବୀ (ସା.) ଉପଦେଶ ଦିଯେଛେ,

مَنْعَمٌ لِلْمُغْلُومِ فِي الْمُكَبَّلِ وَمَنْعَمٌ لِلْمُكَبَّلِ وَمَنْعَمٌ لِلْمُكَبَّلِ وَمَنْعَمٌ لِلْمُكَبَّلِ

صَحِّيْحُ بَخْرَىٰ كِتَابِ الطَّبِّ الْكَعْنُوكُ وَالْمَهْرُونُ عَنْ أُنُوشِمْ

ଅର୍ଥାଏ, ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେଛେ, “ନୟ ଲାଗାର ବିଷୟଟି ସଠିକ, ଏକଇଭାବେ ମହାନବୀ (ସା.) ଶରୀରେ ଉକ୍ତି ଆଂକତେ ବାରଣ କରେଛେ” (ସହୀହ ବୁଖାରୀ) ।

**ପ୍ରଶ୍ନ:** ହ୍ୟର ଆନୋଯାର (ଆଇ.)-ଏର ସମୀକ୍ଷାପତ୍ର ଏକଜନ ମହିଳା ଲିଖେଛେ, ସଥି ଆମରା ବଲି ଯେ, କାରୋ ନୟର ଲେଗେ ଗେଛେ ଅଥବା ମୟଲୁମେର ବଦ୍ଦ ଦୋଯାର ଫଳେ କୋଣୋ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ବା କଷ୍ଟ ଦେଖା ଦିଯେଛେ

ଉତ୍ତର: ପବିତ୍ର କୁରାନୀ ଯେଥାନେ ପର୍ଦାର ବିଧାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଛେ ସେଥାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁ'ମିନ ପୁରୁଷଦେର ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଯେଛେ ଯେ, ତାରା ଯେନ ନିଜେଦେର ଦୃଷ୍ଟିକେ ଅବନତ ରାଖେ । ଏରପର ମୁ'ମିନ ମହିଳାଦେର ଜନ୍ୟ ପର୍ଦାର ବିଧି-ବିଧାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ଗିଯେ ତାଦେରକେ ପ୍ରଥମ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରେଛେ ତାହାଲ, ମୁ'ମିନ ନାରୀରାଓ ଯେନ ନିଜେଦେର ଦୃଷ୍ଟି ଅବନତ ରାଖେ । ଏରପର ତାଦେରକେ ବଲେଛେ, ତାରା ଯେନ ତାଦେର ଘାଡ଼େର ବା ଗ୍ରୀବାଦେଶେର ଓପର ଥେକେ ନିଜେଦେର ଓଡ଼ନା ଝୁଲିଯେ ରାଖେ ଆର ନିଜେଦେର ସୌନ୍ଦର୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା କରେ । ଆର ନିଜେଦେର ପା ଏମନଭାବେ ମାଟିତେ ନା ଫେଲେ ଯାତେ ତାଦେର ନଗ୍ନତା ପ୍ରକାଶ ପାଇ, ଯା ମହିଳାରା ସାଧାରଣତ ତାଦେର ସୌନ୍ଦର୍ୟ ହତେ ଲୁକିଯେ ଥାକେ ।

ପା ମାଟିତେ ଫେଲାର ଏକଟି ଅର୍ଥ ଏଟିଓ ଯେ, ପାଯେ ଯଦି କୋଣୋ ଅଳଂକାର (ପାଯେଲ ବା ମୁପୁର ଇତ୍ୟାଦି) ପରିଧାନ କରେ ଥାକେ ତାହଳେ ତାର ଶଦେ ମାନୁଷଜନେର ମନୋଯୋଗ ସେଇ ମହିଳାର ପ୍ରତି ଆକୃଷ ହତେ ପାରେ ଏବଂ ପରପୁରୁଷଦେର ଦୃଷ୍ଟି ଏହି ମହିଳାଦେର ପ୍ରତି ଆକୃଷ ହବେ, ଯା ମୂଳତ ପର୍ଦାର ଆଦେଶ ପରିପଣ୍ଡି । କିନ୍ତୁ ପାଯେର ଯଦି କୋଣୋ ପ୍ରକାର ଶୋଭା ବର୍ଧନ ନା କରା ହୟ ତାହଳେ ଏମନ ପା ଦେଖେ ଯେହେତୁ କୋଣୋ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ଜନ୍ୟେ ନା ଆର ନା-ଇ ବେପର୍ଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ । ତାଇ ଏମନ ପଦ୍ୟସୁଲକ୍ଷଣକେ ଯଦି ପର୍ଦାର ଗଣ୍ଡିଭୁକ୍ତ ନା କରା ହୟ ତାହଳେ ଏତେ ସମସ୍ୟାର କିଛୁ ନେଇ ।

ହାଦୀସେ ଓ ପର୍ଦା ସମ୍ପର୍କେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଓଯା ଯାଇ । ଏକଟି ହାଦୀସେ ମହାନବୀ (ସା.) ମହିଳାର ଚେହରା ଏବଂ ହାତ ଛାଡ଼ା ତାର ଦେହରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକେ ପର୍ଦାବୃତ କରାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଯେଛେ । ଏକଟି

ବର୍ଣନାୟ ରଯେଛେ, ମହାନବୀ (ସା.)-କେ ଜିଜ୍ଞେସ କରା ହୟ ଯେ, ଯଦି ମହିଲାର କାହେ ପେଟିକୋଟ ନା ଥାକେ ଏମତାବସ୍ଥାୟ ସେ କେବଲମାତ୍ର ଜାମା ଓ ଓଡ଼ନା ପରେ ନାମାୟ ପଡ଼ତେ ପାରବେ କୀ? ଏଇ ଉତ୍ତରେ ମହାନବୀ (ସା.) ବଲେନ, ଶର୍ତ୍ତ ହଲ ତାର ଜାମା ଯେନ ଏତଟା ଲମ୍ବା ହୟ ଯେ, ତା ତାର ପାଯେର ଗୋଡ଼ାଲିକେଓ ଡେକେ ରାଖେ । ଆରେକଟି ରେଓୟାରେତେ ରଯେଛେ, ଉତ୍ତଦେର ଯୁଦ୍ଧେର ସମୟ ହୟରତ ଆୟେଶା (ରା.) ଏବଂ ହୟରତ ଉମ୍ମେ ସୁଲାୟେମ (ରା.) ନିଜେଦେର (ତହବଦ୍) ପେଟିକୋଟ ଉପରେ ତୁଳେ ପାନିର କଲସି ଭବେ ଭବେ ନିଯେ ଆସିଛିଲେନ ଏବଂ ପୁରୁଷଦେର ପାନ କରାଚିଲେନ । ବର୍ଣନାକାରୀ ବଲେନ, ଏମତାବସ୍ଥାୟ ତାଦେର ପାଯେର ପାଯେଲ ବା ନୁପୁର ଦେଖା ଯାଚିଲ ।

ହୟରତ ମସୀହ ମଓଉଡ (ଆ.) ପର୍ଦା ସମ୍ପର୍କିତ କୁରାନେର ଆୟାତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ଗିଯେ ବଲେନ, “ବିଶ୍ୱାସୀ ନାରୀଦେର ବଲେ ଦାଓ, ତାରାଓ ଯେନ ନିଜେଦେର ଚୋଥକେ ନାମହରାମ ପୁରୁଷଦେର ଦେଖା ହତେ ବିରତ ରାଖେ ଆର ନିଜେଦେର କାନକେଓ ନାମହରାମ ଥେକେ ରଙ୍ଗା କରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ତାଦେର କାମନା-ବାସନାର ବା ଆବେଦନମୟୀ କର୍ତ୍ତ୍ସର ନା ଶୋନେ ଆର ନିଜେଦେର ସତର ବା ଦେହକେ ପର୍ଦାବୃତ ରାଖେ ଏବଂ ନିଜେଦେର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚାବଲୀକେ କୋନୋ ପର-ପୁରୁଷର ସାମନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା କରେ ଆର ନିଜେଦେର ଓଡ଼ନାକେ ଏମନଭାବେ ମାଥାର ଓପରେ ରାଖେ ତା ଯେନ ଘାର ଥେକେ ଫୁରୋ ମାଥାକେ ଆବୃତ କରେ ରାଖେ । ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ଷ, ଉଭୟ କାନ, ମାଥା ଏବଂ କାନପତ୍ତି ତଥା ସବକିଛୁ ଯେନ ଓଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ଥାକେ ଆର ନୃତ୍ୟିନୀଦେର ମତୋ ନିଜେଦେର ପା ଦିଯେ ମାଟିତେ ଆଘାତ ନ କରେ” । (ଇସଲାମୀ ନୀତି ଦର୍ଶନ, ରହନୀ ଖାୟାଯେନ, ୧୦ ଖ୍ତ, ପୃ: ୩୪୧-୩୪୨)

ପର୍ଦାର ଶରୀଯତ ବା ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କେ ବଲତେ ଗିଯେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ମସୀହ (ଆ.) ବଲେନ, “ପର୍ଦାର ଶରୀଯତ ବା ବିଧାନ ହଲ, ଓଡ଼ନାକେ ବୃତ୍ତେର ମତୋ କରେ ନିଜେର ମାଥାର ଚୁଲ, କପାଳ ଓ ଚିରୁକେର ଏକଟି ଅଂଶକେ ଫୁରୋପୁରି ଢେକେ ରାଖବେ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ

ସକଳ ସ୍ଥାନକେ ଆବୃତ କରେ ରାଖବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖମଙ୍ଗଲେର ଚତୁର୍ଦିକ ଏମନଭାବେ ଓଡ଼ନା ଦିଯେ ପେଂଚିଯେ ରାଖା ହବେ (ଏଥାନେ ମାନୁଷେର ମୁଖମଙ୍ଗଲେର ଛବି ଦିଯେ ଯେସବ ସ୍ଥାନ ପର୍ଦାବୃତ କରା ଆବଶ୍ୟକ ନଯ ସେଣ୍ଠଲୋ ଉନ୍ନୁତ ରେଖେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକେ ପର୍ଦାବୃତ କରେ ଦେଖାନୋ ହୟରେ) ଏ ଧରନେର ପର୍ଦା ଇଂଲାଙ୍ଗେ ମହିଲାର ସହଜେଇ ସହ୍ୟ କରତେ ପାରେ ଆର ଏଭାବେ (ପର୍ଦା କରେ) ଭରନ କରାଯ କୋନୋ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନେଇ, କେନଳା ଚୋଥ ଉନ୍ନୁତ ଥାକେ ।” (ରିଭିଟ ଅଫ ରିଲିଜିଯଳ୍ସ, ଚତୁର୍ଥ ଖ୍ତ, ନାମାର -୧, ପୃ: ୧୭, ଜାନ୍ଯୁଆରି, ୧୯୦୫)

ହୟରତ ମୁସଲେହ ମଓଉଡ (ରା.) ଗାୟିୟେ ବସର ବା ଦୃଷ୍ଟି ଅବନତ ରାଖାର ବିଷୟାଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ଗିଯେ ବଲେନ, “ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ହଲ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ଦୃଷ୍ଟିକେ ପରଞ୍ଚରେ ସାଥେ ମିଳିତ ହେଁଯା ଥେକେ ରଙ୍ଗା କରା । ନତୁବା ଯେ ମହିଲାଇ ବାହିରେ ବେର ହବେ ତାର ପା, ତାର ଚଲାଫେରା, ତାର ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ତାର ହାତେର କାଜକର୍ମ ତଥା ଏମନ ବିଷୟଙ୍ଗଲୋ ପୁରୁଷଦେର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହବେଇ ।” (ତଫସୀରେ କବିର, ୬ଠ ଖ୍ତ, ପୃ: ୨୯୮)

ଅତଏବ, ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟାଦି ଥେକେ ପ୍ରମାଣ ହୟ ଯେ, ନାରୀଦେହେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ଅଂଶ ଯା ତାର ସୌନ୍ଦର୍ୟର ଗଣ୍ଡିଭୁତ ହୟ ଏବଂ ପରପୁରୁଷେର ଜନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣେର କାରଣ ହୟ, ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାୟ ସେବେର ପର୍ଦା କରା ମହିଲାର ଜନ୍ୟ ଅପରିହାର୍ୟ ।

ପଶ୍ଚ: ହୃଦୟ ଆନୋଯାର (ଆଇ.)-ଏର ସାଥେ ଜାମେଯା ଆହମଦୀଯା ଇନ୍ଦୋନେଶୀଯାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଦେର ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୦ ସାଲେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାର୍ଚୁଲାଲ ମୋଲାକାତେ ଏକଜନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୃଦୟ ଆନୋଯାର (ଆଇ.)-ଏର ସମୀପେ ନିବେଦନ କରେ ଯେ, ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର କୃପାୟ ୨୦୨୫ ସାଲେ ଇନ୍ଦୋନେଶୀଯାତେ (ଆହମଦୀଯା) ଜାମା'ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଶତବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବେ, (ୟ ସମୟ) ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶେର ଜନ୍ୟ ଆମାଦେର କି କରା ଉଚ୍ଚିତ? ହୃଦୟ ଆନୋଯାର (ଆଇ.) ଏଇ ଉତ୍ତରେ ବଲେନ,

**ଉତ୍ତର:** ଶତବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପନାରା ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଧାରଣ କରନ ଯେ, ପାଂଚ ବର୍ଷରେ ଆପନାରା କମପକ୍ଷେ ଏକ ଲକ୍ଷ ବୟାତା କରାବେନ । ଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହମଦୀକେ ବାଜାମା'ତ ନାମାୟୀ ବାନାବେନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହମଦୀକେ ନିୟମିତ କୁରାନ ପାଠକାରୀ ବାନାବେନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହମଦୀକେ ଖିଲାଫତର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକାରୀ ବାନାବେନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହମଦୀକେ ମହାନବୀ (ସା.)-ଏର ପ୍ରତି ଦରନ ପାଠକାରୀ ବାନାବେନ, ଠିକ ଆଛେ? ଅତଏବ ଏଇ କାଜଙ୍ଗଲୋ କରଲେଇ ଆପନାରା ଅନେକ କାଜ କରେ ଫେଲବେନ ।

**ପଶ୍ଚ:** ୩୧ଶେ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୦ ସାଲେ ଏକଇ ମୋଲାକାତେ ଏକଜନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହୃଦୟ ଆନୋଯାର (ଆଇ.)-ଏର ସମୀପେ ନିବେଦନ କରେ ଯେ, ହୃଦୟ ଆପନି ସଥିନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଛିଲେନ ତଥନ ଆପନି କୋନୋ ସମସ୍ୟାର ସମୁଖୀନ ହେଲ ଆପନି କୋନ ଦୋଯାଙ୍ଗଲୋ ପଡ଼ିଲେନ । ହୃଦୟ ଆନୋଯାର (ଆଇ.) ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିତେ ଗିଯେ ବଲେନ,

**ଉତ୍ତର:** କୋନୋ ବିଶେଷ ଦୋଯା କରତାମ ନା । ଆମି ସିଜଦାୟ ପତିତ ହତାମ ଆର ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାକେ ବଲତାମ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରେ ଦାଓ । ଶୁଦ୍ଧ ନାମାୟ ଏବଂ ସିଜଦା । ଯେ ଦୋଯାଇ କରତେ ଚାନ ତା ନାମାୟେର ସିଜଦାୟ ମାତୃଭାଷାଯ କରନ । ମାନୁଷ ସଥିନ ନିଜେର ଭାଷାଯ ଦୋଯା କରେ ତାତେ ବୈଶି ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୟ । ଏଜନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ ଦୋଯା ଆଛେ ତାଓ କରତେ ଉଚ୍ଚିତ, ଠିକ ଆଛେ । ଦରନ ଶରୀଫଙ୍କ ପାଠ କରା ଉଚ୍ଚିତ, ଏଷ୍ଟେଗଫାରା ଓ କରା ଉଚ୍ଚିତ । ଲା ହାଓଲା ଓ ଯାଲା କୁଓଯ୍ୟାତାଓ ପଡ଼ା ଉଚ୍ଚିତ । ଏଷ୍ଟେଗଫାରା କରାର ସମୟ ନିଜେର ପାପେର ଜନ୍ୟ ଓ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରା ଉଚ୍ଚିତ । କିନ୍ତୁ ସବଚେଯେ ଉତ୍ତମ ରୀତି ହଲ, ନାମାୟେର ସିଜଦାୟ ବୈଶି ବୈଶି ଦୋଯା କରୋ । ନଫଳ ପଡ଼ୋ, ନଫଳ, ସୁନ୍ନତ ଏବଂ ଫରସ (ନାମାୟେ) ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ସମୀପେ କେଂଦ୍ରେ କେଂଦ୍ରେ ସିଜଦାୟ ନିଜେର ଭାଷାଯ ଦୋଯା କରୋ । ମାତୃଭାଷାଯ ଦୋଯା କରା ହଲେ ତାତେ ଅନେକ ବୈଶି ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହୟ ଆର ଏଇ ମାଧ୍ୟମେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୟେ ଯାଯ ।

# ভালবাসা ও ভাত্তের বাণী:

## ইসলামের পুনর্জাগরণের মহা-বারতা

চতুর্থ কিষ্টি

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মন্ডল

৯। জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন ও  
মত-প্রকাশের অধিকারঃ

**ই**সলাম পার্থিব ব্যাপারে শাসক ও  
শাসিতের অধিকার সম্পর্কে  
যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করেছে।  
শাসনকার্য পরিচালনার উপযুক্ত লোককে  
নির্বাচনের অধিকার দিয়েছে (সূরা নিসাঃ ৫৯)। বংশগত রাজতন্ত্র এবং স্বেরাচারী  
শাসন ইসলাম সমর্থিত নয়। শাসকের  
প্রতি নির্দেশ হল তারা ‘আদল’ বা  
ন্যায়-বিচারের আদর্শকে সর্বাবস্থায় মেনে  
চলবে (সূরা নিসাঃ ৫৯, আনফালঃ ২৮)।  
শাসিতের জন্য নির্দেশ হল তারা  
শাসকের আদেশ মেনে চলবে (সূরা নিসাঃ ৬০)। প্রত্যেককেই আমানত এবং  
অঙ্গীকারসমূহ মেনে চলতে হবে (মু'মিনুনঃ ৯, মাআরিজঃ ৩৩)। সার্বিক গুরুত্বপূর্ণ  
বিষয়ে শাসন কার্যের বৃহত্তর কল্যাণের  
নিমিত্ত জনসাধারণ অথবা প্রতিনিধিদের  
সংগে পরামর্শ করা আবশ্যিক (সূরা শূরাঃ ৩৯, আলে-ইমরান: ১৬০)।

পরিব্রান্ত কুরআনের শিক্ষানুযায়ী হ্যরত  
রসূলে করীম (সা.) এবং খেলাফায়ে  
রাশেদীন কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে  
পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনেক  
দৃষ্টিতে রয়েছে। বুদ্ধি-বিবেচনা এবং  
চেতনাবোধ অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের  
মত-প্রকাশের অধিকার রয়েছে (সূরা  
রাদঃ ১৬, কাহাফঃ ৩০)।

হ্যরত রসূলে করীম (সা.)  
বলেছেন: “তোমরা প্রত্যেকেই নিজ  
ক্ষেত্রে এক একজন শাসক বা অবিভাবক  
এবং প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্থদের  
সম্মতে প্রশংসন করা হবে।” (বুখারী, মুসলিম)

১০। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মৌলিক  
অধিকারঃ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শাস্তি, শংখলা ও  
নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম  
সর্বপ্রথম সহনশীলতার শিক্ষা প্রদান  
করেছে, পারস্পরিক সমরোত্তা এবং  
আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ  
মীমাংসা করতে বলেছে। আলোচনা ব্যর্থ  
হলে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধের মাধ্যমে বিবাদ  
ও মত-বিবোধের মীমাংসা এবং ন্যায়  
বিচার করার জন্য সুষ্ঠু পদ্ধতির উল্লেখ  
করেছেন। (সূরা হাজুরাতঃ ১০)। মুসলিম  
সমাজের এক্র এবং সংহতির লক্ষ্যে  
পরিব্রান্ত কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সকল  
কার্য সমাধা করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ  
এবং খেলাফত ভিত্তিক সংগঠনের  
প্রতিশ্রুতি রয়েছে (সূরা নিসাঃ ৬০,  
আলে-ইমরান- ১০৮-১০৬, নূর: সপ্তম  
রূক্তি)। আল্লাহ তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন—  
“তোমরা আল্লাহর খাতিরে ইনসাফ  
প্রতিষ্ঠাকারী হও এবং সেক্ষেত্রে কোনো  
সম্প্রদায়ের শক্রতা যেন তোমাদেরকে  
'আদল' ও 'ইনসাফ' বিসর্জনে প্ররোচিত  
না করতে পারে।” (সূরা মায়েদঃ ৯)।  
বাস্তবক্ষেত্রে নমুনা হিসাবে মদীনার বিভিন্ন  
গোত্রের সংগে শাস্তি-পূর্ণভাবে বসবাসের  
জন্য রচিত মদিনা চুক্তি, মক্কাবাসীদের  
সঙ্গে হৃদায়বিয়ার সঞ্চি-চুক্তি, নাজরানের  
খ্রীষ্টানদের প্রতি এবং পার্শ্ব ধর্মাবলম্বীদের  
প্রতি প্রদত্ত নিরাপত্তা সনদের শর্তাবলী  
প্রণিধান যোগ্য।

পরিব্রান্ত কুরআনের উপরোক্ত  
নীতি-নির্ধারণী বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে  
জাতিসংঘের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালিত  
হলে সহজেই যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের অবসান

হতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী শাস্তি ও  
নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে।

১১। চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয়  
স্বাধীনতাঃ

আল্লাহ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন  
উৎকৃষ্ট উপাদানে এবং সে নীচাদপি  
নীচেও যেতে পারে, আবার বিশ্বাস ও  
সৎকর্ম দ্বারা মহা উন্নতি লাভ করতেও  
সক্ষম (সূরা তাইন)। ইসলাম সর্বতোভাবে  
ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি  
দিয়ে ঘোষণা করেছে— “ধর্মে কোনো  
জোর-জবরদস্তি নাই, নিশ্চয়ই সত্যপথ  
এবং মিথ্যার মধ্যস্থিত ব্যবধান  
দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত”  
(সূরা আল বাকারাঃ ২৫৭)। অনুরূপভাবে  
সত্যের আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়া বা না  
দেয়ার জন্য মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান  
করা হয়েছে। (সূরা কাহাফ: ৩০)।  
আল্লাহ তা'লার পথে জ্ঞান ও উত্তম যুক্তির  
মাধ্যমে আহ্বান জানানোর জন্য নির্দেশ  
প্রদান করা হয়েছে (সূরা নাহল: ১২৬)।

আক্রান্ত এবং অত্যাচারিত অবস্থা  
ব্যতীত ইসলাম যুদ্ধ করতে নিষেধ  
করেছে। হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) যে সকল  
যুদ্ধ করেছেন সেগুলো আত্মারক্ষামূলক  
এবং শক্রপক্ষের সন্ধির শর্তাবলী লংঘনের  
কারণে সংঘটিত হয়েছে। পরিব্রান্ত কুরআনে  
আল্লাহ তা'লা ঘোষণা করেছেন: “যুদ্ধের  
অনুমতি রয়েছে শুধু তাদের জন্য যাদের  
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং  
যাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে—  
আল্লাহ তা'লা তাদের সাহায্য করতে  
সক্ষম (সূরা হজ্জ: ৪০)। যুদ্ধ চলাকালে  
আক্রমণকারীকে দৃঢ়তার সংগে প্রতিহত  
করতে হবে, কিন্তু সর্বাবস্থায় সীমালঞ্চন

କରା ନିଷିଦ୍ଧ ନିଶ୍ଚଯାଇ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲା  
ସୀମାଲଜ୍ଞନକାରୀଙ୍କେ ପଢ଼ନ୍ତ କରେନ ନା ।  
(ସୂରା ଆଲ ବାକାରା; ୧୯୧-୧୯୪) । ସନ୍ଧିର  
ପ୍ରତ୍ୟାବହ ହଲେ ତା ଗ୍ରହଣ କରାର ଜନ୍ୟ ଇସଲାମେ  
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହେଛେ (ସୂରା ଆନଫାଲ ୬୨) ଏବଂ  
ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପାଦିତ ଚୁକ୍ରିର ଶର୍ତ୍ତାବଳୀର  
ପ୍ରତି ସଥାଯଥ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନେର ଶିକ୍ଷା ଦେଇବ  
ହେଯେଛେ (ସୂରା ତାଓବା: ୬-୧୪୧) ।

ଇସଲାମେର କଲେମା ପାଠକାରୀର  
ଘୋଷଣାର ସତ୍ୟତା ନିର୍ମପେଣର ଅଧିକାର  
ଏକମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ଓପରଇ ନ୍ୟଷ୍ଟ ।  
କୋନୋ ମାନୁଷେର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରେର କୋନୋ  
ଅଧିକାର ନେଇ ଏ ବିଷୟେ । ହ୍ୟରତ ରସ୍ତୁ  
କରୀମ (ସା.) ଏର ଯୁଗେର ଏକଟି ବିଖ୍ୟାତ  
ଘଟନାର କଥା ସବାରଇ ଜାନାର କଥା ।

“କୋନୋ ଏକ ଯୁଦ୍ଧେ ମୁସଲିମ  
ସେନାବାହିନୀ ଏମନ ଏକଦଳ ଶତ୍ରୁର ସମ୍ମୁଖୀନ  
ହେଲେନ ଯାହାରା ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲିତ ଏବଂ  
ସୁଯୋଗ ପାଇଲେଇ ମୁସଲମାନଦେର ଓପର  
ଚଡ଼ାଓ ହିତ । ହ୍ୟରତ ଉସାମା ବିନ ଯାସେଦ  
(ରା.) କୌଶଳେ ଏମନ ଦଲେର କୋନୋ ଏକ  
ବ୍ୟକ୍ତିକେ ଧରିଯା ଫେଲିଲେନ । ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି  
ଆତ୍ମରକ୍ଷାକାର କୋନୋ ପଥ ନା ପାଇୟା କଲେମା  
ତୈଯାବ “ଲା ଇଲାହା ଇଲାଲ୍ଲାହ୍ ମୁହାମ୍ମଦ୍  
ରାସ୍‌ଗୁଲ୍�ଲ୍ଲାହ୍” ପାଠ କରିଯା ମୁସଲମାନ ହ୍ୟରତ  
ସ୍ଵିକୃତି ଘୋଷଣା କରିଲ । ‘ଉସାମା’ (ରା.)  
ଇହାତେ କର୍ଣ୍ପାତ ନା କରିଯା ତାହାକେ ହତ୍ୟା  
କରିଯା ଫେଲିଲେନ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଯୁଦ୍ଧେର  
ଘଟନାବଳୀର ସହିତ ଏଇ ଘଟନାଓ ସଖନ  
ହ୍ୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସା.)- ଏର କାନେ ଗେଲ  
ତଥନ ତିନି ତାହାର ଦିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଯା  
ବଲିଲେନ, ହେ ‘ଉସାମା! ବିଚାରେର ଦିନ ସଖନ  
ଏଇ ଈମାନେର ଘୋଷଣା ତାହାର ପକ୍ଷେ ସାକ୍ଷ୍ୟ  
ଦିବେ ତଥନ ତୋମାର କି ହିବେ? ଇହାତେ  
‘ଉସାମା’ (ରା.) ବଲେନ- ରାସ୍‌ତ କରୀମ (ସା.)  
ଏର ଏହି କଥା ବାର ବାର ଶୁଣିଯା ଆମାର ମନେ  
ହିତେ ଲାଗିଲ ଯେ, ହାୟ! ଯଦି ଏଥନ୍ତି  
ଇସଲାମ କବୁଲ କରିତାମ ତାହା ହିଲେ  
ଆମାର ସ୍ବନ୍ଦେ ଏହି ପାପ ଅର୍ପିତ ହିତ ନା ।’  
(ମୁସଲିମ, କିତାବୁଲ ଈମାନ)

ଇସଲାମେର ଇତିହାସ ଏକଥାର ଜ୍ଞଳନ୍ତ  
ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରଛେ ଯେ, ନବୁଓଯ୍ୟତେର ଦାବୀ  
ହତେ ଶୁରୁ କରେ ହିଜରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୀର୍ଘ ୧୩  
(ତର) ବଚର ଛିଲ ହ୍ୟରତ ରସ୍ତୁଲେ କରୀମ

(ସା.) ଏବଂ ତାର ଅନୁସାରୀଦେର ଜନ୍ୟ ଚରମ  
ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭୋଗେର ସମୟ ।  
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହିଜରତେର ପର ହତେ ହ୍ୟାଯାବିଯାର  
ସନ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟରେ ଛିଲ ମୁସଲମାନଦେର ଜନ୍ୟ  
ଅତ୍ୟାଚାର ଭୋଗେର ସମୟ- କାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଓ  
ଯୁଦ୍ଧ ଉପକରଣ ଉତ୍ସବ ଦିଯେଇ ତାର  
ନଗଣ୍ୟ ଛିଲେନ ଏବଂ ଏତଦସତ୍ତ୍ଵରେ ତାଦେରକେ  
ଆତ୍ମରକ୍ଷାମୂଳକ ଯୁଦ୍ଧ କରତେ ବାଧ୍ୟ କରା  
ହେଯେଛେ । ତୃତୀୟତଃ ହ୍ୟାଯାବିଯାର ସନ୍ଧି ହତେ  
ମଙ୍କା ବିଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ଛିଲ ଶାନ୍ତି  
ଓ ସନ୍ଧିର କାଳ । ଏହି ସମୟ ଇଙ୍ଗ୍ଲେନ୍ୟ ଓ  
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଟ୍ରେର ବିଶ୍ୱାସଭାତକତାର ଜନ୍ୟ  
ଆତ୍ମରକ୍ଷାମୂଳକ ସାମାରିକ ତ୍ୱରଣତାଯ ବାଧ୍ୟ  
ହେଯେ ନାମତେ ହେଯେଛି । ଇତିହାସ ଏକଥାର ଓ  
ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରଛେ ଯେ, ଏହି ସକଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ  
ଏକଜନ ଆରବବାସୀଙ୍କେ ତରବାରୀର ଦ୍ୱାରା  
ମୁସଲମାନ କରା ହେଯ ନି । ଇସଲାମେର ନାମେ  
ଅଥବା ଇସଲାମେର ବିରକ୍ତେ ପ୍ରଚାରିତ ଶକ୍ତି  
ପ୍ରୟୋଗେର ଅପବାଦେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରତିପକ୍ଷେ  
ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଦାବୀ ନଯ, ବରଂ ସେଇ  
ଅପରାଧକାରୀଗଣେର ଅଜ୍ଞତା ଏବଂ  
ବିଦେଶ-ପରାୟଣତାଇ ଦାଯୀ ।

## ସକଳେର ଜନ୍ୟ ଭାଲବାସା ଓ ଆତ୍ମତ୍ତ୍ଵର ବାଣୀଃ ଆତ୍ମ-ଜିଜ୍ଞାସାର ଆଲୋକେ କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ

### ଗରିବଦେରକେ ଭାଲବାସତେ ହେବାଃ

ହ୍ୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସା.) ସବସମୟ  
ଗରୀବଦେର ଅବହ୍ଲାଷ ଭାଲ କରାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲେ  
ସେତେନ ଏବଂ ସମାଜେ ତାଦେରକେ ଉପ୍ୟୁକ୍ତ  
ହ୍ୟାନେ ବସାବାର ଜନ୍ୟ ନିରଲସ ଚେଷ୍ଟା  
ଚାଲାତେନ । ଏକବାର ତିନି ଏକହାନେ ବସେ  
ଛିଲେନ । ଏକଜନ ଧନୀଲୋକ ତାର ସାମନେ  
ଦିଯେ ଚଲେ ଗେଲ । ତିନି ଏକଜନ ସାହାବୀର  
କାହେ ଜାନତେ ଚାଇଲେନ, ଲୋକଟା ସମ୍ପର୍କେ  
ତୋମାର କୀ ଧାରାଗା? ସେଇ ସାହାବୀ (ରା.)  
ବଲିଲେନ, ‘ଲୋକଟି ସମ୍ମାନୀ ଓ ଧନୀଲୋକଦେର  
ଏକଜନ । ସେ ଯଦି କୋନୋ ମେଯେକେ ବିଯେ  
କରତେ ଚାଯ ତାହାଲେ ତାର ସେଇ ପ୍ରସତାବ ମେନେ  
ମେଯା ହେଯ ଏବଂ ସେ ଯଦି କୋନୋ ସୁପାରିଶ  
କରେ, ତାହାଲେ ତାର ସୁପାରିଶ ଗ୍ରହଣ କରା  
ହେଯ ।’ ଏହି କଥା ଶୁଣେ ରାସ୍‌ଗୁଲ୍ଲାହ୍ (ସା.) ଚୁପ

କରେ ଥାକଲେନ । ଏରପର ଆର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି  
ସେଥାନ ଦିଯେ ଚଲେ ଗେଲ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମେନେ  
ହ୍ୟ ଗରୀବ ଓ ନଗଣ୍ୟ ଲୋକ । ରସ୍ତୁଲେ କରୀମ  
(ସା.) ତାର ସାଥୀଙ୍କେଇ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, ଏହି  
ଲୋକଟି ସମ୍ପର୍କେ ତୋମାର ଧାରଣା କୀ? ତିନି  
(ରା.) ବଲିଲେନ: ହେଁ ରା ରାସ୍‌ଗୁଲ୍ଲାହ୍! ଏ ଏକଜନ  
ଗରୀବ ଲୋକ । ଏ ଯଦି କାରଓ ମେଯେକେ ବିଯେ  
କରତେ ଚାଯ, ତାହାଲେ ଏର ଆବେଦନ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବେ  
ନା । ଏ ଯଦି କୋନୋ ବ୍ୟାପାରେ ସୁପାରିଶ କରେ,  
ତାହାଲେ ଏର ସୁପାରିଶ ଗୃହୀତ ହେବେ ନା ।

ଏମନକି ଏ ଯଦି କାରଓ ସାଥେ କଥା ବଲିତ  
ଚାଯ, ତାହାଲେ ତାର କଥାଓ କେଉ ଶୁଣନ୍ତେ  
ଚାଇବେ ନା ।’ ଏ କଥା ଶୁଣେ ମହାନବୀ (ସା.)  
ବଲିଲେନ, “ଏହି ଗରୀବ ମାନୁଷଟିର ମୂଳ୍ୟ ସାରାଟା  
ଜଗତକେ ସୋନା ଦିଯେ ଭବେ ଦେଯାର ଚାଇତେ  
ଅଧିକ ।” (ବୁଖାରୀ)

ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜଜୀବନେ ଆମରା  
ସତ୍ୟକାରାର୍ଥେ ଗରୀବ ମାନୁଷେର ପ୍ରତି କତଖାନି  
ଖୋଲ ରାଖି ଏବଂ ତାଦେରକେ କତଟୁକୁ ମୂଳ୍ୟ  
ଦେଇ । ଏକଜନ ଗରୀବ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ମସଜିଦ  
ବାଡ଼ା-ମୋହାର କାଜ କରିବୋ । ମହାନବୀ (ସା.)  
କଯେକଦିନ ତାକେ ଦେଖିତେ ପେଲେନ ନା । ତିନି  
ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, “ସ୍ତ୍ରୀଲୋକଟିକେ  
କଯେକଦିନ ଯାବନ୍ତ ଦେଖିତେ ପାଛି ନା କେନ୍?”  
ଲୋକେରା ବଲିଲେ ଯେ, ‘ମେ ତୋ ମାରା ଗେହେ ।’  
ତିନି (ସା.) ବଲିଲେନ, ‘ମେ ମାରା ଗେହେ ଅର୍ଥ  
ତୋମରା ଆମାକେ ଖବର ଦାଓ ନି! ଆମି ଓ ତୋ  
ତାର ନାମାୟେ ଜାନାଯାଇ ଶାମିଲ ହେତେ  
ପାରତାମ ।’ ଆରଓ ବଲିଲେନ, ‘ହେ ପାରେ,  
ଗରୀବ ବଲେ ତୋମରା ତାକେ ହେଯ ମନେ  
କରତେ । ଏଟା ତୋ ଠିକ ନଯ । ତୋମରା  
ଆମାକେ ବଲୋ, ତାର କବର କୋଥାଯା? ତାରପର  
ତିନି ତାର କବରରେ କାହେ ଗେଲେନ ଏବଂ ତାର  
ଜନ୍ୟ ଦୋଯା କରଲେନ (ବୁଖାରୀ) ।

ହ୍ୟରତ ମୁହାମ୍ମଦ (ସା.) ପ୍ରାୟଇ ବଲିଲେନ,  
ଅନେକ ଲୋକ ଏମନ ଆହେ ଯେ, ତାଦେର ମାଥାର  
ଚୁଲ ଜଟ ଧରା, ଶରୀରେ ଧୁଲୋ ମାଟି ଭରା । ତାରା  
ଯଦି ଲୋକଦେର ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରତେ ଯାଇ,  
ତୋ ଲୋକେରା ତାଦେର ଦରଜା ବନ୍ଦ କରେ ଦେଯ ।  
କିନ୍ତୁ, ଏହି ସବ ଗରୀବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକ ଯଦି  
ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର ନାମେ କସମ ଖେଯେ ବସେ,  
ତାହାଲେ ଆଲ୍ଲାହ ତା'ଲାର କାହେ ତାଦେର ସମ୍ମାନ  
ଏତ ବେଶ ଯେ, ତିନି ତାଦେର କସମ ପୂର୍ଣ୍ଣ  
କରେଇ ଛାଡ଼େନ’ (ମୁସଲିମ) ।... (ଚଲବେ)

# আমাদের কুরবানী আল্লাহ্ গ্রহণ করুন

শহীদ আহমদ

গত ২ ও ৩ মার্চ পঞ্চগড়ের  
আহমদনগর ও শালসিংড়িতে  
ধর্মের নামে যা করা হয়েছে তা কখনও  
শান্তির ধর্ম ইসলামের কাজ হতে পারে  
না। ইসলাম শান্তির ধর্ম। আমরা পঞ্চগড়ে  
৬০-৭০ বছর ধরে বসবাস করে আসছি,  
কোনো দিন আমাদের সাথে কারও  
কোনো বিরোধ হয় নি।

হ্যাঁ গত কয়েক বছর ধরে বাহিরাগত  
কিছু মোল্লাদের উক্ফানিতে গত ২০১৯  
সালেও তারা আমাদের বাড়িঘরে আক্রমণ  
করেছিল। এবছরও এই একই ঘটনা ঘটালো।

একটি বিষয় এখানে আমি উল্লেখ করতে  
চাই, বারবার আঙ্গন দিয়ে আমাদের বাড়িঘর  
পুড়িয়ে এরা কি আমাদের অন্তর থেকে  
মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা শেষ করে  
দিতে পারবে? আমাদের হৃদয় থেকে কি  
কলেমা মুছে ফেলতে পারবে? অবশ্যই না।

আমাদের একজন খলীফা আছেন,  
যিনি আমাদের জন্য সবসময় দোয়া  
করছেন। তাঁর দোয়া আছে আমাদের  
সাথে, তাই আমাদের কোনো ভয় নেই।

আহমদনগর ও শালসিংড়ির আহমদীয়া  
আজ যে কুরবানী দিয়েছেন, সেই  
কুরবানীর ফলে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও  
খলীফার দোয়ার বরকতে এই এলাকার  
এত উন্নতি হবে যা কেউ ধারণা করতে  
পারবে না, ইনশাআল্লাহ্।

আমরা দোয়া করি, যারা না বুবো  
বিরোধিতা করছে তাদেরকে যেন আল্লাহ্  
হেদয়াত দান করেন। এখন আমাদের  
কাজ হল, নামাযে বেশি বেশি দোয়া করা  
আর ধৈর্য ধরা।



যারা বাড়িঘর জ্বালিয়েছে তাদের কাছে  
আমার শুধু একটিই প্রশ্ন— আমাদের  
অপরাধ কী? কোন অপরাধে আমাদের  
বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া হল? আমাদের  
অপরাধ কী এটাই যে, আমরা শ্রেষ্ঠ নবী  
হ্যাঁরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ  
অনুসারে যুগের মাহদীকে মেনেছি।

এটা যদি আমাদের অপরাধ হয়  
তাহলে এটাই আমাদের জন্য উন্নত।  
কেননা আমি তো মহানবীর আদেশ মান্য  
করেই ইমাম মাহদীকে মানার সৌভাগ্য  
পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ্।

তাকে মানার ফলে আজ আমার চিন্তা  
একটাই থাকে কীভাবে সমাজে ভাল কাজ  
করা যায়, আমি একবারের জন্যও কারও  
ক্ষতির চিন্তা করতে পারি না। আমি  
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে মহানবী  
(সা.)-এর অনুপম শিক্ষামালার বাস্তবায়ন  
হতে দেখেছি তাই কলেমা ‘লা ইলাহা  
ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্’-এর জন্য  
আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত।

কোনোভাবেই আমার মাথায় আসে না  
তারা কীভাবে আমাকে কাফের বলে? আমি  
তো মহানবী (সা.)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও  
সর্বশেষ শরীয়তবাহী নবী হিসেবে মান্য  
করি। শুধু তাই না খাতামান্নাবীঈন শব্দের  
যত অর্থ আছে সব অর্থে আমি মহানবী  
(সা.)-কে খাতামান্নাবীঈন মান্য করি।  
এছাড়া কলেমা, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত  
সব পালন করি। আমরা আল্লাহ্ কৃপায়  
নিয়মিত নামায পড়ি, প্রত্যেক বছর  
রমজানের রোজা রাখি, আলহামদুলিল্লাহ্।  
প্রতিদিন কুরআন পাঠ করি, তারপরও  
আমরা কাফের আর যারা আঙ্গন জ্বালিয়ে সব  
শেষ করে দিয়েছে তারা নিজেদেরকে পাকা  
মুসলমান দাবি করে— এটা কীভাবে হয়?

পরিশেষে বলতে চাই, এ যুগে  
ধর্মসংক্ষারের উদ্দেশ্যে আগমনকারী মসীহ  
মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনার  
ফলে আমরা সবধরনের ত্যাগ স্বীকার  
করতে প্রস্তুত, কলেমার জন্য জীবন  
দিতেও প্রস্তুত। আল্লাহ্ আমাদের  
সৌভাগ্য দিন, আমীন।

# এক নজরে দেশের বিভিন্ন স্থানে 'মসীহ মাওউদ (আ.)' দিবস উদ্যাপন

## সরিষাবাড়ী জামা'তের উদ্যোগে মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত

গত ২৪/০২/২০২৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ শরিষাবাড়ী জামা'তে অত্যন্ত ভাবগভীর পরিবেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস পালিত হয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল ওয়াদুদ সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথমে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব কারী সাইদুর রহমান এবং সুললিত কঠে মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিখিত আরবী কাসিদা পাঠ করেন মাহমুদ আহমদ ইমন সাহেবে। এরপর উক্ত অনুষ্ঠানে মসীহ মাওউদ (আ.) দিবসের তৎপর্য ও গুরুত্ব এবং বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ত বক্তৃতা করেন সর্বজনাব খলিলুর রহমান ভুইয়া, জনাব হাফিজুর রহমান, জনাব শামসউদ্দীন মাষ্টার, জনাব হাবিবুর রহমান মাষ্টার, জনাব আব্দুল গফুর, জনাব শহিদুল ইসলাম, জনাব কামরুল হাসান, জনাব কারী সাইদুর রহমান প্রমুখ। ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল ওয়াদুদ সাহেবের বক্তৃতা ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পকেট থেকে প্রায় ২৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, অডিটর,  
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, সরিষাবাড়ী, জামালপুর

## তেরগাতী জামা'তের উদ্যোগে মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস উদ্যাপিত

গত ২৩/০৩/২০২৩ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হতে বাদ এশা পর্যন্ত স্থানীয় জামা'তে হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সাহেব, প্রেসিডেন্ট তেরগাতী। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ রাফিউল আহমদ পাপেল। উর্দু নয়ম পরিবেশন করেন জনাব মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন ছোটন। তারপর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়, হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.) দিবসের মাহাত্ম্য ও প্রেক্ষাপট- মোহাম্মদ পিয়াস আহমদ, সন্তানদের তরবিয়তে হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আদর্শ- আনহার আহমদ পায়েল, হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর রসূলপ্রেম, মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন ছোটন, হ্যরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিরোধীদের দৃষ্টান্তমূলত পরিণাম সত্য জামা'তের বৈশিষ্ট্য, এ বিষয়ে

আলোকপাত করেন মাওলানা মাহমুদ আহমদ বিপ্লব, মুরব্বী সিলসিলাহ। সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সৈয়দ তোফায়েল আহমদ, জি. এস, তেরগাতী

## রংপুর জামা'তের উদ্যোগে মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস উদ্যাপিত



গত ২৩ মার্চ ২০২৩ ইং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রংপুরের উদ্যোগে মহান মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস উদ্যাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, রংপুর। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব তাহের আহমদ। উর্দু নয়ম পাঠ করেন জনাব আব্দুল মালেক স্বর্গ। বয়আতের শর্তগুলো পাঠ করে শুনান জনাব মারওফ আহমদ। বাংলা তারানা পাঠ করেন দুইজন নাসেরাত। মসীহ মাওউদ (আ.) দিবসের প্রেক্ষাপট, এর গুরুত্ব এবং মাহদী (আ.)-এর সত্যতা ও আমাদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন মাওলানা মেহেদী সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ। হ্যরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক এবং আমাদের দায়িত্বাবলী কী- এ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম। সবশেষে সভাপতি সাহেব দোয়ার মাধ্যমে উক্ত মহত্ব অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণা করা করেন। অনুষ্ঠানে মোট উপস্থিত ছিল ২৪ জন।

মাওলানা মেহেদী সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ



আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা



আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাদারটেক



আহমদীয়া মুসলিম জামাত, সুন্দরবন



আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা



আহমদীয়া মুসলিম জামাত, কাহারোল, দিনাজপুর



ଆହମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ତାରଙ୍ଗା



ଆହମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ନାଟୋଇ



ଆହମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ବିଷ୍ଣୁପୁର



ଆହମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ମୀରଗାୟ



ଆହମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ସୋହାଗୀ



ଆହମ୍ମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ହେଲେଥଗକୁଡ଼ି



ଆହମ୍ମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ହୋସନାବାଦ



ଆହମ୍ମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ବଣ୍ଡା

ଆହମ୍ମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ଶୈଳମାରୀ



ଆହମ୍ମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ବ୍ରାକ୍ଷଣବାଡ଼ିଆ

ଆହମ୍ମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ମାହିଗଞ୍ଜ



ଆହମ୍ମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ମୋଡ଼ାଇଲ



ଆହମ୍ମଦୀୟା ମୁସଲିମ ଜାମା'ତ, ରଂପୁର

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ سُولُ اللَّه

## ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ମସୀହ ଓ ଇମାମ ମାହଦୀ (ଆ.)-ଏର ହାତେ ବୟାତାତ ଗ୍ରହଣେର ଦଶଟି ଶର୍ତ୍ତ

୧

ବୟାତାତକାରୀ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣେ ଏ କଥାର ଅଙ୍ଗୀକାର କରବେ, ଏଥିନ ଥେକେ ଭବିଷ୍ୟତେ କବରେ ନା ଯାଓୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିରିକ ଥେକେ ସେ ବିରତ ଥାକବେ ।

୨

ମିଥ୍ୟା, ବ୍ୟାତାତକାରୀ କାମଲୋଲୁପଦ୍ଧତି, ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବାଧ୍ୟତା ଓ ପାପାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ, ଖିଯାନତ ଏବଂ ନୈରାଜ୍ୟ ଓ ବିଦ୍ରୋହେର ସକଳ ପଥ ପରିହାର କରେ ଚଲବେ । ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉତ୍ତେଜନା ଯତଇ ପ୍ରବଳ ହୋକ ନା କେନ, ଏର କାହେ ପରାଭୂତ ହବେ ନା ।

୩

ଖୋଦା ଓ ରସୂଲ (ସା.)-ଏର ନିର୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବିନାବ୍ୟତିକ୍ରମେ ନିୟମିତ ପାଂଚ ବେଲାର ନାମାୟ ପଡ଼ିବେ । ଆର ଯଥାସାଧ୍ୟ ତାହାଜୁଦ ନାମାୟ ପଡ଼ାର ଓ ପିଯ ରସୂଲ ସାନ୍ନାତ୍ରାହ ଆଲାଇହେ ଓୟା ସାନ୍ନାମ-ଏର ପ୍ରତି ଦରଳ ପ୍ରେରଣେର ଏବଂ ନିଜ ପାପସମୁହେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟହ କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଇଞ୍ଜେଗଫାର କରାର ଶାନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରବେ । ଆନ୍ତରିକ ଭାଲବାସାର ସାଥେ ଖୋଦା ତାଁଲାର ଅନୁଗ୍ରହାର୍ଜି ଶ୍ମରଣ ରେଖେ ତାଁର ପ୍ରକାଶିତ ଓ ଶୁଣିକାର୍ତ୍ତନ କରାକେ ଦୈନିନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସେ ପରିଗତ କରବେ ।

୪

ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉତ୍ତେଜନାର ବଶବତ୍ତୀ ହୁଏ ସାମର୍ଥ୍ୟିକଭାବେ ଆନ୍ତରାହର ସୃଷ୍ଟି କୋଣୋ ଜୀବକେ ଆର ବିଶେଷ କରେ ମୁସଲମାନଦେରକେ କଥାଯ, କାଜେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ କୋଣୋଭାବେ ଅନ୍ୟାୟ କଷ୍ଟ ଦିବେ ନା ।

୫

ସୁଖେ-ଦୁଃଖେ, ସ୍ଵାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟେ-କାଠିନ୍ୟେ, ସମ୍ପଦେ-ବିପଦେ ସକଳ ଅବସ୍ଥାଯ ଖୋଦା ତାଁଲାର ସାଥେ ବିଶ୍ଵସତା ରକ୍ଷା କରବେ । ସକଳ ଅବସ୍ଥା ଓ ପରିହିତିତେ ଈଶ୍ଵି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟିତା ମେନେ ନିବେ । ତାଁର ପଥେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଛନା-ଗଞ୍ଜନା ଓ ଦୁଃଖ-କଷ୍ଟ ବରଣ କରେ ନିତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାକବେ । କୋଣୋ ବିପଦ ଏସେ ଉପହିଁତ ହୁଲେ ତାଁର ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହବେ ନା ବରଂ ସମ୍ମୁଖପାନେ ଏଗିଯେ ଯାବେ ।

୬

ସାମାଜିକ କଦାଚାର ଓ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସତ୍ତ ପରିହାର କରବେ । କୁତ୍ରାନ୍ତେର ଅନୁଶାସନ ଶତଭାଗ ଶିରଧାର୍ୟ କରବେ ଏବଂ ଆନ୍ତରାହ ଓ ରସୂଲ (ସା.)-ଏର ନିର୍ଦେଶନାବଳୀକେ ନିଜ ଜୀବନେର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ହିସେବେ ଅବଲମ୍ବନ କରବେ ।

୭

ଅହଂକାର ଓ ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବତୋଭାବେ ପରିହାର କରବେ । ନ୍ୟାତା, ବିନ୍ୟ, ସଦାଚରଣ, ସହନଶୀଳତା ଓ ଦୀନତାର ସାଥେ ଜୀବନ୍ୟାପନ କରବେ ।

୮

ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଇସଲାମେର ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତାକେ ନିଜ ଧନପ୍ରାଣ, ମାନସଭ୍ରମ, ସନ୍ତାନସନ୍ତତି ଓ ସକଳ ପ୍ରିୟଜନ ହତେ ପ୍ରିୟତର ଜ୍ଞାନ କରବେ ।

୯

କେବଳ ଆନ୍ତରାହ ତାଁଲାର ସମ୍ପାଦିତାଭେତ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ତାଁର ସୃଷ୍ଟି ସକଳ ଜୀବେର ସେବାୟ ରତ ଥାକବେ ଏବଂ ଖୋଦାପ୍ରଦ ନିଜ ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟାପରେ ମାନ୍ୟବଜାତିର ଯଥାସାଧ୍ୟ ହିତସାଧନ କରବେ ।

୧୦

ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଆନ୍ତରାହ ସମ୍ପଦିତ ଲାଭେତ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ମାର୍କଫ ତଥା ଧର୍ମନୁମୋଦିତ ସକଳ ଆଜଳ ପାଲନ କରାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାୟ ଏହି ଅଧିମେର ସାଥେ ଭାତ୍ରତ୍ୱବନ୍ଦନେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆଶ୍ରତ୍ୟ ଏତେ ଅଟଲ ଥାକବେ । ଆର ଏହି ଭାତ୍ରତ୍ୱବନ୍ଦନେ ଏମନ ମହାନ ପର୍ଯ୍ୟାଯେ ଉପନୀତ ଥାକବେ ଯାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜାଗତିକ କୋଣୋ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବନ୍ଦନେ ଅଥବା ତାବଂ ସେବକମୁଲଭ ଅବସ୍ଥାର ମାଝେ ଖୁଁଜେ ପାଓୟା ଯାବେ ନା ।

(ଇଶ୍ତେହାର ତକମୀଲେ ତବଳୀଗ: ୧୨ ଜାନୁଯାରି, ୧୮୮୯୯୧)

# বিবাহ সংবাদ

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

## নবদম্পতির জন্য মহানবী (সা.)-এর দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَجَمِيعِ بَيْنَكُمَا فِي حَيْثُ

“আল্লাহ তোমাকে আশিসের ভাগী করুন, তোমার প্রতি অচেল আশিস বর্ষণ করুন আর তোমাদের উভয়কে পুণ্যকর্মে এক করে দিন” (আমীন)। (আরু দাউদ, হাদীস নং: ২১৩০)

- গত ০৯/১২/২০২২ আফিয়া ফারজানা রহবাইয়াত, পিতা- খোরশেদ আহমেদ, কে. বি. ইসমাইল রোড টাউন, ময়মনসিংহ সদর-এর সাথে এস.এম. তানিম মাঝা, পিতা-এস.এম. তারেক ইকবাল, ৬২ লেক সার্কাস, কলা বাগান, ঢাকা-এর বিবাহ ৬,০০,০০০/= (ছয় লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।  
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২২-২৩/৩৭

- গত ১৬/১১/২০২২ পিয়ারা খাতুন, পিতা- মোহাম্মদ লসমুদ্দীন, গ্রাম- উত্তর গাজীপুর চট্ট, পোঃ- উত্তর গাজীপুর চট্ট, সাভার, ঢাকা-এর সাথে মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, পিতা- মোহাম্মদ আব্দুল হাসেম, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।  
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২২-২৩/৮০

- গত ০৯/১২/২০২২ জুহুদা সরকার, পিতা মরহুম- নজরুল ইসলাম সরকার, সরকার ভিলা, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-এর সাথে ইশতিয়াক আহমেদ (নির্জন), পিতা- মোস্তাক আহমেদ, ৩৪৫০, কুড়া, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া-এর বিবাহ ৪,০০,০০০/= (চার লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।  
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২২-২৩/৩৮

- গত ০২/১২/২০২২ রোকসানা পারভীন, পিতা: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, বলডাঙ্গা, সাতক্ষীরা-এর সাথে মেহেদী হাসান, পিতা: আদম আলী গাজী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/= (১ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।  
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২২-২৩/৮১

- গত ২৫/১২/২০২২ নাজরীন জাহান, পিতা- আলমগীর হোসেন, গৌরিচন্দা, বরগুনা, রোড নং-১৪, নিকুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-এর সাথে জাহান জেব, পিতা- কাইজার আলম (মানিক), উত্তর বাড়া, ঢাকা-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।  
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২২-২৩/৩৯

- গত ২৪/০৯/২০২২ সুমনা ইশরাত, পিতা- মরহুম বদরুদ্দীন সাহেব, 286 AVENUE ARISTIDE, BRIAND 92220, BAGNGUX, FRANCE-এর সাথে আবুল কালাম মোহাম্মদ রাজীব হাসান, পিতা- মরহুম সালেহ আহমদ, 13, SEVEN KINGROAD, SLFORA, 1GS8AQ-UK-এর বিবাহ ৩০০০/= পাউন্ড, (Three thousands Pound) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।  
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২২-২৩/৮২

# গায়ের আহমদী বিবাহের ক্ষেত্রে হ্যরত মসীহ মাওড়ুদ (আ.)-এর সাবধান বাণী

খোদা তাঁলার বিশেষ অনুগ্রহে আমাদের জামা'তের সদস্য সংখ্যা যেহেতু অতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে আর বর্তমানে তা হাজার হাজারে গিয়ে উপনীত হয়েছে এবং আল্লাহ তা'লার কৃপায় তা অচীরেই লক্ষ-তে পৌছে যাবে। (এখন আল্লাহর কৃপায় তা কোটিতে উপনীত হয়েছে) তাই হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবি হল, এদের পারস্পরিক ঐক্য বৃদ্ধি করার জন্য, এবং এদের পরিবার পরিজন আর আতীয় স্বজনের মন্দ বা কুপ্রভাব থেকে আর মন্দ পরিণাম থেকে রক্ষা করার জন্য ছেলে-মেয়েদের বিবাহের বিষয়ে কোন উত্তম ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন।

এ কথা স্পষ্ট, যারা বিরোধী মৌলবীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় বিদ্রোহ, হিংসা আর কার্পণ্য এবং শক্তাত্ত্ব চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত না হয়, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর এ জামা'ত সম্পদে, জ্ঞানে, কল্যাণে, বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে, পুণ্যের দিক দিয়ে

কোন ক্ষেত্রেই এখন তাদের মুখাপেক্ষী নয়, এমনকি তাকওয়া পরায়ণ অসংখ্য লোক এ জামা'তে বিদ্যমান। আর প্রত্যেক ইসলামী গোষ্ঠীর লোক এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত আছে। এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না-যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী।

স্মরণ রাখবেন! যারা এমন লোকদের পরিত্যাগ করতে না পারে, তারা আমাদের জামা'তে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য নয়। যতদিন পর্যন্ত পবিত্রতা ও সত্যের জন্য এক ভাই নিজ ভাইকে পরিত্যাগ করতে না পারে, পিতা নিজ পুত্র থেকে পৃথক হতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। অতএব সমস্ত জামা'ত মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হ্বার জন্য এ শর্ত মানা আবশ্যিক।

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড  
পৃষ্ঠা: ৫০-৫১)



MTA-তে সরাসরি হ্যুন্ডেল (আই.)-এর  
জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে  
আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন



## MTA-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

- (১) শুক্রবার: বাংলাদেশ সময় সপ্তাহ্য ৭:০০ সরাসরি সম্প্রচার।  
পুনঃপ্রচার রাত ১০:২০ এবং ভোর ৮:০০।
- (২) শনিবার: পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮:১০ এবং  
বিকাল ৫:০০।
- (৩) রবিবার: পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সপ্তাহ্য ৭:০০।
- (৪) বৃহস্পতিবার: একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত  
৮:০০।

50% OF SMALL BUSINESSES AREN'T USING SOCIAL MEDIA PROPERLY TO PROMOTE THEIR BUSINESS.

TO KEEP AHEAD OF THE CURVE, YOU NEED -

- \* DIGITAL MARKETING STRATEGY
- \* PROMOTIONAL VIDEO
- \* FACEBOOK PROMOTION
- \* PRODUCT PHOTOGRAPHY
- \* PRODUCT VIDEOGRAPHY



JUNCTION  
STUDIOJUNCTIONBD



ডাঃ মোঃ সাদিউল রাফি  
বি.ডি. এস (ঢাকা),

পিজিটি (ওরাল এন্ড ম্যাঞ্জিলোফেসিয়াল সার্জারী)

শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল  
বিএমডিসি রেজিঃ নং-৪৬৩৩, মোবাঃ ০১৯২০-১৫৯১৯৭

## ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন

চেম্বার :

ডাঃ রাফি ওরো-ডেন্টাল সার্জারী

১২৫৭, বাগানবাড়ী মোড় (পানির পাস্প সংলগ্ন),  
পূর্ব জুলাইন, ঢাকা-১২০৮

সাক্ষাতের সময়:

বিকাল ৫টা - রাত ৯টা (মঙ্গল - শুক্রবার)

সিরিয়ালের জন্য: ০১৭১০-৭৭৬৮৬৫

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান এবং

প্রতিশ্রূত মসীহ (আ.)-এর পথওম খলীফা

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)-এর

কতিপয় বক্তৃতা ও  
পত্রের সংকলন-এ

## “বিশ্ব সংকট

ও

## শান্তির পথ”

পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ

(ইংরেজি পথওম

সংক্রণের অনুবাদ)

আহমদীয়া মুসলিম

জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশ করেছে।



হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.)

পুস্তকটির অনুবাদের কাজটি করেছেন প্রফেসর আব্দুল্লাহ শামস  
বিন তারিক। প্রথম সংক্রণের অংশে আরো যাদের  
উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তা প্রথম সংক্রণের ভূমিকায় বর্ণিত  
আছে। বইটির অনুবাদ, কম্পোজ, সম্পাদনা, প্রফ-রিডিং,  
মুদ্রণ প্রত্তি কাজে সম্পৃক্তদের আল্লাহ তা'লা উত্তম পুরস্কার  
দান করুন। নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয়  
লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

প্রকাশকাত বাংলাদেশ সরকারের কানুন ও পরিবার কলাম মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতি প্রদান কর্তৃত এবং বাংলাদেশ নথি ও চিত্রচার্চিত কর্তৃত মিলিষ্টে



AMJAD KHAN CHOWDHURY NURSING COLLEGE

আমজাদ খান চৌধুরী নাসিং কলেজ

ভর্তি চলছে! ভর্তি চলছে! সীমিত আসনে ভর্তি চলছে!!!

আপনার সন্তানের উত্তীর্ণ ভর্ত্যাঙ কামনায় আমরা যিনে এটিই আধুনিক মানের শিক্ষার পরিবেশ

একেসি-এক্সি-এর কেসসমূহ

বিএসসি ইন নাসিং (৪ বছর)



ডিপ্লো ইন নাসিং সার্কে অ্যাড মিডওয়াইফেরি (৩ বছর)

ডিপ্লো ইন মিডওয়াইফেরি (৩ বছর)



স্বৰূপ ধৰ্ম	স্বৰূপ ধৰ্ম	অ্যাকাডেমিক প্রযুক্তি	অ্যালেন মালিনা	কর্মকর্তা মিলিটে	মিলি কান্দেরা এবং
অ্যাকাডেমিক প্রযুক্তি	অ্যাকাডেমিক প্রযুক্তি	৩ মুসলিম-প্রযুক্তি	এই নামে	মিলি কান্দেরা এবং	সার্কে অ্যাড
স্বৰূপ ধৰ্ম	স্বৰূপ ধৰ্ম	সম্মত প্রযুক্তি	মধ্যে এবং অতি প্রযুক্তি	প্রযুক্তি	সার্কে অ্যাড
অ্যাকাডেমিক প্রযুক্তি	অ্যাকাডেমিক প্রযুক্তি	সম্মত প্রযুক্তি	প্রযুক্তি	মালিনা	প্রযুক্তি

চাদপুর, পৌরগঞ্জ, নাটোর, স্টেলাইন: ০১৭৬৯ ৬৯৬২৯০, ০১৭০৮ ১৫৫৮৮, [www.akcnc.edu.bd](http://www.akcnc.edu.bd)

Printed and Published by Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

Editor in Charge: Sheikh Mostafizur Rahman

Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: [pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com](mailto:pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com)

[www.ahmadiyyabangla.org](http://www.ahmadiyyabangla.org), [www.alislam.org](http://www.alislam.org), [www.mta.tv](http://www.mta.tv)

[www.theahmadi.org](http://www.theahmadi.org) (Pakkhik Ahmadi web site live now)